চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 183 Saturday, 3 June, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৮৩ সংখ্যা ❋ ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০, শনিবার, ৩ জুন, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আনুষ্ঠানিকভাবে রিলায়েন্সকে কালিঘাট মন্দির কমিটি একটি বানিজ্যিক সংস্থার হাতে মন্দির সংস্কারের দায়-দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সরকারি সূত্রে এ খবর জানা যায়। খুব শীঘ্রই মন্দিরের সংস্কারের কাজ শুরু হবে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

প্রথম ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থানার অন্তর্গত খিরাবেড়া ধুন্ধিখাপ মধ্য শিক্ষা কেন্দ্রের সামনে রাজু টিফিন সেন্টার নামে একটি দোকানে। এদিন রাতে হঠাৎ করে দোকানে জ্বলে উঠে আগুন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

সমস্ত অ-বিজেপি দল এক হলে কেন্দ্রের অধ্যাদেশকে হারানো সম্ভব। মন্তব্য করলেন কেজরিওয়াল। শুক্রবার পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান ও আম আদমি পার্টির নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে পৌঁছন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে যাওয়ার পর আর ক্রিকেট মাঠে ঠিক দেখা গিয়েছে তাঁকে। আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও রাজধানীর টিম এ বার সাফল্য পায়নি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

মিঠুনের চ্যালেঞ্জ

'৬ মাসের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করলে রাজ্যটাকে বদলে দেব'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুনঃ মুখ্যমন্ত্রী হলে ৬ মাসের মধ্যে রাজ্যটাকে বদলে দেবেন। বিধাননগরের ইজেডসিসি-তে এবিভিপি-র একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে বলেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি, শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন। সেখানেই মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, ''৬ মাসের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করলে আমি রাজ্যটাকে বদলে দেব।'' প্রশ্নোত্তর পর্বে রাজ্যের বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে মুখ খোলেন মিঠুন। তিনি বলেন, ''কোনও প্রজন্মকে শেষ করে দিতে হলে, আগে শিক্ষাব্যবস্থাকে শেষ করতে হয়। সেটাই হচ্ছে। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান যা হাল, তাতে শ্মশানটা খুব কাছে। বাংলার পরিবর্তন সাধারণ মানুষই করতে পারবে।'' রাজ্যের শাসকদল বর্তমানে দুর্নীতি ইস্যুতে বিদ্ধ। গত কয়েক মাসে রাজ্যে একাধিক ধর্ষণ, খুনের অভিযোগ উঠেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের রাস্তায় নেমে মিছিলে হাঁটতে দেখা যেত। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ইস্যুতে তা দেখা যায়নি। বুদ্ধিজীবীদের নীরবতা নিয়েও সরব হন মিঠুন। তিনি বলেন, ''বাংলায় যখনই কোনও ঘটনা ঘটেছে আমরা কিন্তু জেগেছি। তার প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু এখন আমরা প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছি। কারণ যারা প্রতিবাদের ক্ষেত্রে সামনে সারিতে থাকেন,

তাঁদের আত্মা বিক্রি হয়ে গেছে।'' মিঠুন বলেন, ''বর্তমান দুর্নীতি নিয়ে আমি প্রতিবাদ করতে চাই। এই বাংলা সেই বাংলা ছিল না। আমি এখনকার বাংলার প্রতিবাদ করছি। অনেক বাধা আসবে। তবুও প্রতিবাদ করতে হবে। আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতিবাদে আছি।'' রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মিঠুন বলেন, ''সব রাজনৈতিক নেতাদের আজকের দিনে শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। যেভাবে বড় হয়েছি, এখন মিল খুঁজে পাই না।'' এই অনুষ্ঠানে এক জনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কিছুটা নস্ট্যালজিক হয়ে পড়েন মিঠুন। তিনি বলেন, ''একটা সময়ে আমার থাকার জায়গা ছিল না, তাই এক বন্ধু জিমে থাকার জায়গা দিয়েছিল। বাঁচার যদি ইচ্ছা থাকে, লড়াই আপনি এসে যায়।'' তিনি বলেন, ''একটা সময়ে আমার মনে হয়েছিল মরে যাব। তখন একটা সন্ধ্যায় একা বসে ভাবলাম। আমি যদি মরে যাই, তাহলে আমার মা-বাবা-বোনেদের কী হবে? বাঁচার ইচ্ছাটাই বড়। আমি জীবনে অনেক আঘাত পেয়েছি। আমি জানি আমি এখন একজন লেজেন্ডারি অভিনেতা। তবুও আপনারা জানতে চান তো, আমি কীভাবে মাটির মানুষ? আসলে এটা আমার পরিবারের শিক্ষা।'' সেই সঙ্গেই মিঠুন বলেন, ''আমি ভাষণ দিতে পারি না। ডায়লগ দিতে পারি। সিনেমা করি তো। আমি নেতা নই। কর্মী।'' বর্তমান রাজনৈতিক দলের নেতাদেরও শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, ''সব রাজনৈতিক নেতাদের আজকের দিনে শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। রাজনীতি করা ভুল নয়। কিছু লোক এটিকে খারাপ করে দিয়েছে। উত্তমদার সঙ্গে কাজ করেছি। উত্তমদা বলতেন, রাজনীতিকে ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে আনা উচিত নয়।'' এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ১ দিনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করে দিলেন আপনি কী করবেন? মিঠুন বলেন, ''৬ মাসের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করলে আমি রাজ্যটাকে বদলে দেব।''

করমণ্ডল এক্সপ্রেসের ধাক্কা মালগাড়িতে!

লাইনচ্যুত অধিকাংশ কামরা, ১৭৯ জন হাসপাতালে

বালেশ্বর, ২ জুনঃ ওড়িশার বালেশ্বরের কাছে দুর্ঘটনায় চেন্নাইগামী করমণ্ডল এক্সপ্রেস। হাওড়ার শালিমার স্টেশন শুক্রবার দুপুরে ট্রেনটি ছাড়ে। ট্রেনটির একাধিক কামরা বেলাইন হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। ১৭৯ জনকে বালেশ্বরের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, দুপুর ৩টে ১৫ মিনিট নাগাদ শালিমার স্টেশন থেকে ছাড়ে ১২৮৪১ আপ করমণ্ডল এক্সপ্রেস। পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর স্টেশন ছাড়ে বিকেল সওয়া ৫টায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ ট্রেনটি পৌঁছয় বালেশ্বরে। কাছেই বাহানগা বাজারের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ২৩ কামরার ট্রেনটি। তবে ট্রেন দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হয়েছেন কি না, তা এখনও জানা যায়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও জানা যায়নি। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক আদিত্য চৌধরি বলেন, ''বালেশ্বরের কাছে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে কিছু একটা হয়েছে। আমরা কোনও ভাবে এখনও কিছু জানতে পারিনি। জানার চেষ্টা করছি। জানামাত্রই জানানো হবে।'' স্থানীয় সূত্রের খবর, করমণ্ডল এক্সপ্রেস ধাক্কা মারে একটি মালগাড়িতে। এর ফলে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের প্রথম তিনটি কামরা বাদে সবক'টি কামরাই লাইন থেকে ছিটকে পড়ে। দুর্ঘটনার অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনটি মালগাড়ির উপর উঠে গিয়েছে। সিগনালে ত্রুটি না কি চালকের ভুল- কিসের জেরে এত যাত্রী নিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল করমণ্ডল এক্সপ্রেস, তা জানার চেষ্টা চলছে।

'ভীষণ ক্যাজুয়াল', নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-এর ভূমিকায় অসন্তুষ্ট আদালত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুনঃ প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে ফের একবার অসন্তোষ প্রকাশ আদালতের। সিবিআইয়ের উপর অসন্তুষ্ট আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক। এর আগে গত ১৯ মে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই চার্জশিটের উপর সিবিআইয়ের ব্যাখ্যা চেয়েছিল আদালত। শুক্রবার আদালতে সেই ব্যাখ্যা দেওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের। কিন্তু এদিন আদালতে সিবিআইয়ের তরফে আরও ৩০ দিন সময় চাওয়া হয় প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জশিটের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য। সেই নিয়েই সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে বেশ অসন্তুষ্ট আলিপুরে বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক। সিবিআই আদালতে যে চার্জশিট জমা দিয়েছিল, সেই চার্জশিট অনুযায়ী টাকার বিনিময়ে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, অর্থাৎ যাঁরা পাবলিক সার্ভেন্ট, তাঁদের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ করা হয়নি? সেই বিষয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার থেকে ব্যাখ্যা চেয়েছিল বিশেষ সিবিআই আদালত। ২ জুন অর্থাৎ, আজ সেই ব্যাখ্যা আদালতকে জানানোর কথা ছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার। কিন্তু তারা আরও ৩০ দিন সময় চায় আদালতের কাছে। সেই সময়েই বিচারক সিবিআই আইনজীবীকে বলেন, ''আপনাদের ভূমিকা ভীষণ ক্যাজুয়াল। এতদিন সময় দেওয়া যাবে না।'' প্রসঙ্গত, এদিন প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ, নীলাদ্রি ঘোষ ও তাপস মণ্ডলকে পেশ করা হয়েছিল আলিপুরে বিশেষ সিবিআই আদালতে। তিন জনের আইনজীবীই এদিন তাঁদের মক্কেলের জামিনের জন্য আবেদন জানান আদালতে। কিন্তু বিচারক তাঁদের জামিনের আর্জি খারিজ করে দেন। অভিযুক্তদের ফের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ১৬ জুন পর্যন্ত অভিযুক্তদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে এর আগেও বিভিন্ন সময় প্রশ্ন তুলেছিল আদালত। কখনও নিম্ন আদালতে, কখনও আবার হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা। আজ আরও একবার সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ আদালতের।

রাজ্যপালের নিয়োগ করা উপাচার্যদের মানবে না রাজ্য

জানিয়ে দিলেন ব্রাত্য বসু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুনঃ রাজ্য সরকার পোষিত ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে আরও তীব্র হল রাজ্য এবং রাজ্যপাল সংঘাত। উপাচার্য নিয়োগ করা হলেও সরকার আদৌ যে তাঁদের স্বীকৃতি দেবে না, শুক্রবার বিকাশ ভবন থেকে সেই বক্তব্যই স্পষ্ট করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। উচ্চশিক্ষা দফতরের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করে রাজ্যপাল এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন, এমনই অভিযোগ করলেন শিক্ষামন্ত্রী। পাশাপাশি উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা হওয়া নিয়ে রাজ ভবনের পক্ষ থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, সেই বিবৃতি উদ্ধৃত করে তা সর্বৈব মিথ্যা বলে দাবি করছেন ব্রাত্য বসু। রাজ্যপাল নিজের মর্জি মতো উপাচার্যদের নিয়োগ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চাইছেন বলেও অভিযোগ তাঁর। সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে আসলে স্বায়ত্বশাসিত, এবং রাজ্য সরকারের তরফেও উপাচার্যদের কার্যপ্রণালীতে হস্তক্ষেপ করা হয় না, প্রকারান্তরে সেই কথাও স্মরণ করালেন ব্রাত্য বসু। রাজ্যের সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগকে ঘিরে নতুন করে রাজ্য বনাম রাজভবনের সংঘাত পরিস্থিতি তৈরি হয় বৃহস্পতিবার। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করে অভিযোগ করেন, রাজ্যপাল নিয়ম ভেঙে ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্যকে নিয়োগ করেছেন। অভিযোগের পাশাপশি ব্রাত্য উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফ থেকে, 'বেআইনি ভাবে' নিয়োগ পাওয়া উপাচার্যদের পদ প্রত্যাখ্যান করার অনুরোধও জানান। উচ্চশিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে গঠিত সার্চ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আচার্য অর্থাৎ রাজ্যপালের অনুমোদনের পরেই এতদিন পর্যন্ত নয়া উপাচার্য নিযুক্ত হয়ে এসেছে রাজ্যে। কিন্তু সরাসরি উচ্চশিক্ষা দফতরকে ধোঁয়াশায় রেখে রাজ্যপালের দ্বারা সরাসরি এই অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যদের নিয়োগ প্রক্রিয়া যে অসাংবিধানিক তা শুক্রবার স্পষ্ট করে বলেন শিক্ষামন্ত্রী। বেতন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়তে যে জটিলতা তৈরি হতে পারে সেই আশঙ্কাও করেন শিক্ষামন্ত্রী। রাজ্যপালের পক্ষ থেকে দেওয়া অর্ডার কপিতে মেমো নম্বর না থাকা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ''যারা উপাচার্য হিসেবে যোগদান করছেন তাদের পুরো প্রক্রিয়াটা নিয়েই ধোঁয়াশা রয়েছে। রাজ ভবনের কার্যকলাপের জন্য আমরাও আইনি পরামর্শ নিচ্ছি। আমার কাছেও এটা ধোঁয়াশা যে অর্ডার কপিতে কোনও মেমো নম্বর নেই। এটা উপাচার্যদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।''

তিহাড়ে অনুব্রত-সুকন্যার সঙ্গে দেখা করলেন দোলা-অসিত

নয়াদিল্লি, ২ জুনঃ অনুব্রত মণ্ডলের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে তিহাড়ে গেলেন তৃণমূলের দুই সাংসদ। এদিন কেষ্টর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি, দল যে তাঁর পাশে রয়েছে, সেই বার্তাও দেন তাঁরা। তেমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অনুব্রতের ছাড়া এদিন সুকন্যার সঙ্গেও দেখা করেন দোলা-অসিতরা। অনুমতি আগে থেকে নেওয়াই ছিল। শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ তিহাড়ে পৌঁছন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন এবং বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে থাকার পরে তিহাড় থেকে বেরিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন দোলা। জানান, শারীরিক দিক থেকে আপাতত ভালই আছেন অনুব্রত মণ্ডল ও তাঁর মেয়ে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতি করার অভিযোগও তোলেন দোলা। বলেন, ''সুকন্যা তো রাজনীতিতেই ছিল না। কিন্তু বাবাকে চাপ দেওয়ার জন্য ওকে গ্রেফতার করা হল। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।'' বৃহস্পতিবারই গরুপাচার মামলায় সুকন্যা মণ্ডলের জামিনের আবেদন খারিজ করেছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

আনন্দের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘাতে ১১ উপাচার্য

মমতাকেই আদর্শ আচার্য বললেন ওমপ্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুনঃ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেছিলেন। তাতে শিক্ষা দফতরের সঙ্গে সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছিল। শুক্রবার পদ খোয়ানো ১১ জন উপাচার্য কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন আচার্য তথা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে। ব্রাত্য বসুর সুরেই এদিন প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে ওমপ্রকাশ মিশ্ররা সরাসরি রাজ্যপালের এই নিয়োগ প্রক্রিয়াকে বেআইনি, অবৈধ হিসাবে দাবি করলেন। এদিন ওমপ্রকাশ মিশ্র বলেন, ''রাজ্যপালের আচার্য হিসাবে যেভাবে উপাচার্য নিয়োগ করেছেন তা তাঁর এক্তিয়ার বহির্ভূত। এভাবে উচ্চশিক্ষায় হস্তক্ষেপ করা যায় না। গোটা প্রক্রিয়াটাই বেআইনি।'' রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। সিভি আনন্দ বোস আবার প্রাক্তন আইএএস অফিসার। ফলে তিনি ধনকড়ের মতো সাংবাদিক সম্মেলন বা টুইটে বক্তব্য না জানালেও বিজ্ঞপ্তি জারি, নির্দেশিকা পাঠানো ইত্যাদির মাধ্যমে যা করার করছেন। রাজ্যের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্যদের এক্সটেনশন না দিয়ে নতুনদের নিয়োগ করেছেন। গতকালই নতুন ১১ জনের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু অনুরোধের সুরেই বলেছিলেন, ''আপনারা এই নিয়োগকে প্রত্যাখ্যান করুন। উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না।'' গোটা পরিস্থিতিকে উচ্চশিক্ষায় বেনজির

সংঘাত হিসাবেই দেখছেন অনেকে। এ হেন পরিস্থিতিতে এদিন ওমপ্রকাশ মিশ্র বলেন, ''রাজ্যপাল গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সৌরিন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।'' জগদীপ ধনকড় জমানাতেই বিধানসভায় বিল পাশ হয়েছিল, রাজ্যপালের বদলে মুখ্যমন্ত্রী পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হবেন। সেই বিল আর আইনে পরিণত হয়নি। লাল ফিতের ফাঁসে তা রাজভবনেই পড়ে রয়েছে। উচ্চশিক্ষায় রাজ্যপালদের হস্তক্ষেপ নিয়ে এর আগে তামিলনাড়ু, কেরলেও এমকে স্ট্যালিন ও পিনারাই বিজয়নদের সঙ্গে সংঘাত হয়েছিল। বাংলায় এবার তা নতুন মাত্রা নিল। কয়েক মাস আগে যখন রাজভবনে উপাচার্যদের এক্সটেনশন দেওয়া হচ্ছে সেদিনও একটা আনন্দ ফ্রেম দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ক্রমেই যে তা সংঘাতের জায়গায় যাচ্ছে তা মালুম হচ্ছিল। এবার বিকাশ ভবন বা রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও কথাবার্তা না বলেই এক লপ্তে ১১জন উপাচার্যকে সরিয়ে দিয়ে নতুনদের নিয়োগ করে দেন রাজ্যপাল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে বাংলায় উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ কী? অনেকের মতে, রাজ্য সরকার আইন আদালত করতে পারে। কিন্তু পরিস্থিতি যে ক্রমশ জটিলতর হচ্ছে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই বলেই অনেকের মত।

কুস্তিগীরদের বিক্ষোভ নিয়ে মুখ খুললেন বিজেপি সাংসদ

নয়াদিল্লি, ২ জুনঃ রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রধান এবং বিজেপি সাংসদ ব্রিজ ভূষণ শরণ সিংকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ চলছেই। দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভরত কুস্তিগীরদের পাশে দাঁড়াচ্ছে দেশের নানা মহল। তবুও এই বিষয় নিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যত নীরব। এই অবস্থায় বিজেপির মহারাষ্ট্রের সাংসদ প্রীতম মুন্ডে বলেছেন, ''যে কোনও মহিলার করা অভিযোগকে বিবেচনা করা উচিত।'' তিনি আরও বলেছেন ''তবে সে বিষয়ে কী সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে কর্তৃপক্ষ অভিযোগটি সঠিক কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে পারে।'' বিজেপি সাংসদ বুধবার মহারাষ্ট্রের বিড জেলায় সাংবাদিকদের বলেছেন যে তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যবস্থা নেওয়ার আশা করছেন। তিনি বলেছেন, ''আমি, একজন সংসদ সদস্য হিসাবে নয়, একজন মহিলা হিসাবে, বলছি যে যদি কোনও মহিলার কাছ থেকে এই ধরণের অভিযোগ আসে, তবে তা ভেবে দেখা উচিত।'' এটি যাচাই করা উচিত। সংবাদ সংস্থা পিটিআই প্রীতম মুন্ডের এই কথোপকথন

জানিয়েছে। তবে তিনি শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি আরও বলেছেন, ''যাচাই-বাছাইয়ের পরে, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে এটি সঠিক বা অনুচিত কিনা।'' তিনি বলেন, ''যদি বিবেচনা না করা হয়, তাহলে গণতন্ত্রে সেটা সঠিক বিচার হয় না।'' শীর্ষ বিশ্ব কুস্তি সংস্থা ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিং ফেডারেশন ভারতীয় কুস্তি সংস্থার প্রধানের বিরুদ্ধে তদন্তের ফলাফলের না আসার জন্য জন্য হতাশ। তারা ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন না হলে ভারতীয় ফেডারেশনকে সাসপেন্ড করার হুমকি দিয়ে রেখেছে। বিজেপি সাংসদ মুন্ডে বলেছেন যে ''এটি একটি প্রচার স্টান্ট হবে''। তিনি বলেন, ''যদি একটি তদন্ত কমিটি গড়ে নেওয়া হয়, কারণ এই মামলার বিষয়টি এখন আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচিত হচ্ছে। যদিও আমি এই সরকারের একটি অংশ, এটা মেনে নিতে হবে যে সরকারের কুস্তিগীরদের সঙ্গে যেভাবে যোগাযোগ করা উচিত ছিল তা হয়নি'' প্রীতম মুন্ডে এও বলেছেন, ''বিজেপির জন্য, দেশ প্রথমে আসে, তারপর দল, এবং ব্যক্তি শেষ হয়। তবে এটি শেষ হলেও, ব্যক্তির ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা গুরুত্বপূর্ণ। এটি যে কোনও রাজ্যে যে কোনও দলের সরকার হতে পারে, আমি বিশ্বাস করি যে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই স্তরের কোন বড় আন্দোলন অলক্ষিত যাচ্ছে যদি প্রদান করা হয়'', তিনি যোগ করেছেন। অন্যদিকে দেশকে বিশ্বমঞ্চে সম্মান এনে দেওয়া এই প্রতিবাদীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন ১৯৮৩-বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্যরা। আজ বিক্ষোভরত কুস্তিগীরদের প্রতি সমর্থণ দেখিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেছেন তাঁরা। বিশ্বসেরা এই অ্যাথলিটদের কাছে ভয়ানক কিছু সিদ্ধান্ত না নেওয়ার আবেদন করেছেন তাঁরা। এই বিবৃতিতে মত রয়েছে বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক কপিল দেব, বিশ্ববন্দিত সুনীল গাভাসকরের।

'ইডি মিথ্যা কথা বলছে', কোর্ট চত্বরে বিস্ফোরক দাবি করলেন কুন্তল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুনঃ গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে বারবার সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলেছেন কুন্তল ঘোষ। নিয়োগ দুর্নীতিতে যাঁর বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ, যাঁর সম্পত্তির হিসেব কষতে গিয়ে চোখ কপালে উঠেছে গোয়েন্দাদের, তিনি বারবার পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগের রেশ ধরে সিবিআই দফতরে হাজির হয়ে হয়েছিল খোদ তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডকে। এবার ফের কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে মুখ খুললেন কুন্তল ঘোষ। আর এবার তাঁর মুখে শোনা গেল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম। তিনি বলেন, ''শুভেন্দু অধিকারী ইডি-র বস নয়।'' শুক্রবার সকালে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে কুন্তল বলেন, ''ইডি মিথ্যা কথা বলছে।'' শুক্রবার সকালে প্রিজন ভ্যান থেকে নামার সময় কুন্তল বলেন, ''মিথ্যা কথা বলছে ইডি। যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে আমার স্টেটমেন্ট আদালতের সামনে নিয়ে আসা হোক।'' এর আগে তিনি দাবি করেছিলেন, তাঁকে অভিষেকের নাম বলতে চাপ দিচ্ছেন তদন্তকারীরা। আর এবার নিজের বয়ান নিয়েই কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন কুন্তল ঘোষ। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হল, জেরায় যা বলছেন তিনি, তা সামনে আনা হচ্ছে না। তদন্তকারীদের বিরুদ্ধে কার্যত তথ্য গোপন করার অভিযোগ তুললেন তিনি। পরে কোর্ট চত্বর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আবারও বিস্ফোরক অভিযোগ করেন কুন্তল। তিনি বলেন, ''৩১ মে শুভেন্দু অধিকারী কতবার ইডি অফিসারদের ফোন করেছিলেন, ওঁর ফোন চেক করে দেখা হোক।'' উল্লেখ্য, ওইদিনই গ্রেফতার হন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। পরে কোর্ট লক আপ থেকে আদালত কক্ষে প্রবেশ করার সময় ফের মুখ খোলেন কুন্তল। তিনি বলেন, ''আমার স্টেটমেন্ট ভুল ভাবে প্রডিউস করছে। ইডি আমার ১ তারিখের স্টেটমেন্ট জনসমক্ষে নিয়ে আসুক। ইডি-কে বলব, ওঁরা পাবলিক সার্ভেন্ট, ইডি-র বস বিজেপি বা শুভেন্দু অধিকারী নন।'' শুধু তাই নয়, শুভেন্দু অধিকারী ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত রাখাল বেরাকে কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। উল্লেখ্য, সেচ দফতরে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে রাখালকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পরে জামিন পান তিনি। তৃণমূলের প্রাক্তন যুবনেতা কুন্তল ঘোষ অভিষেকের নাম বলেছিলেন আগেই। শুধু মুখে বলেই থেমে যাননি, লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছিলেন নিম্ন আদালতের বিচারক ও কলকাতা পুলিশের কাছে। কুন্তল সেই অভিযোগ সামনে আনার আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক সভা থেকে দাবি করেছিলেন, সারদা-কাণ্ডে অভিযুক্তদের নাকি তাঁর নাম বলতে চাপ দেওয়া হয়েছিল। কুন্তল ও অভিষেকের মন্তব্যের মিল নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, কেন্দ্রীয় সংস্থা অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। সেই মতো দিনকয়েক আগে তলবও করা হয়েছিল অভিষেককে। এবার প্রশ্ন উঠছে, বয়ানে এমন কী বলছেন কুন্তল?

‘এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত’ দর্শনে শিবাজী মহারাজের চিন্তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ জুনঃ‘এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত’ দর্শনে শিবাজী মহারাজের চিন্তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের ৩৫০-তম বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ সর্বদা ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এখন শিবাজী মহারাজের চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় 'এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর দর্শনে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শত বছরের দাসত্ব দেশবাসীর আস্থা কেড়ে নিয়েছিল, এমন সময়ে জনগণের মধ্যে আস্থা জাগানো কঠিন কাজ। সেই সময়কালে, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ কেবল আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেননি বরং জনসাধারণের মনে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন যে স্বশাসন সম্ভবপ্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন আরও বলেছেন, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক দিবস নতুন চেতনা, নতুন শক্তি নিয়ে এসেছে। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক সেই সময়ের একটি বিস্ময়কর এবং বিশেষ অধ্যায়। দেশের কল্যাণ ও জনকল্যাণ তাঁর শাসনব্যবস্থার মূল উপাদান। আমি ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের চরণে প্রণাম করছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ব্যক্তিত্ব ছিল আশ্চর্যজনক। তিনি তাঁর সাহসিকতার জন্য এবং তাঁর সুশাসনের জন্যও পরিচিত। তিনি দেশ গঠনের একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিও পেশ করেন। তিনি শাসনের জনকল্যাণমূলক চরিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরেন।

সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রতিভাবানদের দ্বারা অনন্যভাবে আশীর্বাদপ্রাপ্ত তেলেঙ্গানাঃরাষ্ট্রপতি

President of India @rashtrapatibhvn

My greetings to the people of Telangana on Statehood Day! Endowed with forests and wildlife, Telangana is also uniquely blessed with a rich cultural heritage and talented people. This beautiful state is emerging as a hub of innovation and entrepreneurship. My best wishes for the continued growth and prosperity of Telangana.

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃস্থাপনা দিবসে তেলেঙ্গানার নাগরিকবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার সকালে এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রতিভাবানদের দ্বারা অনন্যভাবে আশীর্বাদপ্রাপ্ত তেলেঙ্গানা। রাষ্ট্রপতি আরও জানান, প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে তেলেঙ্গানার জনগণকে আমার শুভেচ্ছা!শুভেচ্ছা বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানান, বন ও বন্যপ্রাণী দ্বারা সমৃদ্ধ, তেলেঙ্গানা একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রতিভাবানদের দ্বারা অনন্যভাবে আশীর্বাদপ্রাপ্ত। এই সুন্দর রাজ্য উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তার কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। তেলেঙ্গানার প্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আমার শুভকামনা রইল। প্রসঙ্গত, তেলেঙ্গানার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার সকালে হায়দরাবাদের গোলকুণ্ডা ফোর্টে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

তেলেঙ্গানার নাগরিকবৃন্দের দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ব্যাপকভাবে প্রশংসিতঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ তেলেঙ্গানার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সেই রাজ্যের নাগরিকবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার টুইটারে নিজের মনের কথা ভাগ করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, তেলেঙ্গানার নাগরিকবৃন্দের দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।২ জুন, দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তেলেঙ্গানার প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন সকালে টুইট করে শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, তেলেঙ্গানার প্রতিষ্ঠা দিবসে, এই সুন্দর রাজ্যের নাগরিকবৃন্দকে

Narendra Modi @narendramodi

On the Formation Day of Telangana, my greetings to the people of this wonderful state. The skills of its people and the richness of its culture are greatly admired. I pray for the well-being and prosperity of Telangana.

9:25 AM · 02 Jun 23 · 214K Views

আমার শুভেচ্ছা। তেলেঙ্গানার জনগণের দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। আমি তেলেঙ্গানার মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করছি।

ওয়েকফিল্ড ফুডস এর নতুন চটজলদি কাস্টার্ড মিক্স। দুই মিনিটেই কেল্লাফতে

কলকাতা, ২জুনঃ রোজকার ব্যস্ত জীবনে সময় অনেকটা সীমিত। ঘরে অনেক খাবার খেতে ইচ্ছা করলেও সময়ের অভাবে তা ইচ্ছেই থেকে যায়। এবার সেই সময় বাচানোর ইচ্ছা পূরণ করবে ওয়েকফিল্ডের ইনস্ট্যান্ট কাস্টার্ড মিক্স - এক নতুন চটজলদি ডেসার্ট।খাবারের জগতে 'ওয়েকফিল্ড' নাম সকলের কাছেই পরিচিত। ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে কাস্টার্ড পাউডার, কর্নফ্লাওয়ার, বেকিং পাউডার এবং পাস্তা সহ বিভিন্ন দৈনন্দিন প্রডাক্ট তৈরি করে ভারতের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে এই সংস্থা। এবার তারা বাজারে আনতে চলেছে 'ওয়েকফিল্ড ইনস্ট্যান্ট কাস্টার্ড মিক্স'। এই মিক্স দিয়ে দুই মিনিটেই খুব সহজেই কাস্টার্ড বানিয়ে ফেলা যাবে, যা কাস্টার্ড প্রেমীদের মন কা।বে এবং রোজকার ব্যস্ত জীবনে সময় বাচিয়ে ডেসার্ট-এর স্বাদ পূরণ করবে বলে আশাবাদী ওয়েকফিল্ড ।এই নতুন লঞ্চের বিষয়ে ওয়েইকফিল্ড ফুডস-এর সিইও, ডি এস সচদেভা বলেন, কাস্টার্ড ভারতীযদের কাছে একটি অন্যতম পপুলার ডেসার্ট কিন্তু এটি তৈরি করতে অনেকটাই সময় এর প্রয়োজন হয়। তার জন্য সমাধান

এই ওয়েকফিল্ড ইনস্ট্যানন্ট কাস্টার্ড। এই মিক্স দুই মিনিটের মধ্যে দারুন স্বাদের কাস্টার্ড তৈরি করতে পারে। আমরা নিশ্চিত যে এই নতুন প্রডাক্ট সকল কাস্টার্ড প্রেমিদের কাছে ভালো লাগবে এবং ভারতীয় বাজারে কাস্টার্ডের বিক্রি আরো বাড়ানোর আমাদের লক্ষ্য পূরণ করবে। প্রনালীঃওয়েকফিল্ড ইনস্ট্যান্ট কাস্টার্ড মিক্স প্রস্তুত করা অত্যন্ত সহজ এবং সুবিধাজনক। দু'জন খেতে পারে, এতটা কাস্টার্ড বানানোর জন্য শুধু মাত্র এক কাপ ঠাণ্ডা দুধ এবং এক প্যাকেট ওয়েকফিল্ড ইন্সট্যান্ট কাস্টার্ড মিক্স এর প্রয়োজন। মাত্র দুটি সহজ ধাপে - ঠাণ্ডা দুধে মিশ্রণটি মিশিয়ে নিতে হবে। দুই মিনিটের জন্য ঝাঁকাতে হবে। ব্যাস দারুন সুস্বাদু কাস্টার্ড তৈরি হয়ে যাবে। প্রতি প্যাকেটের মূল্য মাত্র ২৫ টাকা।

দেশ ঘুরে চলেছেন কেজরিওয়াল ও মান, এবার হেমন্ত সোরেন সকাশে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

রাঁচি, ২ জুন ঃ গোটা দেশ ঘুরে চলেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। এবার ঝা।খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ও ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার কার্যনির্বাহী সভাপতি হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে সাক্ষা করলেন দিল্লি ও পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। কেজরিওয়াল ও মানের সঙ্গী হিসেবে এদিনও ছিলেন আম আদমি পার্টি (আপ)-র নেতার সঞ্জয় সিং, রাঘব চাড্ডা ও অতিশী।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল শুক্রবার তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রের অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সমর্থন আদায় করতে ঝাড়খণ্ডে পৌঁছন। নিজস্ব দফতরে কেজরিওয়াল ও ভগবন্ত মান-সহ সবাইকে স্বাগত জানান হেমন্ত সোরেন। কেন্দ্রের অধ্যাদেশ নিয়ে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ কথাও হয়েছে। উল্লেখ্য, কেজরিওয়াল ও তাঁর সহকর্মীরা ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ কমে ২৬৭

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ২৬৭ জন, এই সময়ে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৩,৭৩৬-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। দু''জনের মৃত্যুর পর শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৭৪ জনের (১.১৮ শতাংশ)হয়েছে

অর্থের বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ভারতকে সমর্থন জানাচ্ছে ইংল্যান্ড ইসিবি

লন্ডন, ২ জুন ঃ আগামী চার বছরে আইসিসি যে আয় করবে তার প্রায় ৪০ ভাগ পাবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড অর্থা বিসিসিআই। ২০২৪-২৭ চক্রের প্রস্তাবিত মডেলে ভারত যা পাবে, তার ধারেকাছে নেই অন্য বোর্ডগুলো। এই নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক পূর্ণ সদস্য বোর্ড অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। কিন্তু বোর্ডগুলো অসন্তোষ প্রকাশ করলেও ভারতকে সমর্থন দিচ্ছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।ভারতকে সমর্থনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইসিবির প্রধান নির্বাহী রিচার্ড গোল্ড। দ্য ফাইনাল ওয়ার্ড পডকাস্টকে গোল্ড বলেছেন, ‘ বুঝতে পারছি আর্থিক বৈষম্য হচ্ছে। কিন্তু এরপরও বুঝি যে, ভারত কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাদের ছাড়া আমরা এমন রাজস্ব আয় করতে পারতাম

না।'বৈষম্য থাকার পর এই বৈষম্যকে ন্যায্য বলে দাবি করেছেন গোল্ড। নিজের দাবিকে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেছেন, ‘ কোথায় তৈরি হয় সেটা দেখলে বুঝতে পারবেন এটি ন্যায্যই হয়েছে। হয়তো এখানে-সেখানে কিছুটা পার্থক্য থাকবে। তবে ভারতের দাপুটে অবস্থানের কারণ হচ্ছে, তাদের লভ্যাংশ এনে দেওয়া ও খেলাকে এগিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য। তাদের ১৪০ কোটি মানুষ, একটা খেলা, ১০টি (আইপিএল) ও একটি আন্তর্জাতিক দল আছে।'

নাগপুরে যথোচিত মর্যাদায় পালিত শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের ৩৫০-তম বার্ষিকী, অংশ নিলেন মোহন ভাগবত

নাগপুর, ২ জুন ঃমহারাষ্ট্রের নাগপুরে যথোচিত মর্যাদায় উদযাপিত হল ছত্রপতী শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের ৩৫০-তম বার্ষিকী। শুক্রবার শিব রাজ্যাভিষেক সোহলা কমিটির উদ্যোগে নাগপুরে উদযাপিত হয় ছত্রপতী শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের ৩৫০-তম বার্ষিকী।বিপুল সংখ্যক মানুষ এদিন সকালে শোভাযাত্রায় অংশ নেন, শোভাযাত্রায় অংশ নেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ছত্রপতী শিবাজী মহারাজের মূর্তিতে মাল্যদান করেন সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। অন্যদিকে, মুম্বইয়ের রায়গ। দুর্গেও পালিত হয় ছত্রপতী শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের ৩৫০-তম বার্ষিকী। সেখানে অংশ নেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ।

কেরলের মুসলিম লিগ ধর্মনিরপেক্ষঃ রাহুল তীব্র সমালোচনা বিজেপির

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২ জুনঃকেরলে কংগ্রেসের সহযোগী দল ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল)-কে ‘ বলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রাহুলের এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ, ভোট-রাজনীতির স্বার্থেই রাহুলের এই মন্তব্য।রাহুল বৃহস্পতিবার আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে বিজেপির ‘ এবং মেরুকরণের রাজনীতি’ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নে উঠে আসে কেরলে কংগ্রেসর নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোটের শরিক আইইউএমএল-এর প্রসঙ্গ। একটি প্রশ্নের জবাবে রাহুল বলেন, ‘ লিগ একটি সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ দল। মুসলিম লিগের কার্যকলাপ ধর্মনিরপেক্ষ। আমি মনে করি, ওই ব্যক্তি (যিনি প্রশ্নটি করেছেন) মুসলিম লিগ সম্পর্কে তেমন পড়াশোনা করে আসেননি।''ওয়াশিংটনে রাহুলের ওই মন্তব্যের পরেই বিজেপির আইটি সেলের নেতা অমিত মালব্যের টুইট, ‘ ভাগের জন্য দায়ী জিন্নার দল মুসলিম লিগকে ধর্মনিরপেক্ষ বলেছেন রাহুল! আসলে ওয়ানাড়ে ভোটে জেতার বাধ্যবাধকতাই তাঁর এমন মন্তব্যের কারণ।''

উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে পুজো দিলেন পুষ্পকমল, শিবরাজ বললেন ভারত ও নেপাল দুই মহান দেশ

ইন্দোর, ২ জুন ঃউজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে পুজো দিলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল 'প্রচণ্ড'। শুক্রবার হিন্দু রীতি মেনে উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে পুজো দেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী। এদিন দুপুরে ইন্দোরে পৌঁছনোর পর নেপালের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। শিবরাজ এদিন বলেছেন, ভারত ও নেপাল দু'টি প্রাচীন ও মহান দেশ। শিবরাজের কথায়, ভারত ও নেপাল প্রাচীন ও মহান দেশ। আমরা নেপালের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছি। দুই দেশের সম্পর্ক যাতে উন্নত হয় এবং সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পায়, তা নেপালের প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মাধ্যমে হবে বলে আশা করছি।গত বুধবার ভারত সফরে এসেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল 'প্রচণ্ড'। সফরের দ্বিতীয় দিন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখা।রে সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। ভারত সফরের তৃতীয় দিনে তিনি মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন।

সেনেগালে বিরোধী নেতার কারাদণ্ড, বিক্ষোভে নিহত ৯

ওসমান, ২ জুন ঃ পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সেনেগালের বিরোধীদলীয় নেতা ওসমানে সোনকোর বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও যুবকদের ভুল পথে চালিত করার অভিযোগ ছিল। প্রথম অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ হলেও দ্বিতীয় অভিযোগে তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।স্থানীয় সময় শুক্রবার (২ জুন) সকাল থেকে এই রায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভে গুলি চালায় দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এতে নয়জন নিহত হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে সেনেগালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টেলিভিশনে বলেছেন, দুটি শহরে বিক্ষোভে নয়জনের মৃত্যু হয়েছে।সোনকো ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু যুবকদের ভুল পথে চালিত করার অভিযোগে তার দুই বছরের জেল হয়েছে। সোনকো যুবদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়।সোনকো অভিযোগ করেছিলেন, তিনি যেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে না পারেন, সেজন্য ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি বিচারপ্রক্রিয়া বয়কট করেছিলেন। কিন্তু রায় প্রকাশ পাওয়ার আগেই তাকে জোর করে রাজধানী ডাকারে নিয়ে যাওয়া হয়।আদালতের রায়ের পরই সেনেগালের রাস্তায় বিক্ষোড়ভ শুরু হয়। বিক্ষোভকারীরা বাসে আগুন ধরিয়ে দেন। এমনকি পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁ।নে। সোনকোর দল পিএএসটিইএফ অভিযোগ করেছে, এই রায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছুই না।

অসমিয়া জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় বাঙালিদের ভূমিকা অপরিসীমঃমুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

ধেমাজি (অসম), ২জুনঃ অসমিয়া জাতি গঠন প্রক্রিয়ায়বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভূমিকা অপরিসীম, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।গত মঙ্গলবার ধেমাজির শিলাপথারের ভৈরবপুর নেতাজি সমন্বয় ক্ষেত্রে সারা অসম বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশনের পঞ্চদশ দ্বি-বার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশন এবং ধেমাজি জেলা সমিতির অষ্টম দ্বি-বার্ষিক অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সময়ের গতিতে এগিয়ে বাঙালি সমাজ বৃহত্তর অসমিয়া সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। বৈবাহিক এবং নানা সম্পর্কের মাধ্যমে অসমের জাতীয় জীবনের সঙ্গে সেঁটে যাওয়া অসমের বাঙালিরা রাজ্যের পরম্পরাগত এক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছেন। কৃষ্টি-সংস্কৃতির পাশাপাশি অসমিয়া ভাষা, সাহিত্যের অগ্রগামী যাত্রায় অমূল্য অবদান রয়েছে বাঙালিদের। অসমিয়াভাষী এবং বাংলাভাষী অসমিয়ার যৌথ প্রচেষ্টায় জগতসভায় অসমিয়া জাতি এক শক্তিশালী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় এমন বহু স্বনামধন্য অসমিয়াভাষী এবং বাংলাভাষী অসমিয়ার নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে, বলেন, মুখ্যমন্ত্রী।তিনি বলেন, বহু অসমিয়া বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন, যজ্ঞরাম খারঘরিয়া ফুকন, যাদুরাম ডেকা বরুয়া, মণিরাম দেওয়ানের মতো মহান ব্যক্তিবর্গ বাংলা প্রক্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। মণিরাম দেওয়ানের নেতৃত্বে অসমে স্বাধীনতার যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তার অন্যতম সেনানী

ছিলেন একজন বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামী মধু মল্লিক, বলেন ড. শর্মা।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসম সাহিত্য সভা গঠনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণকারী মহান অসমিয়াদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বাঙালি পণ্ডিত অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর আদলে চন্দ্রনাথ শর্মা, অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী এবং রত্নকান্ত বরকাকতির উদ্যোগে অসম সাহিত্য সম্মেলনের জন্ম হয়েছিল বলেও জানান তিনি। বলেন, অসমিয়া ভাষা যে স্বতন্ত্র ভাষা সে কথা বঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিক সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত ব্রিটিশ সরকারকে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন। হিমন্তবিশ্ব শর্মা আরও বলেন, অসমিয়া ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করতে অসমের বাঙালিরা দেড় শতকের বেশি কালজুড়ে অবদান রেখেছেন। বৈকুণ্ঠবিহারী রায়, অম্বিকাচরণ ঘোষ, মহেন্দ্রমোহন মিত্র, গোপলকৃষ্ণ দে, হরকিশোর চৌধুরী, অধ্যাপক লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রাজমোহন নাথ, বীরেন দত্ত, যোগীরাজ বসু, হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখ লেখক অসমিয়া সাহিত্যের বিকাশে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষায় অসমিয়া ভাষা প্রতিষ্ঠায় মূল বরেণ্য ব্যক্তি ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিদ্যালয় স্তরে মাতৃভাষা মাধ্যমে পঠন-পাঠন, বিশেষ করে প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। মাধ্যমিকে অসমিয়া মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির মূল ব্যক্তি ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ।তিনি আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় অসমের বিভিন্ন অঞ্চল, নদ-নদী, পাহাড়-পব্বত, ফল-ফুল, গাছ-গাছালি প্রভৃতির নামোল্লেখ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের কবিতা অসমে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী যোগ করেন, অসমের বহু কবির রচনার ভাব ও রূপের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যের অনুরণন দেখা যায।নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অসমের সঙ্গে অতি নিবিড় সম্পর্ক ছিল বলে উল্লেখ করে তরুণরাম ফুকন, কর্মবীর নবীনচন্দ্র বরদলৈ, দেবেশ্বর শর্মা, অমিয়কুমার দাস, রূপকোঁওর জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার সঙ্গে কতটা সম্পর্ক ছিল সে তার ওপর আলোকপাত করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ১৯৩৮ সালে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈয়ের নেতৃত্বে অসমে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠনে সুভাষচন্দ্র বসু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমিয়া এবং বাঙালি সমাজ সমন্বয়ের মাধ্যমে যাতে কাজ করে, সে জন্য রাজ্য সরকার প্রয়াস চালিয়েছে। সঙ্গে তিনি বলেন, শদিয়ায় বাঙালি তফশিলি জাতির মানুষজনও যেমন জমি কিনতে পারেন, ঠিক একইভাবে বিটিআর-এও তফশিলি জাতিভুক্ত মানুষ ভূমি ত্রুয় করতে পারেন। তিনি বাংলাভাষী অসমিয়া সমাজকে বাস্তবের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি বাংলাভাষী এবং অসমিয়াভাষী মানুষজনকে পরস্পর পরস্পরের হৃদযে স্থান দিতেও আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত দু-বছর ধরে অসমে বসবাসকারী বাঙালিরা শান্তি ও নিরাপদে আছেন। সরকারি প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সকলে সম-অধিকার লাভ করছেন, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।তিনি বলেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বৃহত্তর অসমকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাঙালি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সারা অসম বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশনকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাধনায় সমাজকে আলোকিত করে তোলার ওপরও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেছেন আজ। অসমের সার্বিক বিকাশে অসমিয়া এবং বাঙালি সমাজকে সমর্পিত হওয়ার ডাক দিয়েছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা।আজকের অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু, সাংসদ প্রদান বরুয়া, বিধায়ক ভূবন পেগু, রামকৃষ্ণ ঘোষ, অজযকুমার রায়, সনোয়াল কছাড়ি স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য টংকেশ্বর সনোয়াল, দেউরি স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য ভৈরব দেউরি, সারা অসম বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি দীপক দে প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছেন।

জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরিতে এনকাউন্টারে নিকেশ এক জঙ্গি, তল্লাশি অভিযান রয়েছে জারি

শ্রীনগর, ২ জুন ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে মারা প।ল আরও এক সন্ত্রাসবাদী। বৃহস্পতিবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে এক সন্ত্রাসবাদী। শুক্রবার সকালে কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে রাজৌরি জেলার দাসাল গুজরান বনাঞ্চলে সুরক্ষা বাহিনী এক সকন্ত্রাসবাদীকে গুলি করে নিকেশ করেছে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, এনকাউন্টারস্থল থেকে নিহত জঙ্গির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে, তল্লাশি অভিযান এখনও জারি রয়েছে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এর আগে জানানো হয়েছিল, জঙ্গিদের গতিবিধি সম্পর্কে টের পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার রাতে রাজৌরি জেলার দাসাল গুজরান বনাঞ্চলে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী ও জম্মু ও কাশ্মীর। জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, সেজন্য গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়।

উচ্ছেদ’ নোটিশ দেওয়া বিশ্বভারতীর আধিকারিকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন অমর্ত্য সেনের আইনজীবীর

সিউড়ি, ২ জুনঃ অমর্ত্য সেনের জমি সংক্রান্ত মামলায়, 'উচ্ছেদ' নোটিশ দেওয়া বিশ্বভারতীর আধিকারিকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অমর্ত্য সেনের আইনজীবী। পাল্টা সম্পত্তি আধিকারিকের উচ্ছেদের বিজ্ঞপ্তি সিউড়ি আদালতে পেশ করল বিশ্বভারতীর আইনজীবী। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হল আগামী ১৩ জুন।মঙ্গলবার সিউড়ি তে বীরভূম জেলা আদালতে অমর্ত্য সেনের জমি সংক্রান্ত মামলায় শুনানির দিন ধার্য ছিল। জেলা জজ সুদেষ্ণা দে চ্যাটার্জী এজলাসে শুনানি শুরু হতেই অমর্ত্য সেনের আইনজীবী সৌমেন্দ্র রায়চৌধুরী, বিশ্বভারতীর সম্পত্তি আধিকারিকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।সেই সময় বিশ্বভারতীর পক্ষে আইনজীবী সুচরিতা বিশ্বাস, বিশ্বভারতীর সম্পত্তি আধিকারিকের গ্যাজেট নোটিফিকেশন আদালতে পেশ করেন। অর্থাৎ, যে উচ্ছেদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল অধ্যপক সেনকে তা পেশ করেন। এরপরেই অমর্ত্য সেনের আইনজীবী এজলাসে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার এক্তিয়ার কি আছে বিশ্বভারতীর সম্পত্তি আধিকারিকের এই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পাশাপাশি বিজ্ঞপ্তির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অমর্ত্য সেনের আইনজীবী সৌমেন্দ্র রায়চৌধুরী। অর্থা, বিশ্বভারতীর পেশ করা গ্যাজেট নোটিফিকেশনকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। বিশ্বভারতীর আইনজীবী পাল্টা জবাব দিয়ে বলেন, একজন গেজেটড অফিসারের বিস্তারিত তথ্য পাবলিক ডোমেনে আছে। ইচ্ছা করলেই দেখা যায় তার জন্য আলাদা করে প্রশ্ন তোলার দরকার হয় না।তাই এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন দেওয়া হয়েছে ১৩ জুন। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে বিশ্বভারতীর জমি খালি করার বিজ্ঞপ্তির উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে।পরে অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের আইনজীবী সৌমেন্দ্র রায়চৌধুরী বলেন, হঠাৎ করে একটা গ্যাজেট নোটিফিকেশন পেশ করল। কি বৈধতা আছে। আমরা এটাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি। বিচারক ১৩ জুল পরবর্তী দিন দিয়েছেন। বিশ্বভারতীর পক্ষের আইনজীবী সুচরিতা বিশ্বাস বলেন, যেহেতু হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ আছে। তাই বিভিন্ন ভাবে মামলা নিষ্পত্তিতে দেরি করা হচ্ছে। আর কিছুই নয়। পরবর্তী শুনানিতে দেখা যাবে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ১৩ শতক জমি দখল করে রেখেছেন। এই অভিযোগ তুলে জমি খালি করার বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। যা নিয়ে নিঃ দার ঝ। উঠেছিল সর্বত্র। প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিদ্বজ্জনেরা। অমর্ত্য সেনের শান্তিনিকেতনের 'প্রতীচী' বাড়ির গেটে জমি খালি করার বিজ্ঞপ্তিও লাগিয়ে দিতে দেখা গিয়েছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে। তাই বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে সিউড়ি জেলা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অমর্ত্য সেন। পাশাপাশি, কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছিলেন অধ্যাপক সেনের আইনজীবী সৌমেন্দ্র রায়চৌধুরী। হাইকোর্ট এই বিশ্বভারতীর বিজ্ঞপ্তির উপর জেলা আদালতে মামলা চলাকালীন সময় পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দিয়েছে।

বিজেপি দেশের জন্য কোনও কাজ করেনিঃশিবপাল যাদব

বারাণসী, ২ জুন ঃ শুক্রবার রোহানিয়া বৈরওয়ানে আয়োজিত কিষাণ মহাপঞ্চায়েতে যোগ দিয়ে সমাজবাদী পার্টির (সপা) জাতীয় সাধারণ সম্পাদক শিবপাল সিং যাদব বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, দেশ ও রাজ্যের মানুষ মুদ্রাস্ফীতি ও দুর্নীতিতে অতিষ্ঠ। বিজেপি দেশের জন্য কোনও কাজ করেনি, শুধু কৃষকদের জন্য দেখায়। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, বিজেপি কৃষক বিরোধী। দেশ ও রাষ্ট্রের মানুষ মূল্যস্ফীতি ও দুর্নীতিতে অতিষ্ঠ। কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতায় আসার জন্য বিজেপি যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পূরণ করেনি। তিনি আরও বলেন, সমাজবাদী পার্টি তার সংগঠনকে শক্তিশালী করবে এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সমস্ত বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজেপিকে পরাজিত করবে।এদিন তিনি মোহনসরাই পরিবহন নগর যোজনায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা মহাপঞ্চায়েতে শিবপাল যাদবের সঙ্গে দেখা করেন। এ সময় শিবপাল যাদব পুলিশের ভাঙচুর ও লাঠিচার্জে আহত কৃষকদের কাছ থেকে পুরো ঘটনার তথ্য নেন।মহাপঞ্চায়েতে পৌঁছলে দলের প্রবীন নেতা ও প্রাক্তন রাজ্য মন্ত্রী সুরেন্দ্র প্যাটেল, জেলা সভাপতি সুজিত যাদব লক্কর, প্রাক্তন বিধায়ক কৈলাশ সোনকর প্রমুখ তাঁকে স্বাগত জানান।এর আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বেনারসে পৌঁছেছিলেন শিবপাল সিং যাদব। বাবাপুর মোড় থেকে শহরের বিভিন্ন স্থানে দলীয় নেতাকর্মীরা স্বাগত জানান। সার্কিট হাউসে শিবপাল যাদবের সঙ্গে দেখা করেন দলের নেতারা।এ সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনে শিবপাল যাদব তীব্র নিশানা করেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩জুন শনিবার, ১৯ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজী৩জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৯ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৫৬ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১৯ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৪, মৈতৈ ০১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গঙ্গস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০০ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১৬ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৮৪ঃ৪ পর্যন্ত নক্ষত্রঃ আর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃবজ্র অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৫ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ০৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ০৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৮.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৬শতকরা এবং ৪৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শুক্রবার । জোয়ার- সকাল ৭ টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৮মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে ।

রাশিফল

মেষরাশিঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। বিবাহের যোগ হবে।
বৃষভ রাশিঃআপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে।
মিথুন রাশিঃআপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে খুশি করবে।শুভদিন।
কর্কট রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। শুভ
সিংহ রাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন। সংসারে শান্তি।
কন্যা রাশিঃমেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পারে। আপনি আজ এই সত্যটি বুঝতে পারবেন যে বিনিয়োগ প্রায়শই আপনার জন্য খুব উপকারী হবে আজকে।
তুলা রাশিঃস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। এই রাশিচক্রের কিছু স্থানীয় নেত্রিকে আজ জমি সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃকটু আধটু শরীরচর্চা দিয়ে আপনার দিন শুরু করুন- এই সময়ে আপনি নিজেকে নিয়ে ভালো বোধ করতে শুরু করবেন-
ধনু রাশিঃআজকের দিনটি একটি বিশেষ দিন যেহেতু ভালো স্বাস্থ্য আপনাকে লক্ষ্যণীয় কিছু করতে সক্ষম করবে। বিবাহের যোগহবে
মকর রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। পরিশ্রমের বিকল্প নেই।
কুম্ভ রাশিঃপিতা আপনাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। শুভদিন
মীন রাশিঃআপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। যদিও আপনার আঙ্গুল গলে টাকা বেরিয়ে যাবে- তাহলেও আপনার সৌভাগ্যশালী নক্ষত্রগুলি টাকার প্রবাহ বজায়

রাজ্যের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা থেকে কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতই আজ আর বঞ্চিত নেই, দাবি অরূপের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ জুন ঃ রাজ্যের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা থেকে কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতই আজ আর বঞ্চিত নেই, দাবি সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়ের। শুক্রবার সকালে হাওড়ার লিলুয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের হাওড়া ময়দান শাখার উদ্বোধন করতে এসে মন্ত্রী অরূপ রায়

সাংবাদিকদের ওই মন্তব্য করেন। অরূপ রায় বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পার হওয়ার পর ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৭১০টা গ্রামের ব্যাঙ্কের কোনও ব্রাঞ্চ নেই। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে টার্গেট দিয়েছিলেন ৭৫টা ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ করার জন্য। আমি তা করে দিয়েছি। এর সঙ্গে ২,৬৩১টা সিএফপি করা হয়েছে। এদের প্রতিটিতে কোর ব্যাঙ্কিং সিস্টেম ব্যবস্থা আছে। এটা দেখে সারা দেশের সমবায় আন্দোলন উজ্জীবিত হচ্ছে। আমার টার্গেট পূরণ হয়েছে। আবার যদি চাহিদা আসে তাহলে আবার খোলা হবে। রাজ্যে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা থেকে আর কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতই বঞ্চিত রইল না। এই সমবায় আন্দোলনের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে শহরের অর্থনীতিও উন্নত হয়েছে। আজ মানুষ দূরদূরান্ত সুদূর বিদেশ থেকেও টাকা পাঠাতে পারছে দেশে থাকা তাদের আত্মীয়দের কাছে। এই সুযোগ অতীতে ছিল না। সকলে এই সুযোগ পাচ্ছেন। প্রান্তিক মানুষদের জন্য ২,৬৩১টা সিএফপি বা কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট করা হয়েছে। অরূপ রায় আরও বলেন, আমরা স্টুডেন্ট ক্রেডিত কার্ড দিচ্ছি। যেসব মেধাবী ছাত্র সত্যি পড়তে চায়, কিন্তু পড়ার উপায় নেই তাদের কেউ বঞ্চিত হবেনা। মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে আমাদের ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে আরবান এবং ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের (ডিসিসিবি) মাধ্যমে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী সহ অন্যান্য যে সরকারি লেনদেন এবং শিক্ষকদের, লোকাল বডির বেতন, পার্সনাল লোন, হাউসিং লোন সমস্ত কিছু যাতে আমাদের ব্যাঙ্কের মাধ্যমে হয়। তাহলে এনপিএ হওয়ার কোনও ভয়ও নেই। আর ব্যাঙ্কগুলি মাথা উঁচু করে থাকতে পারবে। হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনের সামনে সমবায়িকা ভবনের দোতলায় লিলুয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পঞ্চম শাখার এদিন উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক মুক্তা আর্য, হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, হাওড়ার সদর মহকুমাশাসক তরুণ ভট্টাচার্য, ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান দুলাল কান্তি দে, সম্পাদক অসিত কুমার মন্ডল, সিইও পার্থ প্রতীম পতি সহ অন্যান্যরা। ব্যাঙ্কের তরফে এদিন অসিত কুমার মন্ডল বলেন, ১৯৭৯ সালে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। যেটিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাংক হিসেবে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে সমবায় ভূষণ ও সমবায় রত্ন হিসেবে পুরস্কৃত করে। খুব শীঘ্রই তাদের শিবপুর শাখার উদ্বোধন হতে চলেছে। সারা ভারতবর্ষে আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলোর অবস্থা যেখানে খুব একটা ভালোর দিকে নয়, সেখানে ক্রমশ লিলুয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অগ্রগতি সমবায় ব্যাঙ্কগুলোর কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। প্রতি বছরই ঋণদানেও লাভের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কারণে আরও দুটি নতুন শাখা বিস্তারের সুযোগ দিয়েছে।পশ্চিমবঙ্গ সরকার সারা হাওড়া জেলায় তার এরিয়া অপারেশন বিস্তারের অনুমতি দিয়েছে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১২ হাজার, লক্ষাধিক ডিপোজিটর। সিডিআর ৩০ সি আর এ আর ৪২ শতাংশ। এন এফ টি, আর ডি জি এস ,আই এম পি এস , এসএমএস ফেসিলিটি সহ ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সমস্ত আধুনিক পরিষেবা গড়ে তোলা হয়েছে এই ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান দুলাল কান্তি দে বলেন, এই ব্যাঙ্ক যাতে সারা রাজ্যে শাখা বিস্তারের সুযোগ পায়,তার জন্য রাজ্য সমবায় দপ্তরে আবেদন জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, হাওড়ার ভট্টনগর, লিলুয়া, বামুনগাছি, বেলগাছিয়ার পর হাওড়া ময়দানে এদিন তাদের পঞ্চম শাখা খুলল লিলুয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনের সামনে সমবায়িকা ভবনের দোতলায় লিলুয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পঞ্চম শাখার এদিন উদ্বোধন হয়।

নির্বিচারে ধ্বংস হচ্ছে গাছ, বন দফতর উদাসীন, এই অভিযোগ নিয়ে চুঁচুড়া বন দফতরের অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ জুন ঃ নির্বিচারে ধ্বংস হচ্ছে গাছ, বন দফতর উদাসীন, এই অভিযোগ নিয়ে চুঁচুড়া বন দফতরের অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির কর্মীরা। সরকারি অফিসের ভিতরে ঢুকে পাখা বন্ধ করে 'চোর চোর' স্লোগানও তোলেন বিজেপির কর্মীরা। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলতে থাকে। পরে চুঁচুড়া থানার পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, চুঁচুড়া বিধানসভার পোলবা রাজহাট সুগন্ধা অঞ্চলে আমের বাগান ধ্বংস করে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি কর্মীরা বুধবার সুগন্ধার পাচঁরখি এলাকায় একটি আম বাগানে গিয়ে গাছ কাটা বন্ধ করেন। আমবাগানের মালিক দাবি করেছিলেন তিনি বন দফতরের অনুমতি নিয়ে গাছ কাটছেন। সেই দাবির সত্যতা যাচাইয়ে বৃহস্পতিবার বিজেপি কর্মীরা চুঁচুড়া ফুলপুকুরে বন দফতরের অফিসে যান। ১৭ টি ফলন্ত গাছ কিভাবে কাটার অনুমতি দেওয়া হল বন দফতর থেকে তাঁরা তা জানতে চান। বন দফতরের বিট

অফিসার সোমেশ্বর ভট্টাচার্য এই বিষয়ে জানান, গাছ কাটার উপযুক্ত খালে অনুমতি দেওয়া হয়, এক্ষেত্রেও তাই দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দিক দেখে তবে গাছ কাটা হচ্ছে তা দেখার জন্য পর্যাপ্ত লোকের অভাব রয়েছে দফতরে। একদিকে বনাঞ্চল দেখা, পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের জন্য কাজ করতে গিয়ে পেরে ওঠা যাচ্ছে না কর্মীর অভাবে। সরকারি দফতরে এভাবে পাখা বন্ধ করে, দরজা বন্ধ করে কেন বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে এই নিয়ে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশেরও বচসা তর্ক বেঁধে যায়। পরে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয় দফতর থেকে। এই বিষয়ে বিজেপি যুব মোর্চার নেতা রাজিব ঘরামী বলেন, পোলবা এলাকায় নির্বিচার চলছে গাছ কাটা। সাধারণ মানুষের কাছে অভিযোগ পেয়ে আমরা বন দফতরে আসি। সেখানকার আধিকারিকরা কোনও সঠিক উত্তর দিতে পারছেন না। শুধু তাই নয় যিনি অফিসার ছিলেন তিনিও অফিস ছেড়ে পালিয়ে যান। তাই যতক্ষণ না দোষী অফিসাররা গ্রেফতার হচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের আন্দোলন চলবে। তিনি আরও বলেন, আমরা জানতে পেরেছি এই এলাকায় শুধু গতকালই নয়, আগেও এরকম নির্বিচারে আম গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। আর এসব হচ্ছে একেবারে বন দফতরের নাকের নিচে। শাসকদলের নেতারা এসব কর্মকাণ্ডে যুক্ত। তাই বন দফতরের আধিকারিকরা কোনও পদক্ষেপ নিতে পারছেন না। সবাই একসঙ্গে এর মধ্যে যুক্ত রয়েছে।

বিদেশে বসবাসকারী এরাজ্যের নাগরিকদের আলাদা পরিচয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুন ঃ বিদেশে বসবাসকারী এরাজ্যের নাগরিকদের আলাদা পরিচিতিপত্র দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্বে ৪৫ জন প্রবাসী বাঙালিকে এই পরিচয়পত্র-আপন বাংলা কার্ড দেওয়া হয়েছে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি 'আপন বাংলা পোর্টালের সূচনা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী এরাজ্যের মানুষ এই পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করে ওই বিশেষ পরিচয়পত্র পেতে পারেন। তাঁরা যদি কোনও বিপদে পড়েন, তাহলে তাঁদের সঙ্গে সহজেই রাজ্যের প্রতিনিধিরা যোগাযোগ করতে পারবেন। প্রশাসনিক সূত্রে জন গেছে, গত তিন মাসে প্রায় ৩৬ হাজার প্রবাসী বাঙালি এই পোর্টালের মাধ্যমে নানা তথ্য আদানপ্রদান করেছেন। নাম নথিভুক্ত করেছেন ৮২ জন। প্রথম পর্যায়ে তাঁদের মধ্যে ৪৫ জনকে কার্ড দেওয়া হয়েছে।

রাজভবনে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয় তেলেঙ্গানার প্রতিষ্ঠা দিবস

দুরন্ত বার্তা, ২ জুন ঃ দেশের ২৯ তম রাজ্য রাজ্য হিসেবে তেলেঙ্গানার প্রতিষ্ঠা দিবস টি আজ কলকাতার রাজভবনে যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের উপস্থিতিতে তেলেগু ভাষায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেই রাজ্যের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়। কলকাতায় বসবাসকারী তেলেঙ্গানা বাসীদের একটি দল সেখানকার লোকগীতি উপস্থাপন করেন। পরে রাজ্যপাল তার ভাষণে তেলেঙ্গানার উন্নত সংস্কৃতিকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক রাখার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সেখানকার জনগণের একান্ত চাহিদার মধ্য দিয়েই পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন এই রাজ্য থেকে অনেক মহান ব্যক্তিত্ব দেশের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এই সময় রাজ্যপাল কিছুটা হালকা সুরেই জানান তার এবং পরিবারের পছন্দের তালিকায় হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি উঁচু স্থানে রয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৪ সালের দোসরা জুন অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আলাদা হয়ে পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

জমি নিয়ে মারপিট, ধৃত ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বকুলতলা, ২ জুন ঃ জয়নগর ২ নং ব্লকে মনিরতটে জমি নিয়ে মারপিটের ঘটনায় ধৃত এক জনকে শুক্রবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।বকুলতলা থানার মনিরতট এলাকায় একটি জমির মাপঝোক করাকে কেন্দ্র করে প্রথমে বচসা ও পরে মারপিঠের ঘটনা ঘটে বুধবার। আর বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় বকুলতলা থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে বকুলতলা থানার পুলিশ মনিরতটের বাড়ি থেকে এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে শুক্রবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। গোটা এলাকা পুলিস কড়া পাহারার মধ্যে রেখেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

কলেজে ভর্তি

দুরন্ত বার্তা ঃ আগামী পয়লা জুলাই থেকে রাজ্যের কলেজগুলিতে স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের জারি করা এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে নিজস্ব অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে আবেদন পত্র জমা নেওয়ার কাজ শেষ করতে হবে এবং ২০শে জুলাইয়ের মধ্যে মেধাতালিকা প্রকাশ করে ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করে করতে হবে। পঠনপাঠন শুরু হবে পয়লা অগাস্ট থেকে। ৭ দফার নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, পুরোপুরি মেধার ভিত্তিতেই ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করাতে হবে এবং আবেদনপত্রের জন্য কোনও টাকা নেওয়া যাবে না।

হিন্দমোটরে গঙ্গার ঘাটের কাছে ডিম ব্যবসায়ীকে গুলি

বনস্পতি দে, হিন্দমোটর, ২ জুন ঃ ভোর বেলা ডিমের গাড়ি আনলোড করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হলেন ডিম ব্যবসায়ী। হিন্দমোটরে গঙ্গার ঘাটের

কাছে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ডিমের গাড়ি আনলোডিংয়ের সময় বেশ কয়েক জন দুষ্কৃতী এসে ঘিরে ধরে ওই ব্যবসায়ীকে। তার পর গুলি চালিয়ে সেখান থেকে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। হুগলি জেলার হিন্দমোটরে এক ব্যবসায়ীকে গুলি করার অভিযোগ উঠল এক দল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার ভোরে এই গুলি চালনার ঘটনা ঘটেছে হিন্দমোটর ঘোষপাড়া গঙ্গার ঘাটে। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির নাম রাজীব সরকার। তাঁর বয়স ৪০ বছর। তিনি ডিমের ব্যবসা করেন বলে জানা গিয়েছে। হিন্দমোটরে ঘোষপাড়া গঙ্গার ঘাটের কাছে ভোরবেলা আসে ডিমের গাড়ি। সেখানে ডিম আনলোডিং হয়। সেই কাজেই অন্য দিনের মতো শুক্রবার ভোরে ঘোষপাড়া গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলেন রাজীব সরকার নামের ওই ডিম ব্যবসায়ী। সে সময় বেশ কয়েক জন দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে। এবং এর পরই গুলি করে বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীদের চালানো গুলি লাগে ওই ব্যবসায়ীর গায়ে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আহত ব্যবসায়ীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে উত্তরপাড়ায়। সেখানে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। সেখানেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন তিনি। ভোর বলা ডিমের গাড়ি আনলোড করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হলেন ডিম ব্যবসায়ী। হিন্দমোটরে গঙ্গার ঘাটের কাছে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ডিমের গাড়ি আনলোডিংয়ের সময় বেশ কয়েক জন দুষ্কৃতী এসে ঘিরে ধরে ওই ব্যবসায়ীকে। তার পর গুলি চালিয়ে সেখান থেকে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। আহত অবস্থায় ব্যবসায়ীকে ভর্তি করা হয়েছে উত্তরপাড়ার নার্সিংহোমে। গুলিচালনার ঘটনা নিয়ে গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ী বলেছেন, আমি প্রতিদিনের মতোই কাজে গিয়েছিলাম। সে সময় ৫-৬ এসে ঘিরে ঘরে। তাঁদের মুখে গামছা বাঁধা ছিল। আমি কাউকেই চিনতে পারিনি। আমাকে গুলি করে চলে যায়। গুলি চালনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ব্যক্তিগত শত্রুতার বা পুরনো বিবাদের জেরেই এই গুলি চালনার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি জানান, ব্যবসায়ীর উপর আক্রমণের মোটিভ খোঁজার চেষ্টা চলছে। পাঁচ ছয় জন দুষ্কৃতী ছিল বলে জানা গিয়েছে। ব্যবসায়ীর স্কুটি গাড়িটি নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। অভিযুক্তদের শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

গরমে দুর্বিষহ অবস্থা তিলোত্তমায়, দাবদাহে অতিষ্ঠ দক্ষিণবঙ্গের স্বাভাবিক জনজীবন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুন ঃ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জুন মাসের সবে শুরু, বর্ষা এখনও আসেনি।

বৃষ্টির দেখা নেই, পরিবর্তে ভ্যাপসা গরমে হিমশিম খাচ্ছে কলকাতা সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গ। গত কয়েকদিন ধরেই আবার ফিরেছে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি। এই আবহে আরও খারাপ খবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ৭ জুন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই সময়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি থাকবে। আগামী ৭ জুন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপপ্রবাহ ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এই সময়ে আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, মালদহ ও দুই দিনাজপুরে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শনিবার থেকে সোমবার দুই বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, মালদহ, দুই দিনাজপুরে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মঙ্গল এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। উত্তরের মালদহ এবং দুই দিনাজপুরে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতাতে অবশ্য তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়নি। তবে অস্বস্তিকর গরম বজায় থাকবে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি।

মুণ্ডেশ্বরী নদীতে স্নান করতে নেমে আরামবাগের হরিণখোলার ঘাট থেকে তলিয়ে গেল চার কিশোর-কিশোরী

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ২ জুন ঃ গত বুধবার দুপুরে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মুণ্ডেশ্বরী নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন তাঁরা। স্নান করার সময় হঠাৎই জলে তলিয়ে যায় চার জন। ওই চার কিশোর কিশোরীর সঙ্গে থাকা এক জন ছুটে গিয়ে গ্রামবাসীদের খবর দেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি জলে নেমে দু'জনকে উদ্ধার করেন। মুণ্ডেশ্বরী নদীতে স্নান করতে নেমে আরামবাগের হরিণখোলার ঘাট থেকে তলিয়ে গিয়েছিল চার কিশোর কিশোরী। নিখোঁজ এক কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। মানসী ধাঁড়া নামে ওই কিশোরীর বাড়ি গোঘাটের কুলকিতে। ডুবুরি নামিয়ে খোঁজ চলছে আরও এক কিশোরের। এই নিয়ে ২টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। এখনও নিখোঁজ এক কিশোর। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও এক। উল্লেখ্য,আরামবাগের হরিণখোলা দুই নম্বর পঞ্চায়েতের চাতরা এলাকায় মনসা পুজো উপলক্ষে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল চার কিশোর-কিশোরী। দুপুরে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মুণ্ডেশ্বরী নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন তাঁরা। স্নান করার সময় হঠাৎই জলে তলিয়ে যায় চার জন। ওই চার কিশোর কিশোরীর সঙ্গে থাকা এক জন ছুটে গিয়ে গ্রামবাসীদের খবর দেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি জলে নেমে দু'জনকে উদ্ধার করেন। তাদের আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজন কিশোর চিকিৎসাধীন রয়েছে। এক জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন চিকিৎসকরা। পরের দিন সকালে কিশোরীর দেহ জলে ভেসে উঠতে দেখেন গ্রামবাসীরা। তার দেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় গ্রামে উত্তেজনা রয়েছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। বাকি এক জনের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

কালীঘাট মন্দির সংস্কারের দায়িত্ব নিল মুকেশ আম্বানির সংস্থা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুন ঃ আনুষ্ঠানিকভাবে রিলায়েন্সকে কালিঘাট মন্দির কমিটি একটি বানিজ্যিক সংস্থার হাতে মন্দির সংস্কারের দায়-দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সরকারি সূত্রে এ খবর জানা যায়। খুব শীঘ্রই মন্দিরের সংস্কারের কাজ শুরু হবে। চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই গোটা কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ওই একই সময়ের মধ্যেই মন্দিরের আসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যে স্কাইওয়াক করছে সেই কাজও শেষ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আগামী বছরের শুরুতেই এই মন্দির একদম নব কলেবরে হাজির হতে চলেছে কলকাতার বুকে। মন্দির কমিটির তরফে জানা গিয়েছে, ঐতিহ্য বজায় রেখেই মা কালীর গর্ভগৃহ, ভোগঘর, নাটমন্দির, শিবমন্দির, কুণ্ডপুকুর থেকে শুরু করে মন্দিরের চাতাল, ভিতরে এবং বাইরের প্রাচীরসহ গোটা মন্দিরের ভোল বদলানো হবে। এর মধ্যে গর্ভগৃহ, ভোগঘর, নাটমন্দির, শিবমন্দির 'গ্রেড এ' হেরিটেজের আওতাভুক্ত। সেক্ষেত্রে কলকাতা পুরনিগমের হেরিটেজ কমিটি ও রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের অনুমোদন প্রয়োজন। তাই আপাতত মন্দিরের বাকি অংশের সংস্কারের কাজ শুরু হবে। কালী পুজোর পর মূল মন্দির তথা গর্ভগৃহের সংস্কারের কাজ হবে। বসবে ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই নয়া টাইলস। পাশাপাশি রং-ও হবে। মন্দিরের পূর্ব প্রবেশদ্বার থেকে আদিগঙ্গা পর্যন্ত প্রায় ১৫০ মিটার দীর্ঘ যে অ্যাপ্রোচ রোড রয়েছে, তারও সৌন্দর্যায়ন হবে। এতে খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ৩০ কোটি টাকা। কালীঘাট মন্দিরের সংস্কারের দায়িত্ব এতদিন কলকাতা পুরনিগমের হাতে ছিল। ইতিমধ্যেই পুরনিগম মন্দিরের চাতাল, কুণ্ডপুকুরের সংস্কার করেছে। তবে সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরনিগমের ধীর গতির কাজে অনেকেই ক্ষুব্ধ। তাই মুকেশ আম্বানির একটি সংস্থা যখন নিজে থেকেই মন্দির সংস্কারের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসেছে তখন মন্দির কমিটি আর তাতে আপত্তি জানায়নি। সেই সূত্রেই এবার থেকে কালীঘাট মন্দিরের সংস্কারের দায়িত্বে ওই বানিজ্যিক সংস্থা।

শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে শাখা শুরু সাহিন গ্রুপের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ জুন ঃ শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য কর্নাটকের সাহিন গ্রুপ অফ ইনিষ্টিটিউসনের শাখা শুরু হলো শ্যামপুরের শালুকপাড়া মাদ্রাসা আসরাফুল উলুমে। শুক্রবার মাদ্রাসা আসরাফুল উলুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ডঃ আব্দুল কাদির শার, তিনি জানান শাহিন গ্রুপ অফ ইনিষ্টিটিউসনের লক্ষ হলো পিছিয়ে পড়া সমাজের মধ্যে রাতে আরো বেশী করে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ে, এবং ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সহ নানান ধরনের পেশার জন্য উচ্ছশিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় কেন্দ্র শালুকপাড়া মাদ্রাসা আসরাফুল উলুমে কেন্দ্র চালু করা। ১৯৭০সালে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা আসরাফুল উলুমের বর্তমান ছাত্রর সংখ্যা ৬০০জন। আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব রউশন জামির, মাদ্রাসা আসরাফুল উলুমের প্রধান শিক্ষক জনাব মুশা কালীমুল্লাহ বলেন পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু সমাজের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন দিক খুলে যাবে।

হাওড়া ষ্টেশনে শিশুশ্রম বিরোধী প্রথম প্রচার কর্মসূচির সূচনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ জুন ঃ হাওড়া ষ্টেশনে শিশুশ্রম বিরোধী প্রথম প্রচার কর্মসূচির সূচনা হলো। এই প্রচার শিবির শুক্রবার থেকে শুরু হয়। আগামী ৯ জুন পর্যন্ত চলবে এই সচেতনতা শিবির। এই শিবির চলবে রাজ্যের বিভিন্ন রেল ষ্টেশনেও। এদিন হাওড়া ষ্টেষনে প্রথম প্রচার কর্মসূচির সূচনা হয়। মূলত যে সমস্ত বাচ্চারা বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে তাদের উদ্ধার করে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এবং বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এমনই জানান রাজ্য সরকারের মহিলা ও শিশু উদ্ধার বিভাগের ডিরেক্টর অনন্যা চক্রবর্তী। এদিন তিনি হাওড়া ষ্টেশনে হারিয়ে যাওয়া শিশুদের নিয়ে একটি নাটক উপস্থাপনা করেন। তিনি বলেন, কিছু অসাধু লোক এই সব বাচ্চাদের দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করায়। এই ভিক্ষা দেওয়া ও নেওয়া দুটিই অপরাধ। এই নাটকে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়াও ডেনড্রাইট দ্বারা নেশাগ্রস্ত হওয়া ও শিশু শ্রম হইতে সচেতন করা হয় শিশুদের। সারা রাজ্য জুড়ে আজ আমাদের শিশু শ্রমিক বিরোধী প্রচার শুরু হয়েছে। মুলত রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম সহ হটস্পট জোন যেখানে এই সকল শিশুরা থাকে বা এখানে

ছেড়ে দিয়ে যায় এই সকল জায়গায় নজরদারি থাকে। আমাদের ক্যাম্পেন হাওড়া স্টেশন, শিয়ালদহ, নিউ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, মালদহ খড়গপুর, আসানসোলের মতো যে সব স্টেশনে বাচ্চাদের পাওয়া যায় সেখানে আমাদের সচেতনতা শিবির করা হচ্ছে। শিশুদের ডেনড্রাইট দিয়ে নেশা করার প্রবণতাকে আটকানোর চেষ্টা করা হয়। যেহেতু ডেনড্রাইট পাওয়া অত্যন্ত সহজলভ্য সেহেতু এই প্রবণতা আটকানো সহজ নয়। সচেতনতার মাধ্যমে বাচ্চাদের বুঝিয়ে কাউন্সিলিং করে আমরা চেষ্টা করি ডেনড্রাইট নেওয়া বন্ধ করতে। প্রতি বছর হাজার হাজার বাচ্চা বিভিন্ন কারণে আসে। তাদের উদ্ধার করা, তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। আবার তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় বাড়িতে। ভিক্ষাবৃত্তি সব জায়গাতেই হয়ে থাকে। কিছু দুষ্কৃতিদের চক্র বাচ্চাদের নিয়ে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করায়। এটা দন্ডনীয় অপরাধ। এর পাশাপাশি ভিক্ষা দেওয়াও দন্ডনীয় অপরাধ। সেই ব্যাপারে সচেতন করা হচ্ছে। ডন বস্কো অ্যাসাইলামের ডিরেক্টর জর্জ সি জে জানান, রাজ্য, জেলা সকলে মিলে বাচ্চাদের সাহায্য করা যেতে পারে। আমরা এখানে ১৯৯৫ সাল থেকে কাজ করছি। প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার বাচ্চাকে সাহায্য করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সমাজকে জানানো যে শিশুদের সাহায্য করতে হবে।

এবার কাটমানির নবজোয়ার আনছেন পিসি, কটাক্ষ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুন ঃ তৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে ফের শাসক দলের বিরুদ্ধে কাটমানি নিয়ে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ায় এবার দলীয় নেতাদের ফের কাটমানি তোলার সুযোগ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সকালে দীর্ঘ একটি টুইটে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, যেহেতু ভাইপোর নবজোযার তরঙ্গ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেই কারণে পিসি অবশেষে পঞ্চাযেত্ স্তরের তোলামূল নেতাদের জন্য 'আসল নবজোযার' চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন। কাটমানির নবজোয়ার! তৃণমূলকে ফের 'তোলামূল' বলে কটাক্ষ করে শুভেন্দুবাবুর দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনের কাটমানি তোলার শেষ সুযোগকে কাজে লাগাতে তৎপর মমতা বংদ্যোপাধ্যায়ের দল। টুইটে বিরোধী দলনেতা একটি তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক দ্য ন্যাশনাল সোশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম এর অধীনে নতুন যোগ্য সুবিধাভোগীদের অন্তর্ভুক্ত করার অনুমোদন দিয়েছে। এই অনুমোদন অনুযায়ী, জাতীয় বার্ধক্য পেনশন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য ১,৬৬,৪৫৩ জন সুবিধাভোগীকে আরও বাছাই করা যেতে পারে এবং জাতীয় বিধবা পেনশন প্রকল্পের অপেক্ষা তালিকা থেকে আরও ৬৮,৬৩০ জন সুবিধাভোগীকে সুবিধা পাওয়ার জন্য বাছাই করা যেতে পারে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত এবং গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ অপেক্ষা তালিকায় থাকা প্রতিটি ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে 'যোগ্য' নাকি 'যোগ্য নয়' তা জানতে একটি শারীরিক যাচাইকরণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে বলেছে জেলাশাসকদের। এই যাচাইয়ের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই কাটমানি বিষয়টি ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন শুভেন্দুবাবু। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার আবেদন জানিয়েছেন। বিজেপি নেতা জানান, বার্ধক্য পেনশন প্রকল্পে আরও ১,৬৬,৪৫৩ জনকে নির্বাচনের সুযোগ রয়েছে। তবে অপেক্ষা তালিকায় নাম রয়েছে ৭,৮৫,৫০৬ জনের। শুভেন্দুবাবুর মতে, বিধবা পেনশন প্রকল্পে আরও ৬৮,৬৩০ জনের নির্বাচনের সুযোগ রয়েছে। অথচ অপেক্ষা তালিকায় নাম রয়েছে ২,৫০,৭৭৩ জনের। পঞ্চায়েতগুলি যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চালাবে। আর তখনই কাটমানির বাড়-বাড়ন্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা ।

বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে অনলাইন লেনদেনের পরিমাণ ১০০ কোটি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুন ঃ রাজ্যে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে অনলাইন লেনদেনের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা ছুঁতে চলেছে। এক বছরের কম সময়ের মধ্যেই বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে এই অঙ্কের লেনদেন হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। জানা গিয়েছে,২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে বিদ্যুতের বিল, খাজনা, মিউটেশন ফি, মোটর ভেহিকলস আইনের অধীনে জরিমানা জমা নেওয়ার পরিষেবা চালু হয়। তার পর থেকে এপর্যন্ত প্রায় ৯২ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে।এই সময়ে একদিনে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে সর্বোচ্চ লেনদেনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১৫লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য রাজ্যে ৩ হাজারের কিছু বেশি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে। এগুলি থেকে মোট ১০ কোটি মানুষ বিভিন্ন সুবিধা পেয়েছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৮৩ সংখ্যা, শনিবার, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০

বাংলার মানবধর্ম আন্দোলন

সম্পাদকীয়

বাংলার একটি নিজস্ব মানবধর্ম ছিল। সেখানে কিন্তু কোনও বিদেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু ইংরেজরা আসার পর থেকে সেই মানব ধর্মের পরিবর্তন হতে শুরু করে দিল। বাংলায় যে মানব ধর্ম ছিল তার মধ্যে যেসব স্থানে গলদ ছিল তাকে পরিস্কার করতে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও। এরা তিনই জনই প্রথম দিকে বাংলার মানব ধর্মের পরিবর্তন এর প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ফলেই সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলন, যুক্তিবাদী মত প্রকাশ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। বহু বিবাহ প্রচলন তখনই ছিল। কিন্তু পরে সেই প্রচলন ক্রমশ কমতে শুরু করে। একন একজন স্ত্রী গ্রহণীয়। এর বাইরে নয়। যদিও বহু লোকেরা একন চুপচাপে দু'বার বিবাহ করেছে। কিন্তু সেটা আইন বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত। আদালত প্রয়োজন করলে সেই সব ব্যক্তিদের ধরে দোষারোপ করতে পারে। বাংলায় মানব ধর্ম ছিল বলে চৈতন্যদেবের মতো বিশাল পণ্ডিতসারা ভারত জয় করতে পেরেছিলেন। বাংলায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাদের মতকে সবার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তো বাংলার মানব ধর্মকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন। বাংলার নবজাগরণের সময় থেকে ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপরে বারবার আঘাত দেওয়া শুরু হয়েছিল। মানুষকে ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে নাকি ধর্মকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করবে তা নিয়ে দুটো দল তৈরি হয়ে গিয়েছিল বাংলায়। একদল ধর্মকে বিশ্বাস করে সমাজ পরিচালনা করতে চায়। আবার আর একটি দল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যুক্তি দিয়ে ধর্মকে বিচার করতে চায়। লড়াই শুরু হয়ে যায় রক্ষণশীল বনাম উদারপন্থীদের মধ্যে। আস্তিক এবং নাস্তিকের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দিতে থাকে। একটি দল ধর্মীয় শাস্ত্রকে অনুসরণ করে সমাজ ব্যবস্থাকে অটুট রাখতে চায়। আর একটি দল ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে তাকে গ্রহণ করতে চায়। তার ফলে বাংলার নবজাগরণের সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে আধুনিক যুক্তিবাদীদের মধ্যে তীব্র লড়াই। রাজা রামমোহন রায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন পুরাণ, বেদ বেদান্তগুলিকে যুক্তি বিজ্ঞানের আতস কাচে ফেলে তাদেরকে যাচাই করতে। আর সেটা করতে গিয়ে রামমোহনকে বহু সময়ে হেনস্থার শিকার হয়েছিল। হেনস্থা হয়েছিলেন ডিরোজিওকেও। সবচেয়ে বেশি হেনস্থা হয়েছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি একেবারে ধর্মের শিকড় ধরে নাড়াচাড়া করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ডিরোজিওকে খ্রিস্টানরা পরাস্ত করতে পেরেছিলেন তিনি হিন্দু ছিলেন না বলে। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর কোনও জ্ঞান ছিল না সেটা বলা একেবারে অসম্ভব। তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন হিন্দু ধর্মের এমন কয়েকটি প্রথা চালু রয়েছে যা মানবজাতির জীবনের উন্নয়নের অন্তরায়। সেই কারণে তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল' বাহিনী প্রস্তুত করে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করতে নামেন। ডিরোজিও খ্রীস্টান ধর্মের লোক হলেও তিনি হিন্দু ধর্ম নিয়ে বেশি মাতামাতি এটা রক্ষণশীল হিন্দুরা মেনে নিতে পারেনি। প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসনগুলি আধুনিক জীবনবোধের একেবারে অন্তরায় বলে বিশ্বাস করতেন রাজা রামমোহন রায়ের পাশাপাশি ডিরোজিও। বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন আবার তিনি বেশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আস্তিকও ছিলেন।

ক্ষমতা দখলের খেলায় বাংলা ভাগ

পশ্চিম বাংলা ভাগ একটি রাজনৈতিক খেলা সেটা পরিস্কার হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলা ভাগ করেছিলেন ইংরেজ সরকার। তারা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে রুখে দেওয়ার জন্য বাংলা ভাগ করেছিলেন। কিন্তু বাংলার বিপ্লবীরা কিন্তু তাদের স্বদেশি আন্দোলনকে একেবারে ত্যাগ করেনি। পূর্ব বাংলার বড়লাটকে হত্যার ছক কষে ছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ এবং তাঁর ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। বড়লাটকে হত্যা করে বাংলা ভাগের প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন অরবিন্দের গোষ্ঠীর বিপ্লবীরা। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল যুগান্তর এবং অনুশীলন বিপ্লবী দলের সদস্যরা। কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন রাসবিহারী বোস। তিনি তো দিল্লিতে বড়লাট হার্ডিঞ্জ এর শোভাযাত্রার ওপরে বোমা মারার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। দিল্লিতে বড়লাটের শোভাযাত্রায় বোমা মেরেছিলেন বসন্ত বিশ্বাস। তিনি সেই সময়ে বোমা মেরে একেবারে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। পরে ধরা পড়েন এবং তাঁর ফাঁসি হয়। বাংলা এবং পাঞ্জাবকে ভাগ করার পরিকল্পনাটা ইংরেজদের। তারা বুঝতে পেরেছিলেন ভারতে তাদের রাজত্বকে কায়েম রাখতে গেলে দরকার হচ্ছে বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করে দিয়ে একেবারে ঐক্যটাকে বিনিষ্ট করে দেওয়া। হিন্দু মুসলমানের দ্বন্ধ তৈরি করে দিয়েছিল ইংরেজ শাসকেরা। তারাই ভারত ভাগের মানসিকতা গ্রহণ করে এবং ভারত যে ভাগ করে স্বাধীন হবে সেটা একেবারে পরিকল্পিত। ইংরেজরা যখন দেশ ছেড়ে চলে গেল তখনই তারা ভারতকে একেবারে খণ্ডিত করে দিয়ে গেল। এর একটি মাত্র কারণ হচ্ছে স্বাধীন ভারত যাতে শক্তিশালী না হতে পারে। বাংলা ভাগ করে পূর্ব পাকিস্তান তৈরি হল এবং পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হল। শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই সময়ে বহু চেষ্টা করেছিলেন বাংলা যাতে ভাগ না হয়। কিন্তু তাঁর কথা সেই সময়কার নেতারা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ক্ষমতা দখল করা। স্বাধীন ভারতের ক্ষমতা অধিগ্রহণ করা ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে এক শ্রেণির ব্যক্তিরা। তাদের ইচ্ছাই ছিল ইংরেজ সরকার চলে গেলে তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে। সেটাই হল। পাঞ্জাব ভাগ হয়ে গেল। পাশাপাশি বাংলাকে ভাগ করে দেওয়া হল। পূর্ব পাকিস্তান এখন আর নেই। সেটা বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এদিকে পাঞ্জাব ভাগ করে দেওয়ার ফলে পাঞ্জাব শক্তিহীন হয়ে পড়লো। পাঞ্জাবকে রোখার মতো ক্ষমতা ইংরেজদের ছিল না। সেই কারণে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালা বাগে একটি অহিংস সমাবেশের ওপরে ইংরেজ সেনা প্রধান ডায়ার গুলি বর্ষন করেন। ইংরেজ সরকার ডায়ারের বিচার করেছিল। এবং তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে। কিন্তু কথা হচ্ছে ভারত যখন স্বাধীন হল তখন ভাবতকে একেরারে হীন করে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি।।।।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান।সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

ভারত প্রেমিক ইমরানকে 'চোর' বললেন নওয়াজ শরিফ

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারত প্রেমিক ইমরান খানকে 'চোর' এবং 'দাঙ্গাবাজ' বলে আখ্যা দিলেন বর্তমান পাকিস্তানের নওয়াজ শরিফ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বর্তমান সরকারের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনা করার ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু পিএমএল(এন) প্রধান নওয়াজ শরিফ ইমরান খানের এই প্রস্তাবকে একেবারে নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি টুইট করে বলেছেন রাজনীতিকদের মধ্যে আলোচনা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা জঙ্গি, দাঙ্গাকারী, যারা সরকারি বাসভবন জ্বালিয়ে দেয়, শহিদদের মূর্তি ভেঙে ফেলে এবং সারা দেশে দাঙ্গা ছড়য়া তাদের সঙ্গে কোনও কথা বলা যাবে না। পাকিস্তান সরকারের বাহিনী রেঞ্জার্স ইমরানকে গ্রেফতার করেছিল। তার ফলে দেশ জুড়ে তাণ্ডব শুরু হয়। ইমরান সমর্থকেরা রাস্তায় অবরোধ থেকে 'শাহবাজ সরকার দুর হটো' অভিযান করতে শুরু করে দিয়েছিল। এমনকী সেনা দফতর পিটিআইয়ের সমর্থকেরা দখল করে নিয়ে সেখানেও তাণ্ডব চালায়। সেনারা প্রাণের ভয়ে সেনা শিবিরও ত্যাগ করে। মনে হচ্ছিল এটা দ্বিতীয় শ্রীলঙ্কার মতো উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এখন পরিস্থিতি শান্ত হলে ইমরান দলের বহু নেতারা এই তাণ্ডব নিয়ে সমালোচনা করেছেন। সরকার যেভাবে ইমরানকে দেশ বিরোধী তকমা দেওয়ার চেষ্টা করছে তাতে পাকিস্তান আরও বেশি করে জ্বলতে থাকবে। সেটা কখনওবন্ধ হবে না। ইরমান খানে জনপ্রিয়তা এখনও পাকিস্তানে অক্ষুন্ন। তেহরিক-ই-ইনসাফ সদস্য সংখ্যা পাকিস্তানের সব রাজনৈতিক দলের চেয়ে বেশি। ইমরানের জনসমর্থনও বেশি। কিন্তু এবারে ইমরান খান নিজেকে শান্ত করে সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে আলোচনায় বসার। সরকার যদি আলোচনা না বসে তাহলে নৈরাজ্য আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ইমরান খানের এই প্রস্তাবের ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেনি পিএমএল(এন) ও পিপিপি জোট সরকার। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ এ ব্যাপারে চুপ করেছিলেন। তিনি একটি কথা বলেননি। পরিবর্তে তাঁর দাদা নওয়াজ শরিফ বলেছেন দাঙ্গাবাজ নেতার সঙ্গে কোনও আলেচানা করা চলবে না। ইমরান খান সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে আগ্রহী বলে তিনি সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছেন। পিএমএল(এন) দলের মুখপাত্র তথা দেশের তথ্যমন্ত্রী মরিয়ম আরঙ্গজেব বলেছেন, ইমরান খানের কাছ থেকে সব সঙ্গীরা সরে যেতে শুরু করেছে। কিন্তু যারা দেশকে আক্রমণ করে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া উচিত। তাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা বসা হয় না। মরিয়ম আরও বলেছেন, ইমরান খান এখন ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন অর্ডিন্যান্সের (অনআরও) এর সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করছেন। প্রেসিডেন্ট মুশারফ এই অধ্যাদেশ নিয়ে এসেছিলেন। এই

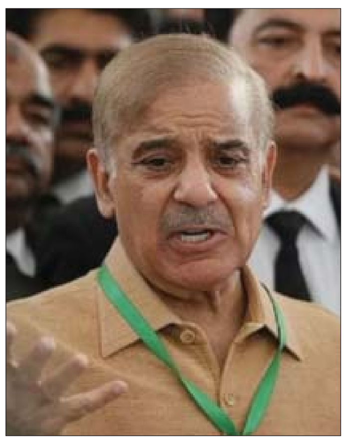

অধ্যাদেশের ফলে দুর্নীতি গ্রস্তরাষ্ট্র নেতারা পাকিস্তানে ফিরে আসতে পারতেন। বহু দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্র নেতারা এই অধ্যাদেশের ফলে ক্ষমা পেয়ে গিয়েছেন। ২০০৭ সালে এই অধ্যাদেশের বলে বেনজির ভুট্টোকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। মরিয়ম আরঙ্গজেব বলেছেন, ইমরান খান এখন এই অধ্যাদেশের সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা করতে সরকারের ওপরে চাপ দিতে শুরু করেছেন। মরিয়ম ইমরান খানকে বিদেশি চর এবং তোষাখানা চোর বলে আখ্যা দিয়েছেন। ছয় হাজার কোটি টাকা লুঠ করেছেন ইমরান। তাই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। পিপিপি নেত্রী শাজিয়া মারি বলেছেন, নিজেদের ছেলেমেয়েদে বিদেশে রেখে দেশের সন্তানদের হিংসার মুখে ফেলে দিচ্ছেন। দেশ বিরোধী কাজ করতে শুরু করেছেন। গত ৯ মে মাসের তাণ্ডবের জন্য ইমরান খানই দায়ী। তিনি সেই সময়ে কোনও শান্তির বার্তা দেননি। তাঁর দলের সমর্থকদের শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোনন করার ডাক দিতে পারে নি। তিনি ইচ্ছা করেই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখানোর কথা বলেননি। পাকিস্তানে সরকারের দিকে তাঁকে গ্রেফতার করার একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। পিপিপি মুখপাত্র মারি আরও বলেন, দলের চেয়ারম্যান এবং বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো বিভিন্ন দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইমরান খান সেই চেষ্টা বাতিল করে দিয়েছিলেন। এখন আলোচনায় বসার কথা বলে কি পিটিআইয়ের প্রধান কি ঠাট্টা করছেন। পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল জমিয়ত-অ-ইসলামের মুখপাত্র হাফিজ হামদুল্লাও বলেছেন, ৯ মে এর ঘটনার দায় ইমরানকে বহন করতে হবে। সেনা ঘাঁটির ওপরে হামলা দেশ বিরোধী কাজ বলে গণ্য। এই কাণ্ডের জন্য ইমরান খানকে জেলে যেতে হবে। এদিকে ইমরান খান আবারও গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছেন। যদি তাঁকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয় তাহলে তাঁর দলকে নেতৃত্ব দেবেন পিটিআই এর ভাইস চেয়ারম্যান শাহ মেহমুদ কুরেশি। এদিকে পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন বিলাবল ভুট্টো। সেই কারণে তিনি সেনাদের এবং সেখানকার ভারত বিরোধী জনগণের সমর্থন নিতে কাশ্মীর ইস্যুকে সমানে রেখে ভারত বিরোধী বক্তব্য রাখতে শুরু করেছেন। জুলফির আলি ভুট্টো, বেনজির ভুট্টো এনারা সবাই ভারত বিরোধী পাক রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন। বিলাবল ভুট্টো সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিকে গুজরাত জল্লাদ বলতে ছাড়েননি। আগে যেমন লালকৃষ্ণ আদবানি ছিলেন পাকিস্তানের জঙ্গি নেতা। এবারে মোদিকে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বিলাবল ভুট্টো। প্রয়োজন হলে মে মাসের দাঙ্গাকে সমানে রেখে ইমরান খানকে দেশত্যাগ করার নির্দেশ দিতে পারে আদালত। পাক সরকার সেই চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। ইমরানের ভারত প্রেমকে কেউ কেউ সন্দেহ করতে শুরু করেছে। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে ইমরান নিজেকে বাঁচাতে একন ভারতের দ্বারস্থ হয়েছে।

পাকিস্তানকে একঘরে করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তানকে একঘরে করে দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যেগী হতে শুরু করে দিয়েছে দিল্লি। বারবার পাকিস্তান যেভাবে ভারতের দিকে তাক করে তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারত কূটনীতির দিক দিয়ে একেবারে স্বস্তিতে নেই বলা যেতে পারে। চিনকে পাশে পেয়ে আর বেশি করে ভারত বিরোধী কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। সেটা এখন রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। পুলওয়ামার ঘটনার পর পাকিস্তান চুপ করে ছিল। ভারতই কূটনীতি কৌশল অবলম্বন করে পাকিস্তানকে একেবারে চুপ করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে পাকিস্তান আবার ভারত বিরোধিতায় সরব হয়েছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী গদিতে বসেছিলেন ভারত বিরোধী কথা বলে। তারপরে তিনি গদিচ্যুত হয়েছিলেন ভারতের হয়ে কথা বলার দরুন। তিনি রাশিয়া থেকে ফিরে আসেই ভারতের প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ভারত আবার ইউক্রেনে আটকে পড়া পাকিস্তানী ছাত্রদের সেনা বিমানে করে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন। তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। এতেই একেবারে সেনা কর্তরা ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে এতদিন ধরে ভারত বিরোধী কথা বলে তারা বিশেষ সুবিধা লাভ করছিল। এবারে ইমরানের ভারত প্রশংসা তাতে বাধ সাধতে শুরু করে দিয়েছে। ইমরান খানকে এখইন প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে বিদায় দিতে হবে। তার ফলে সেনারাই রাজনৈতিক নেতাদের দিয়ে ইমরান খানের প্রতি অনাস্থা আনার চেষ্টা করে সংসদে। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতিও ইমরান খানের আচরণে ক্ষুব্ধ হতে থাকেন। এমনকী পাক সেনা প্রধানও ইমরানকে একেবারে অপচ্ছন্দ করতে থাকে। পাকিস্তানের তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইমরান বিরোধী হয়ে উঠতে থাকে। তার ফলে ইমরান খানকে গদি থেকে সরে যেতে হয়েছিল। সেই গদিকে উদ্ধার করতে এবারে ইমরান লং মার্চ শুরু করে দিয়েছেন। তিনি লাহোর থেকে ইসলামাবাদ পর্যন্ত লং মার্চ করার ডাক দিয়েছিলেন। এর ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে পাক প্রশাসন। বিশেষ করে আইএসআই গুপ্তচর বিভাগ। তারাই পরিকল্পনা করে ইমরান খানকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করতে শুরু করে দিয়েছিল বলে বিশেষ সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছিল। ইমরান খানের দিকে তাক করে গুলি বর্ষন করা হয়েছিল। ইমরান খান বলেছিলেন তাঁকে হত্যা করার ছক কষতে শুরু করে দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনা প্রধান। জঙ্গিরাও ইমরান খানকে আর চাইছিল না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে জঙ্গিরা আন্তর্জাতিক আর্থিক সাহায্য পাচ্ছিল ভারত বিরোধিতা করার মধ্যে দিয়ে। ভারতে বিদেশ মন্ত্রকের কাছে খবর ছিল যে খলিস্তানপন্থীরা পাকিস্তানের জঙ্গিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বর্তমান মোদি সরকারকে হেনস্থা করা এবং এই সরকারকে গদিচ্যুত করা। কিন্তু সেটা করতে পারছে না ভারত সরকার এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে রয়েছে। ভারত কোনও সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে গদিচ্যুত করার চক্রান্ত করবে না। মোদি যদি নির্বাচনে হেরে যান তাহলে সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু পকিস্তানের মতো প্রধানমন্ত্রী মোদিকে গদিচ্যুত করার দিকে প্রশাসনের মন একেবারে নেই। বিদেশ মন্ত্রী পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টোর মন্তব্যকে অসভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন বলে আখ্যা দিতে কসুর করেনি। যেভাবে পাকিস্তান হঠাৎ করে ভারত বিদ্বেষ হতে শুরু করে দিয়েছেন তাতে মনে করা হচ্ছে এর পিছনে চিনের উস্কানি রয়েছে। চিন বারবার পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে। পাকিস্তানকে সন্ত্রাস রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করার ব্যাপারেও চিন ভেটো দিয়েছিল। এমনকী চিন সব সময়ে সন্ত্রাসবাদীদের ব্যাপারে পাকিস্তানের পক্ষে থাকছে। এবারে পাকিস্তানের মূল লক্ষ্যই হল কাশ্মীর। কাশ্মীর পাকিস্তানের বিদেশ নীতি। যতদিন কাশ্মীর ভারতের মধ্যে থাকবে ততদিন পাকিস্তান একেবারে গঁদের আঁঠার মতো ভারতের সঙ্গে সমান তালে বিরোধিতা করতে থাকবে। পাকিস্তানের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন জো নেই। সেই কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো। আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিবেশের মধ্যে ভারত পাকিস্তান অবস্থান ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। এর জন্য পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী দিকে তাক করে দোষারোপ করা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারত বারবার পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রীকে সংযত হয়ে কথা বলার চেষ্টা করাতে ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানের একজন মহিলামন্ত্রী তো সরাসরি ভারতের দিকে তাক করে হুমকি দিয়েছেন পরমাণু অস্ত্রের। তা নিয়ে বিশ্বব্যাপী হইচই শুরু হতেই সেই মহিলা মন্ত্রী তাঁর মন্তব্য থেকে সরে এসেছেন। এই রকম পরিস্থিতিতে ভারত এখন চেষ্টা করছে পাকিস্তানকে একঘরে করে দেওয়ার। ভারতের পক্ষে ইসলমান দেশগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে ভারত বিদ্বেষ থেকে পাকিস্তানকে কীভাবে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব এবং পাকিস্তানকে কূটনীতির মধ্যে দিয়ে কীভাবে ফাটল ধরিয়ে দেওয়া সম্ভব তা নিয়ে কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। ভারত পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে পাক হুমকি ভারতকে একেবারে ঠাণ্ডা করতে পারবে না। পাকিস্তান যেমন ভারতকে দোষ দিতে শুরু করে দিয়েছে সন্ত্রাসবাদী প্রশ্নে ঠিক সেই রকমভাবে ভারতও বিদ্বেষ রাজনীতি ছড়াতে পাকিস্তানকে দায়ী করে একঘরে করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টোর কথাতে একবারে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। যেভাবে বিলাবল ভুট্টো ভারতের দিকে তাক করে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছ তার পিছনে চিনের সায় রয়েছে সেটা ক্রমশ পরিস্কার হতে শুরু করে দিয়েছে। ইমরান খান এখন পাক সরকারের সঙ্গে একটি আপোষ করার পরিবেশ তৈরি করতে চেষ্টা করছেন। কিন্ত সেখানে পাকিস্তান সরকার থেকে কোনও রকম ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে না। এই মুহূর্তে পাকিস্তান সরকার মনে করছে ইমরান খান থাকা মানেই হচ্ছে পাকিস্তানের বিপদ। সেই কারণে ইমরানকে দেশ ছাড়া করার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছে পাক প্রশাসন। বিশেষ করে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। এই গুপ্তচর সংস্থার উস্কানিতে আরব দেশগুলি ইচ্ছা থাকলে পাকিস্তানের হয়ে সায় দিয়ে কাশ্মীরে ভারতের অনুষ্ঠিত জি-২০ পর্যটন সম্মেলনে কোনও প্রতিনিধি পাঠায় নি। চিনও পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

শব্দ দূষণ আইন এখন বলবৎ রয়েছে, কিন্তু তার দেখভাল করার কেউ নেই

কলকাতায় এখন আর বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিত নেই। তিনি ১৯৬৬ শব্দ দূষণ কমাতে লাউস্পিকার থেকে শুরু করে সব শব্দের মাত্রা কম করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে কলকাতা তথা বাংলায় বিচিত্রা অনুষ্ঠান রাত দশটার মধ্যে শেষ করতো হতো। সারা দিন ধরে বিচিত্রানুষ্ঠান করা চলবে না। গ্রীন বেঞ্চ তৈরি হয়েছিল কলকাতায়। সেই সয়ে দীপক দাস নামে একজন ব্যক্তি খুন হয়েছিলেন। তাঁর অপরাধ তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন লাউস্পিকারে অতিরিক্ত শব্দ করার জন্য। তারপরে পুলিশ দশ হাজার টাকা ফাইন করেছিল। দাস পরিবারকে আর্থিক সাহায্য স্বরূপ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওযা হয়েছিল। শব্দ দূষণ আইন একন বলবৎ রয়েছে। কিন্তু তার দেখ ভাল করার কেউ নেই। তার ফলে আজকে কলকাতায় আবার শব্দ দূষণ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। ঈশ্বরের নাম ডাজের জন্য বিশাল শব্দ করার কোনও প্রয়োজন থাকতে পারে না। ঈশ্বরের নাম করতে হয় শান্ত মনে এবং শান্তভাবে। সেই কারণে তিনি আজান দেওয়ার শব্দকেও নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। মন্দিরের তীব্র কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ করা চলবে না। সেখানেও তিনি আযাজ কম করে দিয়েছিলেন। ৩৫ ডেসিমিলের বেশি আওয়াজ করা চলবে না। শব্দ দূষণকে রোধ করতে পুলিশের হাতে প্রচুর ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছিল। কলকাতায় দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। শব্দ দূষণ থেকে শুরু করে দৃশ্য দূষণ সবটাতেই কলকাতা এগিয়ে গিয়েছে বেশ কয়েক ধাপ। দূষণ রোধ করার আইন আছে। কিন্তু সেই আইন প্রয়োগ করার বা দেখভাল করার লোক নেই। এবারে কালী পুজোতে শব্দ দূষণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করতে শুরু করেছে নাগরিকেরা। কলকাতা পুলিশ যথেষ্ট সক্রিয় হলেও তাদের চোখের আড়ালে চলে শব্দ দূষণ। শব্দ দূষণকে রোধ করতে গেলে বা বন্ধ করতে গেলে সাধারণ নাগরিকদের সহযোগিতা দরকার। পুলিশ প্রশাসন একা এই কাজ করতে উঠতে পারে না। পুলিশের সঙ্গে কলকাতাবাসীদের এগিয়ে এসে শব্দ দূষণ বন্ধ করা উচিত। কিন্তু সেটা হয় না। তার কারণ আমরা এই সব ব্যাপারে উদাসীন থাকি। শুধু পুলিশ এবং প্রশাসনের ওপরে দায়িত্ব দিয়ে বা দোষ চাপিয়ে নিজেরা চুপচাপ বসে থাকি। বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দ দূষণকে কড়া হাতে দমন করেছিলেন। তিনি যেভাবে প্রশাসনকে সক্রিয় করে তুলেছিলেন শব্দ দূষণ রোধ করতে তারপরে আর কাউকে এই কাজ করতে দেখা যায়নি। রাত দশটার মধ্যে জলসা সমাপ্ত করতে হয়েছে। শব্দবাজি বিক্রি করা একেবারে নিষিদ্ধ হয়েছিল। যদিও চোরাপথে শব্দবাজি বিক্রি হয়। তবুও কিন্তু প্রকাশে শব্দবাজি বিক্রি করা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন সেই কঠোর ব্যবস্থা ক্রমশ শিখিল হয়ে যেতে শুরু করেছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমরা উদাসীন। আমরা শব্দ দূষণ নিয়ে কোনও ভাবনা চিন্তা করি না। এমনকী পরিবেশ দূষণ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি না। নাগরিকেরা শুধু দূষণের চোখে ধুলো দিয়ে চলার চেষ্টা করি। কিন্তু দূষণকে রোধ কীভাবে করতে হবে সেই নিয়ে কোনও সময় ব্যয় করি না। তার ফলে আজকে কলকাতা সবচেয়ে দূষিথ শহরে পরিণত হতে শুরু করেছে। রাস্তাঘাট অপরিস্কার অপরিচ্ছন্ন। আলোর ব্যবস্থা কোথাও কোথাও ভেঙে পড়েছে। রাস্তা ধারে গত কয়েক মাসের বা বছরের পুরানো ব্যানার প্রকাশ্যে রয়েছে। সেগুলোকে খুলে ফেলা হচ্ছে না। রাস্তায় হকার রয়েছে। রাস্তাঘাট বন্ধ করে হকার রাজ চলছে। সরকার মাঝে মধ্যে জেগে উঠে বন্ধ করে দিতে উদ্যোগী হয় বটে। কিন্তু এক সপ্তাহ গেলে আবার যেইকে সেই। রাস্তাটা আবার হকারদের দখলেচলে যায়। হকারদের জন্য সরকার বিকল্প ব্যবস্থা এখন গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে হকার রাজ চলছে।

সবাইকে এক জায়গায় আনার কাজ করেছে ঃ মোদী

(পুর্ব প্রকাশের পর) এটি কৃত্রিম মেধা এবং মেশিন লার্নিং- এর উপর ভিত্তি করে একটি প্ল্যাটফর্ম। এর সাহায্যে জল বন্টনের কার্যকরী তত্ত্বাবধান করা যাবে। এর থেকে এটাও জানা যাবে কোথায় কতটুকু জল অপচয় হচ্ছে। আরেকটি স্টার্ট আপ হল 'কুম্ভী কাগজ'। এই 'কুম্ভী কাগজ' এমন একটি বিষয়, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে। 'কুম্ভী কাগজ' নতুন উদ্যোগ সংস্থাটি একটি বিশেষ কাজ শুরু করেছে। এরা কচুরিপানা থেকে কাগজ তৈরির কাজ শুরু করেছে, অর্থাৎ, এক সময় যে কচুরিপানা, কখনো, জলস্রোতের সময়. সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হতো, এখন কাগজ তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। বন্ধুরা, অনেক যুবকযুবতী যেরকম উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করছেন, আবার এমন অনেক যুবকযুবতী রয়েছেন যারা সমাজকে সচেতন করার মিশনে নিয়োজিত। যেমন ছত্তিশগড়ের বালোদ জেলার যুবসম্প্রদায়। এখানকার যুবক যুবতীরা জল বাঁচাতে প্রচার শুরু করেছে। তারা বাড়ী-বাড়ী গিয়ে মানুষকে জল সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতন করে। যেখানেই বিবাহের মতো অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়, সেখানে, তরুণদের এই দলটি যায়, কীভাবে জলের অপব্যবহার বন্ধ করা যায়, সে সম্পর্কে তথ্য দেয়। ঝাড়খণ্ডের খুঁটি জেলাতেও জলের দক্ষ ব্যবহার সম্পর্কিত একটি প্রচারমূলক প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। খুঁটির মানুষ জল সংকট মোকাবিলায .বস্তা দিয়ে বাঁধ নির্মাণের পথ খুঁজে পেয়েছেন। বস্তা বাঁধের মাধ্যমে জল জমিয়ে এখানে শাক সবজিও ফলতে শুরু করেছে। এতে মানুষের আযও বাড়ছে, এলাকার চাহিদাও পূরণ হচ্ছে। সাধারণের যে কোনো উদ্যোগ, কীভাবে অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসে, তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠেছে খুঁটি। এই প্রচেষ্টার জন্য আমি এখানকার মানুষকে অভিনন্দন জানাই। আমার পিয়. দেশবাসী, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী জয় জওয়ান, জয় কিষান স্লোগান দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অটলজি তার সঙ্গে জয় বিজ্ঞান যোগ করেছিলেন। কয়েক বছর আগে দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমি জয় .অনুসন্ধানের কথা বলেছিলাম। মন কি বাতে আজ এমন এক ব্যক্তির কথা, এমন এক সংস্থার কথা বলব, যারা জয় জওয়ান, জয় কিষান, জয় বিজ্ঞান এবং জয় অনুসন্ধান এই চারটিরই প্রতিফলিত। এই ভদ্রলোক হলেন মহারাষ্ট্রের শ্রীমান শিবাজী শামরাও ডোলেজি। শিবাজী ডোলে নাসিক জেলার একটি ছোট্ট গ্রামের বাসিন্দা। তিনি দরিদ্র জনজাতি কৃষক পরিবারের সন্তান এবং একজন প্রাক্তন সৈনিকও বটে। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন তিনি দেশের সেবায় নিয়জিত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি নতুন কিছু শেখার সিদ্ধান্ত নেন এবং কৃষি বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা করেন। অর্থাৎ জয় জওয়ান থেকে জয় কিষানের দিকে অগ্রসর হন। এখন প্রতিমুহূর্তে তাঁর চেষ্টা এটাই থাকে, যে কী ভাবে কৃষি ক্ষেত্রে অধিকতর অবদান রাখা যায়। নিজের এই অভিযানে শিবাজী ডোলেজি কুড়ি জনের একটি ছোট টিম তৈরি করেছেন এবং কয়েকজন প্রাক্তন সৈনিককেও এতে যুক্ত করেছেন। এরপর তাঁর এই টিম ভেঙ্কটেশ্বর কোঅপারেটিভ পাওয়ার এন্ড অ্যাগ্রো প্রসেসিং লিমিটেড নামের একটি সহকারী সংস্থার পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়েছেন। এই সহকারী সংস্থাটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পরে ছিল। তাকে পুনরুজ্জীবিত করার গুরুদায়িত্ব তারা নিয়েছেন। দেখতে দেখতে আজ ভেঙ্কটেশ্বর কো-অপারেটিভের প্রসার অনেক জেলাতে হয়ে গেছে। আজ এই দলটি মহারাষ্ট্র আর কর্নাটকে কাজ করছে। এতে প্রায় ১৮ হাজার মানুষ যুক্ত হয়েছেন, যার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক সেনাবাহিনীর প্রাক্তনীরাও রয়েছেন। নাসিকের মালেগাঁওতে এই দলের সদস্যরা ৫০০ একরেরও বেশি জমিতে অ্যাগ্রো ফার্মিং করছে। এই দলটি জল সংরক্ষণের জন্য অনেক জলাশয় তৈরি করার কাজেও যুক্ত আছে। আরেকটা বিশেষ ব্যাপার হল এই যে তারা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে আর দোহ শিল্প অর্থাৎ ডেয়ারিও শুরু করেছেন। এখন তাদের ফলানো আঙ্গুর ইউরোপেও রপ্তানি করা হচ্ছে। এই দলের যে দুটি বড় বৈশিষ্ট্য আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তা হল জয় বিজ্ঞান (ক্রমস)

হেরিটেজ

ইতিহাস প্রসিদ্ধ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ এক সময়ে বাংলার তথা ভারতের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু ছাত্ররা এখানে এসে পড়াশুনা করে ভারত খ্যাত হতো। বহু পণ্ডিতেরা এখান বসবাস করতেন। চৈতন্যদেবের সময় থেকে নবদ্বীপের নাম প্রচারিত হতে থাকে। চৈতন্যদেবও নবদ্বীপের পাঠশালা থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। কিন্তু চৈতন্যদেব সংস্কৃত শুধু পণ্ডিত হয়ে থাকলেন না, তিনি সমাজ সংস্কারক হিসাবে প্রকাশিত হতে শুরু করেন। চৈতন্যদেবের উৎসাহে বাংলাভাষায় দুটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। একটি হচেছ বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' এবং আর একটি হচ্ছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'। সেই চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্মকে বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন সাধারণ নাগরিকদের উদ্ধার করার জন্য। তাঁকে ভগবান রূপে পুজিত করার জন্য তৈরি হয়েছিল সোনার গৌরাঙ্গ। সোনার গৌরাঙ্গ নবদ্বীপে তৈরি করেছিলেন সেখানকার শিল্পীরা। সারা ভারত থেকে ভক্তরা আসে এই সোনার গৌরাঙ্গকে দেখতে। এমনকী নাগাল্যাণ্ড থেকে ভক্তরা এসে সোনার গৌরাঙ্গের পুজো দিয়ে থাকে। বৈষ্ণব ধর্ম শুধু নবদ্বীপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। উড়িষা থেকে শুরু করে অসম, ত্রিপুরাতে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এমনকী বৃন্দাবনেও চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব এমন একজন মহাপুরুষ ছিলেন যিনি রাধাকৃষ্ণপ্রেমের পুজারি। তিনি নিজে প্রেমধর্মকে বিশ্বাস করতেন। প্রেমের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। সেই কারণে আজকে ইস্কনেও সোনার গৌরাঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে পদাবালি সাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকে। তাঁর সময়ে বিখ্যাত পদাবলিকার মুরারি গুপ্ত, রুপ, সনাতন, জ্ঞানদাস থেকে শুরু করে উদ্ধব ঠাকুরও উপস্থিত হয়েছিলেন।

পুলিশি ঘেরাটোপে থমকে গেল বাম ছাত্র-যুবদের জেলা পরিষদ অভিযান

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ জুনঃ টান টান উত্তেজনা ছিল সকাল থেকেই। গত ৩১ আগস্ট বামেদের আইন অমান্য আন্দোলন ঘিরে যে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল বর্ধমানে সে কথা মনে রেখেই ২৪ ঘন্টা আগে থেকেই তৎপর ছিল জেলা পুলিশ - প্রশাসন। অবশেষে পুলিশি তৎপরতায় বাম ছাত্র-যুবর পূর্ব বর্ধমানের জেলা পরিষদ অভিযান উত্তেজনার অবসান হল। শেষ পর্যন্ত দুটি ব্যারিকেড ভেঙে ডেপুটেশন দিয়েই রণে ভঙ্গ দিলেন বাম ছাত্র-যুবরা। শুক্রবার দুপুরে এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ অভিযানের ডাক দেয়। চোর ধরে জেলে ভরতে এবং জেলাস্তরে নানা দুর্নীতির প্রতিবাদে শুক্রবার এই অভিযানের ডাক দেয় বাম ছাত্র ও যুব সংগঠন এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই। ঘুঘুর বাসা ভেঙে জনগণের পঞ্চায়েত গড়তে এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল তারা। গতবছর আগস্ট মাসে সিপিএমের আইন অমান্য অভিযানে ব্যাপক ঝামেলা হয়। পুলিশ ও বাম কর্মী-সমর্থকদের খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। ছোঁড়া হয় বিশ্ববাংলা গ্লোব ও কার্জন গেট সংলগ্ন সরকারি প্রকল্পের ডজন খানেক গ্লোসাইন। আহত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী ও বাম-কর্মী সমর্থকরাও। আভাস রায়চৌধুরী, অনির্বাণ রায়চৌধুরী সহ বেশ কয়েকজন সিপিএম নেতা-কর্মী গ্রেফতার হয়েছিলেন। ৩১ আগস্টের সেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য বৃহস্পতিবার থেকেই প্রস্তুত ছিল প্রশাসন। প্রচুর পুলিশ, র‍্যাফ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার মোতায়েন করা হয়। সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৪ টে পর্যন্ত রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আনা হয় দুটি জলকামান। জেলা পরিষদে ঢোকার সবকটি রাস্তায় আগে থেকেই আটকে দেওয়া হয় ব্যারিকেড। এদিন দুপুর দুটোর পর স্টেশন থেকে ছাত্র-যুবদের মিছিল জেলা পরিষদের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বাম ছাত্র যুবর ওই মিছিল প্রথমে পরপর দুটি ব্যারিকেড ভেঙে দেয়। তৃতীয় ব্যারিকেডের সামনে এসে নেতৃত্বের নির্দেশে মাটিতে বসে পড়েন বাম ছাত্র-যুবরা। ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল জেলা পরিষদে অতিরিক্ত জেলাশাসককে ডেপুটেশন প্রদান করেন। শহরের বাদামতলা এলাকায় জমায়েত হয়ে পরপর বক্তব্য রাখেন বাম নেত্রী দীপ্সিতা ধর, প্রতীক উর রহমান, ধ্রুবজ্যোতি বসু এবং ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সভানেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি। উল্লেখ্য, জেলাপরিষদ পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল হবার কথা থাকলেও বাদামতলা মোড়ে পুলিশ তা আটকে দেয়। এদিন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভানেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি পুলিশকে কটাক্ষ করে বলেন, এতো ব্যারিকেড যদি চোর ধরার কাজে লাগানো হত তা হলে বাম ছাত্র-যুবদের পথে নামতে হতো না। ইচ্ছা করলে পুলিশের সব ব্যারিকেড ভেঙে দিয়ে জেলা পরিষদ দখল করতে পারতেন তারা, কিন্তু সিপিএম দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলে। বামেরা গণতান্ত্রিক উপায়ে জেলাপরিষদ দখল করতে চায়, ভাঙতে নয়। তাদের একমাত্র দাবী দুর্নীতির অবসান হোক বলে কটাক্ষ করেন মিনাক্ষী দেবী। বামেদের অভিযানকে কটাক্ষ করে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দেবু টুডু জানান, বাঙালির কাছে খুব দুঃখের বিষয় যে রাজ্যের এতবড় একটা দল সাইনবোর্ড হয়ে গেছে। এত লোকসভা শূন্য হয়েছে, বিধানসভায় শূন্য হয়েছে, পঞ্চায়েতেও শূন্য হয়েছে। ভাবতে খুব খারাপ লাগে, রাশিয়া-চিন থেকে তারা এখানে এসেছিল, কিন্তু এসে শূন্য হয়ে গেল। এটা বাঙালিকে যন্ত্রণা দেয়। সিপিএম এখন চিড়িয়াখানায় দেখা যায়। তবে বামেদের ব্যবসাদারদের উদ্দেশ্যে দেবু টুডুর আবেদন ছিল, প্রশাসন তৈরী আছে, নির্ভয়ে ব্যবসা করুন আপনাদের আর দোকানের জিনিসপত্র লুটপাট হবে না। উল্লেখ্য, এদিন বাম ছাত্র-যুবর মিছিল ঘিরে পুলিশি অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন অনেকেই। সকাল ১১টা থেকেই কার্জন গেট চত্বর সহ জিটি রোডের পার্শ্ববর্তী এলাকা কার্যত সিল করে দেয় জেলা পুলিশ। পার্কাস রোড, বাদামতলা, ঢলদিঘি, রানীগঞ্জ চৌমাথা মোড়, কাছারী রোড সহ জেলা পরিষদ যাবার সব রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে আটকানো হয়েছিল। এমনকি সাধারণ পথচারীদের যেতে দেওয়া হচ্ছিল না বলে অভিযোগ ওঠে। বর্ধমান শহরে দূরদূরান্ত থেকে আসা প্রচুর মানুষকে হয়রানি হতে দেখা যায়। প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের মধ্যেই তাদেরকে ঘুরে ঘুরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে দেখা যায়। পুলিশের এই অতিসক্রিয়তাই বাম ছাত্র-যুবর কর্মসূচিকে জনপ্রিয়তা বা মাইলেজ দিল বলেও মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

সানস্ট্রোকে উত্তর দিনাজপুরে মৃত্যু হল এক মহিলার

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২ জুন ঃ তীব্র তাপপ্রবাহের জেরে সানস্ট্রোক হয়ে মৃত্যু হলো এক মহিলার। মৃত ওই মহিলার নাম জয়ন্তী চৌধুরী। তার বাড়ি মালদার মোথাবাড়ি এলাকায়। বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে ছেলের শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে স্থানীয় এক গ্রামীন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরই শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ওই মহিলাকে ইটাহার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। অন্যদিকে মৃত্যুর কারণ নিয়ে রায়গঞ্জ মেডিকেলের সহকারি সুপার অভীক মাইতি জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর ওই মহিলার মৃত্যুর সঠিক কারন জানা যাবে। এদিকে আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে এসে মর্মান্তিক মৃতুতে শোকেয়া ছায়া পরিবারে।

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI : PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender
No:-03/BGP/SBM/2023-24, Dated-02/06/2023.
The Prodhan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for total 2(Two)Nos. similar works. At different places. Source of Fund: SBM 2023-24. Document download/sale date **from 02/06/2023 from 17.00 hrs.up to 09/06/2023 upto 17.00 hrs.** Bid submission starting **from 02/06/2023 from 17.00 hrs.up to 09/06/2023 upto 17.00 hrs.** Bid Opening Date **12/06/2023 at 11.00 Hrs.** For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

Office of The Sanbandha Gram Panchayat
Shyamdaspur, Bankura
Memo No.-213/SGP/2023 dt-01.06.2023,
e-NIT No. 07/E/SGP/2023-24 (2nd Call)
All details of schemes, scheduled dates and terms and condition can be obtained from **www.wbtenders.gov.in** and Sanbandha Gram Panchayat office notice board.
Sd/- Pradhan
Sanbandha Gram Panchayat

PARSOLA GRAM PANCHAYAT
VILL-RENGURBANDH,P.O- PUKHURIA,P.S- SIMLAPAL, DIST. - BANKURA.PIN- 722160(W.B)
Notice Inviting e-Tender No NIT-06/PAR/2023-24
Pradhan Parsola Gram Panchayat invites percentage rate e-Tender 1 (One) nos. work. Last date of documents download and bid submission is **08.06.2023 at 18.00 Hrs.** For details please visit website:- **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Parsola Gram Panchayat

NOTICE INVITING eTENDER
Sundarban Cooperative Milk & Livestock Producers' Union Ltd. (Sundarini) invites e-Tender(s) vide this office no.: **1) SMLU/SP/PUR/SAD/e-NIT (2ND Call) /23-24/175 dated 01.06.2023** for procurement, installation and commissioning of Batch Milk Pasteurizer 500 Lt. Capacity. Last date of submission: **08.06.2023 up to 3 PM. 2) SMLU/SP/PUR/SAD/e-NIT/23-24/176 dated 01.06.2023** for procurement, installation and commissioning of ss Milk Can with Insulation Jacket 40 Lt. Last date of submission: **08.06.2023 up to 3 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- In-Charge (Purchase)

Office of the Prodhan
BENIAGRAM GRAM PANCHAYAT
Vill-Srirampur, P.O-Beniagram,
P.S-Farakka, Dist-Msd, 742202

Sl No.	NIT No.	Description of NIT	Fund	Application last date
1	03/BNGP/ 15TH FC /EN	NOTICE INVITING TENDER (E TENDER)	15 CFC 2022-23	12-06-2023 up to 3.00 PM

Details information is available from the office notice board.
Sd/- Prodhan
Beniagram Gram Panchayat

E- tender notice
NIT No. WB/BWN/K.G.P./NIT 18/2022-23
NIT No. WB/BWN/K.G.P./NIT 19/2022-23
Online bids are invited from bonafide contractors for listed works under SBM & 15TH FC (convergence) Last date of online bid submission- **10-06-2023.** For details information contact
Sd/- Prodhan,
khandaghoshGram Panchayat
Khejurhati, khandaghosh, PurbaBardhaman

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-08/2023-24
(Memo No: 393/Panch, Dated: 02/06/2023)
Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of one (01) nos. work within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in **http://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/- Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH,
P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
(1) NIeT No. KGP/060/eNIT/23-24, Dated: 01/06/2023
Document download/sale date **from 03.06.2023 10:00 am to 10.06.2023 10:00 am.** Bid submission date **from 03.06.2023 10:00 am to 10.06.2023 10:00 am.** Last Date of submitting Tender Cost: **10.06.2023 at 10:00 am.** Bid Opening Date: **12.06.2023 at 10:00 am.** For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

Office of Moukhali Gram Panchayat
Under Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas
Notice Inviting E-Tender No.: MGP/216/2023, Date.-02.06.2023
The Prodhan, Moukhali Gram Panchayat, Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs. Invites online percentage rate tenders for the work of: (i)Tally pilling Nitai Sardar tea shop to Gouttam Sardar via back side of Khokan Pramanik house canel, (ii) Tally Pilling at Niranjan Shaw pond. Work completion period: 60 Days. Bid submission starting **from 02.06.2023 at 5.00 PM. up to 09.06.2023 at 5.30 PM.** Date of Opening of tender **12.06.2023 at 11:30 P.M.** For details visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Moukhali Gram Panchayat

Office of Moukhali Gram Panchayat
Under Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas
Notice Inviting E-Tender No.: MGP/217/2023, Date.-02.06.2023
The Prodhan, Moukhali Gram Panchayat, Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs. Invites online percentage rate tenders for the work of: (i)Construction of Concrete road Sukumar Shee house to Sudarshan Pramanik house via Tapari Pramanik. Work completion period: 60 Days. Bid submission starting **from 02.06.2023 at 5.00 PM. up to 09.06.2023 at 5.30 PM.** Date of Opening of tender **12.06.2023 at 11:30 P.M.** For details visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Moukhali Gram Panchayat

Office of Moukhali Gram Panchayat
Under Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas
Notice Inviting E-Tender No.: MGP/218/2023, Date.-02.06.2023
The Prodhan, Moukhali Gram Panchayat, Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs. Invites online percentage rate tenders for the work of: (i) Construction of soak pit at 64 nos places at chandandaha mouza. (ii) Construction of soak pit at 33 nos places at Moukhali mouza. (iii) Construction of soak pit at 28 nos places at Kashibari mouza. (iv) Construction of soak pit at 19 nos places at Mamudpur mouza. Work completion period: 60 Days. Bid submission starting **from 02.06.2023 at 5.00 PM. up to 09.06.2023 at 5.30 PM.** Date of Opening of tender **12.06.2023 at 11:30 P.M.** For details visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Moukhali Gram Panchayat

জোড়া অগ্নিকাণ্ডে ছড়াল চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২ জুন ঃ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ও বাঘমুণ্ডি থানা এলাকায় পৃথক পৃথক দুই গ্রামে আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। প্রথম ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থানার অন্তর্গত খিরাবেড়া ধুন্ধিখাপ মধ্য শিক্ষা কেন্দ্রের সামনে রাজু টিফিন সেন্টার নামে একটি দোকানে। এদিন রাতে হঠাৎ করে দোকানে জ্বলে উঠে আগুন। পুড়ে ছাই হয় দোকানের আসবাবপত্র সহ খাদ্যের জিনিস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাঘমুণ্ডি থানার অন্তর্গত খিরাবেড়া ধুন্ধিখাপ মধ্য শিক্ষা কেন্দ্রের সামনে রাজু টিফিন সেন্টার নামে একটি দোকানে ঘটেছে ঘটনাটি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার জানাজানি হতেই স্থানীয়দের সহযোগিতায় দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাঘমুন্ডি থানার পুলিশ। আগুন লাগার সঠিক কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমান এখনও জানা যায়নি। দোকানের মালিক রাজু শুকুল জানান, বৃহস্পতিবার রাত ১১ টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যাই। বাড়ি গিয়ে রাতের খাবার খাওয়ার সময় হঠাৎ করে জানতে পারি দোকানে আগুন লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে দোকানে পৌঁছে দেখি দাউ দাউ করে জ্বলছে। তৎক্ষণাৎ আগুন নেভানোর কাজে লাগে স্থানীয় কয়েকজন। তাদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। দোকানের সর্বস্ব জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। তিনি আরও জানান, যে এই ঘটনাটি শর্টসার্কিটের ফলে নয়, কেউ বা কারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ তার। পাশাপাশি তিনি স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করে জানান যাতে পুনরায় দোকান চালু করতে পারি তার জন্য যেন তাকে কিছু সাহায্য করা হয়। অগ্নিকাণ্ডের পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে বাঘমুণ্ডি থানার পুলিশ। অন্যদিকে শুক্রবার দুপুরে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত চোরপাহাড়ি অঞ্চলের সরবেড়িয়া গ্রামে দুটি বাড়ি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। রঘুনাথপুর থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নেভায়। স্থানীয়রা জানান বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণেই আগুন লাগে এদিন দুটি বাড়িতে। আগুনে ঐ বাড়ির দুটির মধ্যে থাকা আসাবাব-পত্র সহ সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

নিজেকে নির্দোষ দাবী আনারুলের

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২ জুন ঃ শুক্রবার বগটুই কাণ্ডে অভিযুক্ত আনারুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হলো রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। রামপুরহাট সংশোধনাগার থেকে এদিন তাঁকে রুটিন মাফিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন তিনি। তিনি বলেন, আমার মতো ভালো ছেলে আজকে জেল খাটছে বিনা দোষে। আমার কি অপরাধ ছিল? আমার বাড়ি আলাদা। আমার অঞ্চল আলাদা। যারা আমাকে ফাঁসিয়েছে তাদের নাম আমি ঠিক সময়ে বলে দেবো। বললেন বগটুই গণহত্যা কাণ্ডে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত আনারুল হোসেন। শুক্রবার বেলা ১১টা নাগাদ তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বীরভূমের রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। ২০২২ সালের ২১ মার্চ রাতে বীরভূমের রামপুরহাট থানার বগটুই গ্রামে গণহত্যা ঘটনা ঘটে। ঘটনায় এক শিশু, মহিলা সহ ১০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ঘটনার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বগটুই গ্রামে এসে আনারুল সহ এই ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন। সেদিন বিকেলেই তারাপীঠ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের তৎকালীন রামপুরহাট এক নম্বর ব্লক সভাপতি আনারুল হোসেনকে। সেই সময় থেকেই জেল বন্দি রয়েছেন আনারুল হোসেন। তিনি কিছুদিন সিউড়ি সংশোধনাগারে বন্দি ছিলেন। সেখান থেকে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় রামপুরহাট মহকুমা সংশোধনাগারে। প্রথমে রাজ্য পুলিশের সিট তাকে গ্রেফতার করে। পরে আদালতের নির্দেশে তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। এদিকে এদিন জেলে অনুব্রতকে দেখতে তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের সফর নিয়ে আনারুল বলেন, ওসব বড় ব্যাপার। বড় নেতারা বলতে পারবেন। আমার সঙ্গে জেলে কেউ দেখা করতে আসেনি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত। সুগারও রয়েছে তার। আজ বেলা ১১টা নাগাদ তাকে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

মৃত পরিবারের হাতে চেক প্রদান

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২ জুন ঃ রাজ্য সরকারের এতো আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পূর্ব বর্ধমানে মৃত চার পরিবারের হাতে দু'লক্ষ টাকা করে চেক তুলে দিল জেলা প্রশাসন। এক আবেগঘন পরিবেশে জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এদিনের চেক প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাড়া, জেলা শাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা, জেলা পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন, বিধায়ক খোকন দাস, বিধায়ক নিশিথ মালিক, বিধায়ক অলোক মাঝি সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও জেলা পরিষদের সকল কর্মাধাক্ষ্য গন। জেলাশাসকের মিটিং হলে এই চার মৃতর পরিবারের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত ১৫ মে বাজ পড়ে মৃত্যু হয় জামালপুরের বাসিন্দা ভোম্বল ধাড়ার। ২৩ মে দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যান রায়না থানার সাবিত্রী কুন্ডু। ঝড়ের সময় ছাদে গাছ পড়ে মৃত্যু হয় বর্ধমান ২ ব্লকের দিলীপ কুমার ঘোষের। মন্তেশ্বরের বাসিন্দা সুজিত বর্মনের মৃত্যু হয় বাজ পড়ে।

আদিবাসীদের বাংলা বনধের ডাক ৮ জুন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২ জুন ঃ ৮ জুন বাংলা বনধ ডাকল ইউনাইটেড আদিবাসী ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন। কুড়মিদের তফসিলি জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবির বিরুদ্ধে এই বাংলা বনধের ডাক দিয়েছে ওই সংগঠন। উদ্যোক্তারা অবশ্য রেলকে এই বনধের আওতার বাইরে রেখেছে। প্রথমে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছিল রেল এবং সড়ক অবরোধেও নামবেন তাঁরা। জরুরি পরিষেবা বাদ দিয়ে সমস্ত কিছু থাকবে বনধের আওতায়। শুক্রবার ওই ফোরামের তরফে বাঁকুড়ার পাটপুর প্লেয়ার্স কর্নারে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানো হয় রেল ও জরুরি পরিষেবাকে বনধের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। সংগঠনের দাবি, জঙ্গলমহলের বিভিন্ন জেলা-সহ রাজ্যের সর্বত্র বনধকে সমর্থন করবে আদিবাসী সমাজ। কয়েক মাস ধরে কুড়মি সমাজ তাদের তফসিলি জাতি হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন করছে জঙ্গলমহলে। কলকাতাতেও তারা গত কয়েকমাসে দু'তিন বার বিশাল মিছিল করেছে একই দাবিতে। সম্প্রতি জঙ্গলমহলে কুড়মিদের আন্দোলন আরও গতি পেয়েছে। এর আগে কুড়মিরা টানা চার দিন রেল অবরোধ করায় জঙ্গলমহলে রেলের বিভিন্ন ডিভিশনে ট্রেন চলাচল মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল। ইদানিং কুড়মিরা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাকে ঘেরাও করে তাদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে জানতে চাইছেন। যা পরিস্থিতি বেশ জটিল করে তুলেছে রাজ্য তথা জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক পরিবেশের।

E-Tender Notice
NIeQ No. 454/MM/NIeQ/2023-24 And 455/MM/NIeQ/2023-24 dated 31.05.2023 are invited by the Chairman, Murshidabad Municipality, Lalbagh, Murshidabad. Bids submission end date: **19.06.2023Upto 2 PM.** for both NIeQ. Details can be had from **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Chairman,
Murshidabad Municipality

Tender Notice
NIT-05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023 date 01/06/2023
Separate E-Tender are hereby invited by Prodhan, Chandi GP, 24 Pgs(S). Last date & time of application for all **NIT 12/06/2023 up to 5 PM.** Other details will be available from the **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24 Pgs(S)

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ : এনআইটি নং ৫৬_২০২৩-২৪, তারিখ ০১.০৬.২০২৩। **কাজের বিবরণ:** এইএন/টিআর/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/বিএমজি শাখায় পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়:** ১,৩৩,৬০,৪৩১ টাকা। **বায়না মূল্য:** ২,১৬,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২১.০৬.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-79/2023-24)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং. ১. ই-টেন্ডার নং ৩৫_২০২৩-২৪-জোন, তারিখ ০১.০৬.২০২৩। **কাজের বিবরণ:** জোন নং ১৩ (জেনারেল জোন, ব্রিজ জোন ও রোড জোন) এইএন/ডিকেএই-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত - এইএন/ডিকেএই-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে [illegible] (HWH-78/2023-24)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বিদ্যুতের কাজগুলি
[illegible] www.ireps.gov.in [illegible]
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বিভিন্ন অমৃত ভারত স্টেশনে প্রকল্প পরিদর্শন প্রদান
ই-টেন্ডার নোটিস নং. [illegible] তারিখ: [illegible] ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডেভেলপমেন্ট), [illegible]
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

NOTICE INVITING e-TENDER
The Executive Officer, (EO),Kolaghat Panchayat Samity invites separate % rate e-tenders for construction of 01 nos concrete road under PMZRMC Fund vide this office No. 491 dt. 02/06/2023 **http://wbtenders.gov.in** may be visited for further details for tender nos. **2023_ZPHD_538399_1.** Last date of bid submission: **11/06/2023 at 17.30 hours.** Opening date of tenchnical bid: **14/06/2023 at 11.00 hours.**
Sd/- EO,
Kolaghat, Purba Medinipur.

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং-২৩/৩৬ তারিখ ৩০.০৫.২০২৩
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে **প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, প্রয়াগরাজ, (একটি আইএসও ৯০০১.২০১৫ শংসাপত্র প্রাপক সংস্থা)** আহ্বান করছেন নিম্নলিখিত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	ক্ষুদ্র বিবরণ	পরিমান	টেন্ডার খোলার তারিখ
১	৪০২৩১১৮২	২ / ৩ পজিটিভ ওভারল্যাপ	১৯৪৪ কেজি	২৩.০৬.২০২৩
২	৬৩২৩আরজিসি ১৫	উৎপাদন এবং যোগান কম্পোসাইট জিআরএসপি টি-৬৬১৮-এর জন্য চলতি চুক্তি	৬৫১৫৬১৮ টি	২৬.০৬.২০২৩
৩	২০২৩২৬৪৬	সম্পূর্ন মেশিনযুক্ত শাফ্ট হিতাচি টি.এম. আর্মেচারের জন্য	১১৪টি	২৩.০৬.২০২৩
৪	৩০২৩২৬২১এ (ই-আরএ)	কাপলার বডি সঙ্গে শাঙ্ক ওয়ার প্লেট	৬৭৫১টি	২৭.০৬.২০২৩
৫	৬০২৩৫০১৩এ	ব্যাটারি ট্রলি	০২টি	২৮.০৬.২০২৩

দ্রষ্টব্য ঃ ১. সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্যাবলী উপরোক্ত ই-টেন্ডারের দেখা যাবে এবং ডাউনলোড করা যাবে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট থেকে -**https://www.ireps.gov.in** ।
859/23 FA
North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

Khandari Gram Panchayet
Unara-Jambedia , Bankura
e-NIT No.-01/KGP/23-24
Dated-02/06/2023
*All details of Schemes, Schedule dates and terms & Condition can be obtained from **www.wbetnder.gov.in** and Khandari Gram panchayet Office.
Sd/- Pradhan
Khandari Gram Panchayat

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফরেন ট্রেড
Indian Institute of Foreign Trade
(ক্যাটাগরি-১ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে মান্য)
(বানিজ্যিক বিভাগ, ভারত সরকার)
ন্যাক দ্বারা ''এ'' গ্রেড প্রাপ্ত
এমএ (ইকোনমিকস, বানিজ্য এবং অর্থনীতি বিশেষায়িত) প্রবেশিকার ঘোষণা
২০২৩-২৫ বর্ষের জন্য নিউ দিল্লি এবং কলকাতা ক্যাম্পাসে
AACSB ACCREDITED

যোগ্যতা ঃ এই বিষয়ে প্রবেশিকার জন্য নূন্যতম যোগ্যতা হিসাবে থাকতে হবে যে কোন বিষয়ে স্নাতকের সাথে ঃ (ক) কমপক্ষে সর্বমোট ৫০ % নাম্বার (এসসি/ এসটি/ প্রতিবন্ধীদের জন্য ৪৫ শতাংশ) এবং (খ) উচ্চ মাধ্যমিকে বা উচ্চতর ক্ষেত্রে গণিত আবশ্যিক। যে সমস্ত চূড়ান্ত বর্ষে পরীক্ষা দেবেন তারাও আবেদন জানাতে পারেন। বয়সের কোন সীমা নেই।
প্রবেশিকার পদ্ধতি ঃ সর্বভারতীয় প্রক্টরিং ভিত্তিক অনলাইন প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার ভিত্তিতে।
সংরক্ষণ ঃ আসন সংরক্ষিত রয়েছে ভারত সরকারের আইন মোতাবেক।
বিদেশী ও প্রবাসী ক্ষেত্রে ঃ আসন সংরক্ষিত থাকছে বিদেশী এবং প্রবাসীদের জন্য এবং প্রবেশিকা হবে সিজিপিএ ভিত্তিতে স্নাতক মানে। একটি সিলেকশান কমিটি সমস্ত আবেদনপত্র যাঁচাই করবেন এবং মেধা তালিকা তৈরি করবেন।
কিভাবে আবেদন করতে হবে ঃ আইআইএফটি-র www.iift.ac.in হোম পেজে গিয়ে দয়াকরে ''অ্যাডমিশন ২০২৩'' আইকন থেকে বিস্তারিত তথ্যাবলী দেখে নিন।

গুরুত্বপূর্ন তারিখ
অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ঃ ১০ জুন, ২০২৩
অনলাইন প্রবেশিকা পরীক্ষা ঃ ২৪ জুন, ২০২৩

যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ কুমারী মীনাক্ষী সাক্সেনা, অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার (অ্যাকাডেমিক)
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফরেন ট্রেড, বি-২১, কুতুব ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, নিউ দিল্লি-১১০০১৬, টেলি ঃ ০১১-৩৯১৪৭২১৩ (সরাসরি), ০১১-৩৯১৪৭২০০-২০৫ (বর্ধিত ৬২১),
E-mail : research@iift.edu, Website : www.iift.ac.in
cbc 05103/12/0010/2324
ডঃ পি.কে. গুপ্তা, রেজিস্টার, আইআইএফটি

CSB Bank **PUBLIC NOTICE ON AUCTION OF PLEDGED GOLD ORNAMENTS**
The borrower/s in specific and interested bidders, in general, are hereby informed that on account of non-repayment of the Bank's dues by the borrowers as under despite the payment notice and recall/auction notice issued by the Bank, the gold ornaments pledged with the bank as security by the respective borrowers for the loans availed by them will be sold in public auction on "as is where is" and "non-recourse" basis through e-auction portal http://csbgold.auctiontiger.net on 9th June 2023 at 12 noon. The auction may be adjourned to any other later date at the discretion of the bank upon publication of the same in the Bank's notice board. The borrowers are hereby further informed that the gold ornaments will be disposed of by private sale if the public auction is not successful and if there is a further balance to be recovered thereafter, legal action will be initiated against the borrower/s for recovery of the balance amounts due to the bank.

S.No.	Branch Name	Account Name	Client ID	No. of Acc.	Bal. Outstanding as on 01-06-2023	Weight (grams)
1	SALT LAKE CITY	SOUMEN DATTA	7232471	1	681621.41	157
2	SALT LAKE CITY	TINKU BHAKTA	7420212	1	391558.5	93.12

For more details/account wise information borrowers/interested bidders may contact respective branch.
Authorised Officer
CSB Bank
West Bengal 3 June 2023

দুরন্ত ভ্রমণ

তুকভার, দার্জিলিংয়ের কাছেই এই অফবিট পর্যটন কেন্দ্র

তুকভার। একেবারে দার্জিলিংয়ে গায়ে রয়েছে এই গ্রাম। অথচ অনেকেই হয়ত জানেন না তার কথা। পর্যটকদের ভিড় এড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ উপভোগ করার আদর্শ জায়গা এই তুকভার। কাঞ্চনজঙ্ঘার কোল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে চা বাগান। হোমস্টেতে বসেই দেখা যায কাঞ্চনজঙ্ঘা। তুকভার। একেবারে ছোট্ট একটা পাহাড়ি গ্রাম। কিন্তু তার অবস্থান এমন একটা জায়গায় যে অনেকেই জানেন না সেখানকার কথা। দার্জিলিংয়ের একেবারে গা ঘেঁসেই রয়েছে এই ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামটি। তুকভার থেকে দার্জিলিংয়ের দূরত্ব মাত্র ৬ কিলোমিটার। তাহলেই বুঝতে পারছেন দার্জিলিংয়ের কতটা কাছে এই গ্রামটি। ছোট্ট গ্রাম, গুটি কয়েক ঘরবাড়ি আর তাতেই হোমস্টে। গত ৩৬ বছরে দিল্লিতে শীতলতম মে মাস! বাংলাবিহারে তাপপ্রবাহের সতর্কতা

তুকভারের আরেকটি বিশেষ সৌন্দর্য হল চা বাগানের মাঝে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এপ্রিল মাসে এখানে এলে ফার্স্ট ফ্লাশ টি দেখার সুযোগ মেলে। এপ্রিল মাস জুড়ে সেকারণে এখানে আলাদা সৌন্দর্য্য। গ্রামের যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। সকাল থেকে পায়ে পায়ে ঘুরে দেখে নেওয়া যায় গোটা গ্রাম। এই গ্রাম ঘোরায় কিন্তু সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে থাকবে কাঞ্চনজঙ্ঘা। মুদির দোকান থেকে রাস্তা সব জায়গাই এক প্রকার ভিউ পয়েন্ট। এই তুকভার থেকে চলে আসতে পারেন জামুনি পার্কে। এইখানেই বলিউডের ছবি বরফির শ্যুটিং হয়েছিল। তুকভার থেকে জামুনি যাওয়ার রাস্তাটা ভীষণ সুন্দর। চা বাগানের গা ঘেঁসে চলে গিয়েছে রাস্তাটি। অনেকটা রাবাংলার বুদ্ধা পার্কের মতই জামুনি পার্ক। পার্কের মাঝে রয়েছে একটি লেক আর বড় একটা শিবমন্দির। সেখানে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। এই পার্কের কাছেও বেশ কিছু থাকার জায়গা তৈরি হয়েছে। জামুনি ঝুলন্ত ব্রিজের একদিকে পশ্চিমবঙ্গ আরেকদিকে সিকিম। দক্ষিণ পশ্চিম- সিকিমের অংশ রয়েছে এখানে। ব্রিজের নীচ দিয়ে বয়ে গিয়েছে জামুনী নদী। জামুনি পার্ক ঘুরতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। লেকে বোটিংয়ের ব্যবস্থাও রয়েছে। পার্কের এক পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে জামুনি নদী। জোরথাং থেকে দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তা রয়েছে এখানে। কাঠের ঝুলন্ত ব্রিজে নাকি বরফি সিনেমার শ্যুটিং হয়েছে।

ছবির পাহাড়, রহস্যে ঘেরা এই জায়গা রয়েছে রাজ্যের কাছেই

বাংলা বিহারে তাপপ্রবাহের সতর্কতা গোমতী নদীর তীরে রয়েছে এই ছবিমুড়া। পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা রয়েছে মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি। দেবি চাকমারা নামে পরিচিত এখানে। গোমতী ছবিমুড়া। বা ছবির পাহাড়। যে পাহাড়ের গা জুড়ে রয়েছে একাধিক দেবদেবীর পাহাড়। ঊনকোটির কাছেই রয়েছে ত্রিপুরার এই রহস্যে ঘেরা জায়গা এই ছবিমুড়া। ত্রিপুরার অমরপুরে রয়েছে এই পাহাড়। গোমতী নদীর তীর জুড়ে রয়েছে এই পাহাড়ি জায়গা। ছবি আঁকা পাহাড়। পাহাড়ের মধ্যে খোদাই করে রাখা হয়েছে হিন্দুদেবদেবীর মূর্তি। ত্রিপুরার ঊনকোটিতেও এমন পাথরের দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। সেখানে ৯৯ লক্ষ ৯৯৯ হাজার ৯৯৯ টি দেবদেবীর মূর্তি পাথকে খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে। ঊনাকোটিতে মূলতঃ শিবের পুজো হয়ে থাকে। এই জায়গা ঘিরে অনেক পৌরানিক কাহিনী রয়েছে। ছবি মুড়াও এমনমই রহস্যে ঘেরা একটি জায়গা। যার পাহাড় জুড়ে খোদাই করা হয়েছে দেবী মূর্তি। নদীর বুকে নৌকাবিহারে দেখে নেওয়া যায় এই ছবিমুড়া পাহাড়ের বিভিন্ন মূর্তি। প্রায় ১৫০ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এই ছবিমুড়া। চারটি পাহাড়ের পাথর খোদাই করে মূর্তিগুলি তৈরি করা হয়েছে। শিববিষ্ণু, কার্তিক- গণেশ, শক্তি দেবী এবং তাদের বাহনের মূর্তি পাথরের গায়ে খোদাই করা হয়েছে। এই পাহাড়ের গায়ে ৩৭ টি বাদ্যকারের মূর্তি তৈরি হয়েলি। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এই মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। দেবী দুর্গার ১৩ ফুট লম্বা মূর্তি রয়েছে পাথরে খোদাই করা। ডমরু হাতে দেখা যাবে শিব ঠাকুরের মূর্তি। সেই সঙ্গে মহিষাসুর, দেবী দুর্গার বাহন সিংহ থেকে শুরু করে সবটাই দেখা যাবে সেখানে। ৯০টি সিঁড়ি রয়েছে এই পাহাড়ে। এই ছবিমুড়া পাহাড়ে রয়েছে আরও এক রহস্য। এখানে নাকি গুপ্তধন লুকানো রয়েছে। রাজা চিচিঙ্গাফা তাঁর সব গুপ্তধন নাকি কাঠের রথে করে এই পাহাড়ের মধ্যে কোনও একটা জাযগায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই গুপ্তধন নাকি রক্ষা করে চলেছে বিশালাকায় এক অজগর। সেকারণে এই গুহার একেবারে ভেতরে কেউ যেতে চান না। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন কয়েকজন সেই গুপ্তধনের লোভে গুহার গভীরে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁরা ঢুকতে পারেননি। এই ছবিমুড়াকে ঘিরে রয়েছে আরও এক কাহিনী। সেই কাহিনী রাজকুমারী হীরাবতীকে নিয়ে। রাজা চিচিংগফার মেয়ে হীরাবতী। এক সাদা হাতি নাকি তাঁকে অপহরণ করে নিযে গিয়েছিল। রাজকন্যেকে উদ্ধার করতে ছুটেছিল তাঁর দুই রাজপুত্র রঙ্গিয়া এবং ফতে। তীর্থমুখে সেই সাদা হাতির সঙ্গে ধুন্ধুমার লড়াই বাঁধে তাঁদের। রাজা খুশি হয়ে হীরাবতীর সঙ্গে ফতেহর বিয়ে দিয়ে দেন। রাজা সেই দুই ভাইকে পাহাড়ের গুহায় গুপ্তধন লুকিযে রাখার কথা বলেছিল এবং জানিয়েছিল সন্ধ্যে হওয়ার আগে যেন তাঁরা ফিরে আসে। নাহলে দেবীর রোষে পড়তে হবে। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত অন্ধকার নামার আগেই ছবিমুড়া পাহাড় খালি করে দেওয়া হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের যাত্রীদের সুবিধার্থে ট্রেনের নতুন স্টপেজ

কলকাতা, ২ জুন ঃ যাত্রীদের সুবিধার জন্য, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে খুরদা রোড বিভাগের কুন্থরি স্টেশন এবং বিলাসপুর বিভাগের ব্রজরাজনগর স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কুন্থরি স্টেশনে ট্রেন থামানো ১। ১৮১১৭ রাউরকেলা -গুনুপুর রাজ্য রানী এক্সপ্রেস, ০৩.০৬.২০২৩ থেকে শুরু হওয়া যাত্রা কুন্থরি স্টেশনে ০৭,২২ টায় পৌঁছাবে এবং ০৭.২৪ টায় ছাড়বে। ২। ১৮১১৮ গুণুপুর-রৌরকেলা রাজ্য রানী এক্সপ্রেস, ০৪.০৬.২০২৩ থেকে শুরু হওয়া যাত্রা কুন্থরি স্টেশনে ২০.৪১ টায় পৌঁছাবে এবং ২০.৪৩ টায় ছাড়বে। ব্রজনগর স্টেশনে ট্রেন থামানো ৩। ১৮০৩০ শালিমার এলটিটি এক্সপ্রেস, ০৫.০৬.২০২৩ থেকে শুরু হওয়া যাত্রা ব্রজরাজনগর স্টেশনে ০০.৫৮ টায় পৌঁছাবে এবং ০১.০০ টায় ছাড়বে। ৪। ১৮০২৯ এলটিটি- শালিমার এক্সপ্রেস, ০৪.০৬.২০২৩ থেকে শুরু হওয়া যাত্রা ব্রজরাজনগর স্টেশনে ০১.১৯ টায় পৌঁছাবে এবং ০১.২১ টায় ছাড়বে।

গুয়াহাটি- জয়পুরের চলাচলকারী সামার স্পেশাল ট্রেন উদয়পুর পর্যন্ত সম্প্রসারণ

মালিগাঁও, ২ জুন ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে ০৫৬১৬ / ০৫৬১৫ নং. (গুয়াহাটি- জয়পুর-গুয়াহাটি) সামার স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবা উভয় দিক থেকে

উদয়পুর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী, ০৫৬১৬ নং. (গুয়াহাটি-উদয়পুর) স্পেশাল ট্রেনটি ৪ জুন, ২০২৩ থেকে প্রত্যেক রবিবার ১৮.১৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি থেকে রওনা দিয়ে মঙ্গলবার ২১.০৫ ঘণ্টায় উদয়পুর পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৫৬১৫ নং. (উদয়পুর-গুয়াহাটি) স্পেশাল ট্রেনটি ৭ জুন, ২০২৩ থেকে প্রত্যেক বুধবার ১৪.২০ ঘণ্টায় উদয়পুর থেকে রওনা দিয়ে শুক্রবার ২৩.৩০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছাবে। স্পেশাল ট্রেনটি উভয় দিকে যাত্রার সময় গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, আলিপুরদুয়ার জং., কিষানগঞ্জ, খাগারিয়া জং., ছাপরা, গোরখপুর, লখনউ, আগ্রা ক্যান্ট., জয়পুর, আজমের, ভিলওয়াড়া ও চান্দেরিয়া স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। যাত্রীদের জন্য ট্রেনটিতে এসি ৩-টিয়ার ইকোনমি এবং সেকেন্ড সিটিং কোচ সহ মোট ১৬টি কামরা থাকবে। ট্রেনটির পরিষেবা সম্প্রসারণ করার ফলে এই রুটের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা উপকৃত হবেন। এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বাজি কারখানায় একের পর এক বিস্ফোরণ, আগুনে ঝলসে মৃত্যু ৩ শ্রমিকের

অন্ধ্রপ্রদেশ, ২ জুন ঃ বাজি কারখানায় ভয়ঙ্কর আগুনে ঝলসে মৃত্যু হল তিন শ্রমিকের। ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্র প্রদেশের তিরুপতি জেলায়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে তিরুপতির কোভ্যাকোলি গ্রামের একটি বাজির গোডাউনে আগুন লাগে। আগুনে পুড়ে তিনজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, গুরুতর আহত হন আরও দুইজন। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তবে কী কারণে আগুন লেগেছে, তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, তিরুপতি জেলার কোভ্যাকোলি গ্রামে একটি বাজি কারখানায় আগুন লাগে। দুর্ঘটনার সময়ে কারখানায় পাঁচজন শ্রমিক কাজ করছিলেন। হঠাৎ করেই বারুদ থেকে আগুন লেগে যায়। চারিদিকে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়তেও বেশি সময় লাগেনি। কারখানার ভিতরেই শ্রমিকেরা আটকে পড়েন। বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের জেরে ঘটনাস্থলে তিনজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন দুইজন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। মৃতদের নাম এদু কোন্দালু, শঙ্করাইয়া ও নগেন্দ্র । জানা গিয়েছে, আহত দুইজনকে প্রথমে শ্রীকলাহস্তি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তিরুপতির এসভিআর সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সমস্ত অ-বিজেপি দল এক হলে কেন্দ্রের অধ্যাদেশকে হারানো সম্ভব ঃ কেজরিওয়াল

রাঁচি, ২ জুন ঃ সমস্ত অ-বিজেপি দল এক হলে কেন্দ্রের অধ্যাদেশকে হারানো সম্ভব। মন্তব্য করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান ও আম আদমি পার্টির নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রের অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সমর্থন আদায় করতে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে পৌঁছান কেজরিওয়াল। কেন্দ্রের অধ্যাদেশ নিয়ে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে কথা বলেন কেজরিওয়ালরা। পরে

কেজরিওয়াল বলেছেন, সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে অধ্যাদেশটি সংসদে পেশ করা হবে। লোকসভায় বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, কিন্তু রাজ্যসভায় নেই। সুতরাং, সমস্ত অ-বিজেপি দল এক হলে এই অধ্যাদেশটি পরাজিত হতে পারে। এটা শুধু দিল্লির কথা নয়, দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির কথা। কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, আমরা গোটা দেশে যাচ্ছি এবং আমরা সব পক্ষের কাছ থেকে ভালো সহযোগিতা পেয়েছি। আমি হেমন্ত সোরেন এবং তাঁর দলকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত ধরনের সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন। আমি অন্য সব দলকেও এই অধ্যাদেশের বিরোধিতা করার জন্য আবেদন করছি। উল্লেখ্য, দিল্লির নির্বাচিত সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি একটি অধ্যাদেশ জারি করে। সেই অধ্যাদেশ অনুসারে, রাজধানী রাজ্যের সরকারি আমলাদের নিযুক্তি ও বদলির ক্ষমতা কেন্দ্র নিজের হাতে রাখবে। এরই বিরুদ্ধে গোটা দেশ ঘুরে বিভিন্ন নেতার কাছে অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সমর্থন চাইছেন কেজরিওয়াল।

শিগগিরই ন্যাটোতে যোগ দেবে সুইডেন ঃ জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ২ জুন ঃ শিগগিরই ন্যাটোতে যোগ দেবে সুইডেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই তথ্য জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার মার্কিন বিমান বাহিনীর এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে বাইডেন জানান, যদিও এই বিষয়ে তুরস্ক ও হাঙ্গেরি এখনও বিরোধিতা করছে। এসময় তিনি ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের মধ্যেও ন্যাটোর ঐক্যের প্রশংসা করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, কয়েক দশকের তুলনায় ন্যাটো আরও সক্রিয় ও ঐক্যবদ্ধ। নতুন মিত্র ফিনল্যান্ডের কারণে এটি এখন আরও শক্তিশালী। তাছাড়া খুব দ্রুতই সুইডেনও জোটে যোগ দেবে। এটি আমি অঙ্গীকার করে বলতে পারি। কয়েকদিন আগে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ন্যাটোর সদস্য পদের ক্ষেত্রে সুইডেনের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য তুরস্কের প্রতি আহ্বান জানান। ব্লিঙ্কেন বলেন, আমেরিকার দিক থেকে সুইডেনকে ন্যাটোর সদস্য করার এখনই উপযুক্ত সময়।

দশ বছর পর প্যারোলে চার ঘন্টার মুক্তি সারদার সেই দেবযানীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুন ঃ দশ বছর পর সামান্য সময়ের জন্য জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন দেবযানী মুখ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন পর বাড়ি যাচ্ছেন সারদা কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত দেবযানী মুখোপাধ্যায়। না, জামিনে নয়। আগামী ৫ জুন মাত্র চার ঘণ্টার জন্য প্যারোলে ছাড়া পাচ্ছেন তিনি। অসুস্থ মাকে দেখতে যাওয়ার জন্য মিলেছে এই ছাড়। সূত্রের খবর, সেই মোতাবেক জেল কর্তৃপক্ষের তরফেও যাবতীয় আয়োজন করা হয়েছে। পুলিশি প্রহরার জন্য লালবাজারে চিঠি দেওয়া হয়েছে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের তরফে। সম্প্রতি দেবযানীর আইনজীবী অভিজিত বল আবেদন করেন, মেয়েকে এভাবে কারাগারের ভিতরে দেখতে পারছেন না মা। এতদিন জেল থেকেই মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলতেন দেবযানী। কয়েকদিন ধরেই তাঁর মা অত্যন্ত অসুস্থ। এরপরেই প্যারোলে বাড়ি যাওয়ার জন্য আবেদন জানান দেবযানীর আইনজীবী। বিশেষ সিবিআই আদালতে দেবযানীর প্যারোলের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। ৫ জুন চার ঘণ্টার জন্য পুলিশি প্রহরায় তাঁকে ঢাকুরিয়ার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা। প্রসঙ্গত সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে সিআইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন সংস্থার কর্ণধার সুদীপ্ত সেনের এবং অন্যতম কর্ত্রী দেবযানী মুখ্যোপাধ্যায়। সারদা কেলেঙ্কারি সামনে আসার পরই তাঁরা পালিয়ে যান। ২০১৩ সালের ২২ এপ্রিল সারদা মামলায় অভিযুক্ত সুদীপ্ত ও দেবযানীকে পুলিশ ধরে। পুলিশের দাবি, কাশ্মীর দিয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার পথে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার পর থেকে চলে মামলার তদন্ত। এই মামলায় শাসকদলের একাধিক নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক, মন্ত্রীর নাম জড়ায়। তাদের মধ্যে অনেকেই সিবিআই কিংবা রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘদিন জেল খেটেছেন। এই কাণ্ডে তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি। তারপর গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। এই মামলা কোথায় দাঁড়িয়ে, সে নিয়ে কোনও বিস্তারিত তথ্য নেই। কিন্তু সুদীপ্ত বা দেবযানী কেউই জামিন পাননি।

কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বলে, কিন্তু কাজ করে সম্পূর্ণ বিপরীত ঃ হেমন্ত সোরেন

রাঁচি, ২ জুন ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। শুক্রবার তিনি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বলে, কিন্তু কাজ করে সম্পূর্ণ বিপরীত।

শুক্রবার রাঁচিতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান ও আম আদমি পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করেন হেমন্ত সোরেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বলে, কিন্তু কাজ করে সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা এখন স্পষ্ট যে, যেই দলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের মিত্র নয় তাঁরা প্রায় একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে। এটা চিন্তার বিষয়। প্রসঙ্গত, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল শুক্রবার তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রের অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সমর্থন আদায় করতে ঝাড়খণ্ডে পৌঁছান। নিজস্ব দফতরে কেজরিওয়াল ও ভগবন্ত মান-সহ সবাইকে স্বাগত জানান হেমন্ত সোরেন। কেন্দ্রের অধ্যাদেশ নিয়ে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ কথাও হয়েছে। উল্লেখ্য, কেজরিওয়াল ও তাঁর সহকর্মীরা ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

ছত্রপতির স্বরাজই সঙ্ঘের হিন্দু রাষ্ট্র মন্তব্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ডঃ মোহন ভাগবতের

নাগপুর, ২ জুন ঃ ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের রাজ্যাভিষেকের ৩৫০ বছর পূর্ণ হচ্ছে, ছত্রপতির প্রতিষ্ঠিত স্বরাজই হল সঙ্ঘের হিন্দু রাষ্ট্র। এই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের নাগপুরের রেশমবাগে আয়োজিত সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে সরসঙ্ঘচালক বলেছেন, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং সেখান থেকে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিবাজী মহারাজ দেশের প্রাচীন মূল্যবোধকে জাগ্রত করেছিলেন। গোহত্যা বন্ধ করিয়েছিলেন। মাতৃভাষাযর ব্যবহার শুরু হয়। স্বরাজ্যে শক্তিশালী নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। যারা দেশের প্রতি অনুগত ছিলেন তাঁদের রক্ষা করেছেন। এছাড়াও, ঔরঙ্গজেব কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করার পর, শিবাজি ঔরঙ্গজেবকে একটি চিঠি পাঠান। সেই চিঠিতে শিবাজি জানান, ধর্মের ভিত্তিতে রাজা প্রজাদের মধ্যে বৈষম্য করবেন না। সবার সঙ্গে সমান আচরণ করা উচিত। ছত্রপতি ঔরঙ্গজেবকে সতর্ক করেছিলেন, ধর্মীয় কারণে প্রজাদের বৈষম্য করা হলে তিনি তরোয়াল নিয়ে উত্তর ভারতে পৌঁছাবেন। সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত বলেছেন, নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি এবং প্রাচীন মূল্যবোধ রক্ষা করার সময়, যে সমস্ত মানুষ দেশকে নিজস্ব মাতৃভূমি হিসাবে বিবেচনা করেছিল তাঁদের স্বরাজে স্থান এবং সুরক্ষা রয়েছে। এই উপলক্ষ্যে নেতা ও রাজনৈতিক দলগুলির বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ ভাগবত বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতা দোষের কিছু নেই। প্রতিযোগিতা মানে সংগ্রাম, কিন্তু আমরা কি করি, কি বলি, কোথায় এবং কিভাবে বলি সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। রাজনৈতিক পার্থক্য এবং ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতারও সীমা প্রয়োজন। সরসঙ্ঘচালক বলেন, রাজনীতিবিদদের সতর্ক থাকতে হবে। তাঁদের কর্মকাণ্ড যাতে দেশের বদনাম না করে, তা নিশ্চিত করতে হবে। সরসঙ্ঘচালক আহ্বান জানান, নিজের ছোট ধর্মীয় পরিচয় বজায় রাখার জন্য অহেতুক জেদ করা ঠিক নয়। যে সমস্ত ধর্মের অনুসারীরা বিদেশ থেকে ভারতে এসেছেন তাঁদের এই সত্যটি মেনে নেওয়া উচিত যে তাঁদের পূর্বপুরুষরা এখান থেকে এসেছেন। বাইরে থেকে যারা এসেছিল তাঁরা চলে গিয়েছে। এখন যা আছে তা চিরকাল আমাদের। সরসঙ্ঘচালক বলেন, এই সত্য মেনে নিয়ে পারস্পরিক লড়াই ছেড়ে দিতে হবে। ভাগবত বলেন, ১৯২৫ সাল থেকে সঙ্ঘ ক্রমাগত দেশ ও সমাজের স্বার্থে কাজ করে চলেছে। সঙ্ঘ কারও কাছে কিছু চায় না। কোনও কাজের কৃতিত্বও নিতে চায় না সঙ্ঘ। সমাজ ও স্বেচ্ছাসেবকরা একসঙ্গে ভালো কাজ করছে। এই লক্ষ্যে দেশের সমস্ত মানুষ একত্র হলেই আমরা উন্নতি করব। ভাগবতের মতে, সবার প্রচেষ্টায় দেশ এগিয়ে যাবে। এ ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশ্ববীর কাদসিদ্ধেশ্বর স্বামী বলেন, সঙ্ঘের কাজ একটি জাতীয় কাজ এবং দেশ ও সমাজের উন্নতির জন্য যা যা প্রয়োজন তা সঙ্ঘ ও স্বয়ংসেবকরা করে চলেছেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি দেশের ঋষি-সাধুদেরকে সঙ্ঘের কাজে অবদান রাখার এবং দেশের চূড়ান্ত গৌরব অর্জনে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

তাপমাত্রা নিরিখে যোধপুর-জয়সালমীরকে ছাপিয়ে যাচ্ছে গ্যাংটক

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ এবারে প্রথম থেকেই গরম আক্রমণাত্মক মেজাজে, চলছে চতুর্থ গিয়ারে। গোটা রাজ্য জুড়ে তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে। গরমে হাঁসফাঁস করছেন সাধারণ মানুষ। সমতল থেকে পাহাড় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রা। এবারে পাহাড়ে যথেষ্ট পরিমাণে গরম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবারে গরমের নিরিখে রীতিমত মরু শহরের সাথে পাল্লা দিচ্ছে দার্জিলিং কালিংপং গ্যাংটক। উল্লেখ্য গত মঙ্গলবার রাজস্থানের জয়সালমীরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭ ডিগ্রীর আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছে। অপর আরেক যোধপুর শহরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছে। প্রসঙ্গত একই দিনে কালিম্পং এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৯ ডিগ্রি। অবাক কান্ড রাজস্থানের দুটি শহর থেকে কালিম্পং এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেশি! স্বাভাবিকভাবে এই সময় জয়সালমীর ও যোধপুর এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৩ থেকে ৪৩ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু এবারে একেবারে উল্টা পূরণ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৭ থেকে ২৮ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এবারে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে রাজস্থানের সংলগ্ন এলাকা গুলিতে যার কারণে তাপমাত্রার পতন ঘটেছে। এছাড়া মরুভূমি এলাকাগুলিতেও অন্তত তিন মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা একেবারেই অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা।

জুনের শেষ নাগাদ দেশের সব রাজ্যে চলবে বন্দে ভারত ট্রেন ঃ অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ২ জুন ঃ আধা-হাই স্পিড ট্রেন 'বন্দে ভারত এক্সপ্রেস'কে মোদী সরকারের একটি বড় সাফল্য বলে বর্ণনা করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি দাবি করেছেন, জুন মাসেই দেশের সমস্ত রাজ্য বন্দে ভারত ট্রেনের আওতায় আসবে। তিনি বলেন, বিশ্বের মাত্র আটটি দেশের বন্দে ভারত-এর মতো অত্যাধুনিক সুবিধা দিয়ে সজ্জিত ট্রেন তৈরি করার ক্ষমতা রয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর সরকারের নয় বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্যে রেল মন্ত্রকের কৃতিত্ব গণনা করে অশ্বিনী বৈষ্ণব শুক্রবার বিজেপির সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ২০১৪ সালের পর ভারতে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে রেলওয়ে সেক্টর আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিবর্তিত হচ্ছে। আজ, রেল ব্যবস্থা যাত্রীদের জন্য আরও সুবিধাজনক, ট্রেনগুলিতে বিশ্বমানের সুবিধা রয়েছে এবং পরিকাঠামো শক্তিশালী করা হচ্ছে। তিনি বলেন, বন্দে ভারত বিশ্বমানের ট্রেনে পরিণত হয়েছে। ঘণ্টায় ১৬০-১৮০ কিমি বেগে ছুটে চলা এমন ট্রেন কখনও ভাবিনি। ট্রেনটি সেই গতির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। বিশ্বের মাত্র আটটি দেশেরই এই ধরনের ট্রেন ডিজাইন ও তৈরির ক্ষমতা রয়েছে। বৈষ্ণব বলেন, জুন মাসে দেশের সমস্ত রাজ্য বন্দে ভারত ট্রেনের আওতায় আসবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সময় চিন্তাধারায় পরিবর্তন এসেছে। দেশের সঙ্গে উত্তর- পূর্বও বন্দে ভারত- এর সুবিধা পেয়েছে। তিনি বলেন, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডও শীঘ্রই বন্দে ভারত ট্রেন পাবে। তিনি বলেন, রেলওয়ে আগামী বছরের মাঝামাঝি দেশের ২০০ টি শহরকে কভার করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

দলিত হয়ে পরনে রঙিন জামা-রোদচশমা, বেধড়ক মার যুবককে

গান্ধীনগর, ২ জুন ঃ পরনে রঙিন জামা, চোখে রোদচশমা। একজন দলিত হয়েও এত কীসের সাজ? এই অপরাধেই ২১ বছর বয়সী এক যুবককে বেধড়ক মারধর করল একদল যুবক। শুধু ওই যুবককে মারধর করেই ক্ষান্ত হয়নি অভিযুক্তরা। দলিত যুবকের পরিবারকেও চরম হেনস্থার মুখে পড়তে হয়। ধিক্কারজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাটের বনসকণ্ঠে। সাতজন অভিযুক্তের নামে পুলিশে এফআইআর দায়ের করা হয়। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা সকলেই উচ্চবর্ণের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার, পালানপুরের মোতা গ্রামে। জিগরভাই কানুভাই সেখালিয়া নামক এক দলিত যুবক রঙিন জামা ও সানগ্লাস পরায় অভিযুক্তরা তাঁর উপরে চড়াও হয়। কেন রঙিন জামা পরেছে, এই প্রশ্ন করে যুবককে বেধড়ক মারধর করা হয়। নিগৃহীত যুবকের মা হামলাকারী যুবকদের আটকাতে গেলে তাঁকেও মারধর করে এবং বৃদ্ধার পোশাক ছিঁড়ে দেয়। পুলিশের এফআইআর অনুযায়ী, জিগরভাই নামক ওই যুবক মঙ্গলবার সকালে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ির বাইরেই বসেছিল। সেই সময়ই উচ্চবর্ণের এক যুবক তাঁকে নিয়ে তির্যক মন্তব্য করে। রঙিন পোশাক পরে 'খুব উড়ছে' বলে, যুবকের জাত তুলে গালিগালাজ, এমনকী খুনের হুমকিও দেওয়া হয়। জিগরের ভাই ভূপতভাই কোনওরকমে বচসা থামায়। এরপরে জিগরভাই কাজে যায়। বাড়ি ফেরার সময় তাঁকে ঘিরে ধরে সাত যুবক। লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর শুরু করে তাঁরা। ওই সময় জিগরভাই নামক ওই যুবকের সঙ্গে এক বন্ধু উপস্থিত ছিল, সে-ই ছুটে গিয়ে আহত যুবকের ভাইকে খবর দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে জিগরের ভাই ভূপতভাই ও তাঁর মা সীতাবেন ঘটনাস্থলে আসেন। কিন্তু ঝামেলা থামার বদলে তাঁদের দুইজনকেও হেনস্থা, মারধর করে অভিযুক্তরা। সীতাবেনের ব্লাউজ ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। পরে জিগরের পরিবারের বাকি সদস্যরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছালে, অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালায়। আহত জিগরভাই ও তাঁর মাকে পালানপুর সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সাতজনের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হলেও, কোনও অভিযুক্তকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি।

পাঁচটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি চালু করল কর্ণাটক সরকার

বেঙ্গালুরু, ২ জুন ঃ কর্ণাটক বিধানসভা ভোটের আগে কংগ্রেসের তরফে রাজ্যে যে ৫ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, জনকল্যাণমূলক সেই প্রকল্পগুলিতে অনুমোদন দিল কর্ণাটক মন্ত্রিসভা। শুক্রবার কর্ণাটক মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠকে এই প্রকল্পগুলিতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কর্ণাটকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়েছে কংগ্রেস। বিধানসভা ভোটের আগে নির্বাচনী প্রচারে হাত শিবির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ক্ষমতায় এলে রাজ্যবাসীর স্বার্থে ৫ টি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতি মতো ৫ প্রকল্পে অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা। শুক্রবার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেন, 'আমরা আজ মন্ত্রিসভার একটি বৈঠক করেছি। পাঁচটি প্রতিশ্রুতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছি। মন্ত্রিসভার বৈঠকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পাঁচটি গ্যারান্টি বর্তমান আর্থিক বছরে বাস্তবায়িত হবে।' উল্লেখ্য, কর্ণাটক সরকারের পাঁচটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প হল সমস্ত পরিবারকে বিনামূল্যে ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ, প্রতিটি পরিবারের মহিলা প্রধানকে ২০০০ টাকা মাসিক সহায়তা, বিপিএল পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে ১০ কেজি চাল বিনামূল্যে, ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী বেকার স্নাতক যুবকদের জন্য প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা এবং বেকার ডিপ্লোমা হোল্ডারদের জন্য ১৫০০ টাকা করে দুই বছরের জন্য। এছাড়া সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে ভ্রমণ । এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে প্রতি বছর প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকা খরচ হতে পারে বলে মনে করছে কংগ্রেস সরকার।

দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ, ২ জুন ঃ দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে পাকিস্তানের। পাকিস্তানের বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির যে তথ্য সামনে এসেছে তাতেই এই আশঙ্কা করা হচ্ছে । গত এক বছরে সেদেশের মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে ৩৭.৯৭ শতাংশ। পাকিস্তান পিছনে ফেলে দিয়েছে শ্রীলঙ্কাকেও। মে মাসে দ্বীপরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি রয়েছে ২৫.২ শতাংশে। দক্ষিণ এশিয়ার কোনও দেশেরই পরিস্থিতি পাকিস্তানের মতো খারাপ নয়। প্রকাশিত তথ্য বলছে, মদ এবং সিগারেটের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি ১২৩.৯৬ শতাংশ। পাশাপাশি বিনোদন ও সংস্কৃতি খাতে মুদ্রাস্ফীতি ৭২.১৭ শতাংশ। এদিকে পরিবহণের ক্ষেত্রে তা ৫২.৯২ শতাংশ। অপচনশীল খাদ্যের ক্ষেত্রে তা টপকে গিয়েছে ৫০ শতাংশকে। সব মিলিয়ে পরিসংখ্যান রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো।

Separate sealed tenders for **NIT No.-02 of SDO of SLRSD-I of 2023-24** are hereby invited by the undersigned for two nos. work at SUDA building, Salt Lake. Last date of application-**07.06.2023 (12.00 noon).** For details, contact to the office of the undersigned or log in website **www.wburbanservices.gov.in** (The Web Portal of the Urban Development Department).

Sd/- Sub-Divisional Officer
Salt Lake Reclamation
Sub-Division-I

''নো ভোট টু মমতা'' নদীয়ায় এসে হুংকারের সুরে বললেন শুভেন্দু অধিকারী

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২ জুন ঃ সম্প্রতি নদীয়ায় ধানতলা থানার কুলগাছি এলাকার পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় আকাশ রায় নামে নবম শ্রেণীর এক স্কুল পড়ুয়ার, আহত আরো কয়েকজন। জানা যায় ওই এলাকায় একজনকে গরুচুরিতে এলাকাবাসী হাতেনাতে ধরে ফেলে, সেই চোরকে উদ্ধার করতে গেলে রোষের পড়ে পুলিশ। অভিযোগ পুলিশ তখন ভিড়ের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে আসতে গেলে গাড়ির নিচে পরে বেশ কয়েকজন। পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে মৃত্যু হয় আকাশ রায় নামক ওই স্কুল পড়ুয়ার। যা নিয়ে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। আর শুক্রবার মৃতের পরিবারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, সাথে ছিলেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার, বিধায়ক অসিম বিশ্বাস, বিধায়ক পার্থসারথি চ্যাটার্জি সহ অনেকে। এদিন বিকেলে মৃত বালকের বাড়িতে শুভেন্দু অধিকারী গিয়ে মৃতের পরিবারের সাথে কথা বলেন ও পরিবারের পাসে থেকে ও এই মৃত্যুর তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে। আকাশের বাবা জানায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে সব ঘটনা বলেছি তিনিও পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন, এখন দেখা যাক আসল দোষীরা শাস্তি পায় কিনা। এরপর পার্শ্ববর্তী বহিরগাছি এলাকায় এক প্রতিবাদী সভার আয়োজন করা হয় বিজেপির তরফে। সেই সভা থেকে একের পর এক হুংকার দেয় শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন আগলিবার মোদিজী চারশো পার। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি হারিয়েছি আর আমাকে ভোট দিয়েছে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের মানুষ থেকে রাজবংশী, মতুয়া, সহ সব শ্রেনীর মানুষ। আর ক্রমাগত রাজবংশী সম্প্রদায় সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার করে চলেছে, সেটা মালদার কালিয়াচক থেকে শুরু করে নদীয়া সর্বত্রই হয়ে চলছে। যে কোন মৃত্যুই কাম্য নয়, কিন্তু কিছু দিন আগে আমার কনভয় কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার পর CRPF এর গাড়িতে মৃত্যু হয় একজনের, আর পুলিশ সেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে। আর এই নবম শ্রেণীর বালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হলো, কিন্তু তার জন্য দায়ী কে? এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ প্রশাসন। কিন্তু এই পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৩০৪ / এ ধারায় চার্টশিট দিয়েছে। এসব আর আপনাদের বেশিদিন সহ্য করতে হবে না। শুধু একটা জিনিস আপনাদের মাথায় রেখে শপথ নিতে হবে "নো ভোট টু মমতা"। পাশাপাশি এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিভিন্ন ভাবে তীর্যক ভাষায় আক্রমণ করে, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন ও বয়স যা আমার রাজনৈতিক বয়স তাই, ওতো সেদিন ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে এসে রাজনীতি শুরু করেছে। ওর নিরাপত্তায় কয়েকশো পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, যার প্রতিদিনের খরচ এক কোটি টাকা, আর এই টাকা জনগনের করের টাকায় খরচ হচ্ছে। এর জন্যও আমি আইনের দারস্থ হয়েছি। সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেন্দুকে জেলে পাঠানোর কথা বলেছে, সেই প্রসঙ্গকে কটাক্ষ শুভেন্দু অধিকারী বলেন নিজের আগে পিতৃ পরিচয় ঠিক করে দিক যদি থাকে তারপর আমার কথা ভাববে। আগে তো বলতো নবজোয়ার, এখন বলছে জনজোয়ার এখন তো দেখছি তিহার যাত্রা,, সব মিলিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নদীয়া দক্ষিন এলাকায় এই বালকের মৃত্যুর ঘটনা নতুন করে তৃণমূলকে চাপ সৃষ্টি করতে বিজেপির হাতে নতুন অস্ত্র তৈরি হলো তা বলাই বাহুল্য।

ডাইন অপবাদে বৃদ্ধ দম্পতিকে মারধর, রক্ষা পেতে বাড়ি ছাড়ল পরিবার

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২ জুন ঃ ডাইন অপবাদ দিয়ে বৃদ্ধ দম্পতিকে বেধড়ক মারধর। প্রতিবেশীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হল সপরিবারে। প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও মেলেনি সুরাহা এমনই অভিযোগ। ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা এক নম্বর ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জগন্নাথপুর গ্রামের। জানা যায় জগন্নাথপুর গ্রামের বাসিন্দা ওই বৃদ্ধ দম্পতির ছেলেপুলে নিয়ে ভরা সংসার। কিছুদিন আগে প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও গ্রামে শালিক পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। আর সেই শালিক পুজো থেকেই এলাকার মাতব্বরেরা নিদান দেয় ওই বৃদ্ধ দম্পতি ডাইন। আর একথা বলার পরই ওই বৃদ্ধ দম্পতির উপর লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রামের বেশ কয়েকজন মাতব্বর। ব্যাপক পরিমাণে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। কোনওরকমে পালিয়ে রক্ষা পায় ওই বৃদ্ধ। পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাঁকে ঘাটাল হাসপাতালে ভর্তি করে। এই ঘটনায় ওই বৃদ্ধের পাঁজর ভেঙে গেছে। এমনই অভিযোগ তাঁর ছেলের। শেষমেশ প্রাণভয়ে ওই বৃদ্ধকে পরিবার-পরিজন নিয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন আত্মীয়দের বাড়িতে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। অভিযোগ, পুরো ঘটনার কথা প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। ছেলের অভিযোগ, একাধিকবার প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কোনও সুরাহা হয়নি। গ্রামের কেউ এব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ। তবে বিষয়টি স্বীকার করেন নিয়েছেন আদিবাসী সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল নেতারাও। এইবিষয়ে চন্দ্রকোণা ১ নম্বর ব্লকের বিডিও রথীন্দ্রনাথ অধিকারী বলেন, 'বিষয়টি আমরা শুনেছি। পুলিস প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।' এই কুসংস্কারের গেরোয় বসতভিটে ছেড়ে আত্মগোপন করতে হচ্ছে অসহায় পরিবারকে।

৫০৭ তম পানিহাটি দন্ড মহোৎসবে আজ উৎসবের মেজাজ নিল পানিহাটিতে। বহু ভক্তবৃন্দ আজ এই উৎসবে আসেন এবং শ্রী শ্রী গৌড় নিত্যানন্দের নিত্য লীলাভূমিতে নাম সংকীর্তন ও বিভিন্ন সংস্থা তথা ইসকন বহুভুক্তদের চিরা মাখা ও খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করেন। ছবি সুবল সাহা

কার্বাইড দিয়ে পাকানো আমের বিরুদ্ধে এবার অভিযানে নামলো জেলা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ জুন ঃ মালদা শহরের বিভিন্ন বাজারে দেদার বিক্রি হচ্ছে কার্বাইড দিয়ে পাকানো বিভিন্ন জাতের আম। এই কার্বাইড দিয়ে পাকানো আমের বিরুদ্ধে এবার অভিযানে নামলো জেলা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। শুক্রবার সকাল থেকেই মালদা শহরের নেতাজি পুরো মার্কেট, মকদপুর পুরোবাজার সহ একাধিক জায়গায় অভিযান চালায় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের কর্তারা। ইংরেজবাজার থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়েই চলে এই অভিযান। এমনকি এদিন ইংরেজবাজার নিয়ন্ত্রিত বাজার চত্বরে যে বিশাল আমের মার্কেট বসে, সেখানেও অভিযান চালানো হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। একাধিক জায়গায় আমের ঝুড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে কাগজের প্যাকেট করা কার্বাইড। এই কার্বাইড দিয়েই তড়িঘড়ি আম পাকিয়ে বাজারে বিক্রি করছে একাংশ বিক্রেতারা বলে অভিযোগ। এদিন বেশ কিছু অসাধু বিক্রেতাদের কাছ থেকে ঝুড়ি ভর্তি আম আটক করে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের কর্তারা। যদিও বিক্রেতাদের একাংশের বক্তব্য, মালদার বাজারে ভিন জেলা এবং রাজ্যের আম ছেয়ে গেছে। তারই মধ্যে মালদার আম বিক্রি শুরু হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমকে পাকানোর জন্য কার্বাইড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু কার্বাইড ব্যবহার করা যে উচিত নয়, সেটা আমরা জানতাম না। তড়িঘড়ি আম পাকানোর জন্যই এই ব্যবস্থা। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এদিন সচেতন বার্তা দেওয়া হয়েছে। সেই মতো আগামীতে আম বিক্রি করা হবে। জেলা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক প্রশান্ত বৈদিক জানিয়েছেন, কার্বাইড ব্যবহারের ফলে মালদার আমের গুণগত মান এবং স্বাদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রতিযোগিতার বাজারে তড়িঘড়ি গাছ থেকে আম পেড়ে কার্বাইড দিয়ে পাকিয়ে সেটিকে বিক্রি করা হচ্ছে। কার্বাইড দিয়ে পাকানো আম স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। সেই ব্যাপারেও আমরা এদিন বিভিন্ন বিক্রেতাদের জানিয়েছি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে এই কার্বাইড দিয়ে আম পাকানোর কাজ অনেকেই করছেন। প্রশাসনের সচেতন বার্তার পরেও যদি এই ধরনের কাজ চলতে থাকে তাহলে পরবর্তীতে কার্বাইড ব্যবহারকারী আম বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিন অভিযান চালানোর সময় বিভিন্ন বাজারে এই সচেতন বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের প্রথম স্কিল হাবের উদ্বোধন মালদার গৌড় কলেজে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ জুন ঃ উত্তরবঙ্গের প্রথম স্কিল হাবের উদ্বোধন হল মালদার গৌড় কলেজে। প্রধানমন্ত্রী কুশল বিকাশ যোজনার আওতায় খুললো এই স্কিল হাব। বৃহস্পতিবার কলেজ প্রাঙ্গনে উদ্বোধন হয় স্কিল হাবের। এই স্কিল হাবে ছয়টি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ থাকছে ছাত্রছাত্রীদের কাছে। বিষয়গুলি হল - গ্রাফিক্স ডিজাইন, হেলথ কেয়ার হাইজিন, এপ্রেন্টিস বিউটিশিয়ান, ব্রাইডাল মেকআপ আর্টিস্ট, যোগা প্রশিক্ষণ।এই বিষয়গুলিতে ছয় মাসের ডিপ্লোমা কোর্স করতে পারবে আগ্রহীরা। কোর্স শেষে দেওয়া হবে সার্টিফিকেট। থাকবে কর্মসংস্থানের সুযোগ। প্রত্যেকটি কোর্স হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। শুধু গৌড় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা নয় কোর্স গুলির জন্য উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে যে কেউ আবেদন করতে পারবে। দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে হবে রেজিস্ট্রেশন। কোর্সে ভর্তির আবেদন করার জন্য ন্যূনতম উচ্চ মাধ্যমিক বা তার সমতুল্য যোগ্যতা থাকতে হবে। গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সের ক্ষেত্রে সিট সংখ্যা থাকছে ৪০। অন্যান্য কোর্সের ক্ষেত্রে সিট সংখ্যা থাকছে ৫০। গৌড় কলেজের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর ড. অনির্বাণ রায় জানান, আজ এই স্কিল হাবের উদ্বোধন হচ্ছে। ছয় মাসের কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। কলেজ চত্বরে বিভিন্ন কক্ষে হবে এই কোর্সগুলির ক্লাস। গন জ্ঞাপন ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপিকা নাসিফা খান লদি বলেন, উত্তরবঙ্গের প্রথম কোন কলেজে এই স্কিল হাব খুললো। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের অনেক সুবিধা হবে। এই কোর্সগুলি বাইরে কোথাও করতে গেলে অনেক ব্যায়স্বাপেক্ষ হয়। এই মুহূর্তে শুধু শুরু হওয়ার অপেক্ষা।

হাসপাতালে রোগীদের সুবিধার্থে দুটি জনসেবামূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ জুন ঃ কালিয়াচক ২ ব্লকের মোথাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীদের সুবিধার্থে দুটি জনসেবামূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। একটি উদ্বোধন করা হলো বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতালে ব্লক প্রাথমিক হেলথ ইউনিট। আরেকটি উদ্বোধন করা হয় বায়ো মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। এই দুটি প্রকল্পের জন্য মোট ৬৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মী থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এই এলাকাতে গঙ্গা নদী অবস্থিত। গঙ্গার ওপারে ঝাড়খন্ড রাজ্য। ওপার থেকে প্রতিদিনই বহু রোগী ও তার পরিবারের লোকেরা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন। এক্ষেত্রে এই দুটি প্রকল্প রোগীদের এবং তাদের আত্মীয়দের স্বার্থের কথা ভেবেই তৈরি করা হয়েছে। ব্লক প্রাথমিক হেলথ ইউনিটটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৫৫ লক্ষ টাকা। বায়ো মেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৯ লক্ষ টাকা। সর্বোপরি মোট ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই দুটি প্রকল্পের আজকের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ কাজটি হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায়।

আর্ট গ্যালারীর দীর্ঘদিনের দাবি মিটতে চলেছে কোচবিহারে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২ জুন ঃ সংস্কৃতি চর্চায় কোচবিহারের শিল্পীদের জন্য আর্ট গ্যালারী তৈরি হবে কোচবিহারে। গ্যালারীর সামনে বসবে কোচবিহারের রাজকন্যা গায়েত্রী দেবীর মূর্তি। কোচবিহার শহরের মাঝে ব্রাম্মমন্দির লাগোয়া জমিতে হবে এই চারতলা ভবনটি। কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পুরসভার আধিকারিকরা এদিন এলাকা ঘুরে দেখেন। ব্রাম্মমন্দির লাগোয়া এই পরিত্যাক্ত জমিটি ছিল পুরসভার আওতায়। হেরিটেজ কমিটির সঙ্গে এব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান কোচবিহার জেলায় আর্ট গ্যালারীর দাবি দীর্ঘদিনের। হেরিটেজ কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সংস্কৃতি চর্চায় শিল্পীদের জন্য এই আর্ট গ্যালারীর তৈরি হবে। জানা গেছে, চতুর্থ তল এই আর্ট গ্যালারীতে সঙ্গীত বিদ্যালয়, চিত্র শিল্পীদের ছবি প্রদর্শনী, নাটক চর্চা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য হবে ভবন। যেখানে প্রায় দুশটি দর্শকাসন থাকবে। ৪০ ফুট চওড়া ও ৯০ ফুট লম্বা হবে এই বিল্ডিংটি। ব্রাম্ম মন্দির লাগোয়া জমিতে আগে ছিল গায়েত্রী দেবী সঙ্গীত চর্চাকেন্দ্র। তবে দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে এখন বেহাল দশা এই চর্চাকেন্দ্রটির। এই চর্চাকেন্দ্রের জমি ও পুরসভার জমি মিলিয়ে তৈরি হবে এই আর্ট গ্যালারীটি।

দিনহাটায় দিনে দুপুরে শুট আউট, মৃত বিজেপি কর্মী

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২ জুন ঃ দীর্ঘ বেশ কিছু সময় থেকে রীতিমতো সন্ত্রাসের আঁতুড় ঘর বলে পরিচিত কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমা। বারংবার রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দিনহাটার বিস্তীর্ণ এলাকা। প্রাণ গেছে, বেশ কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর চরম আকার ধারণ করে দিনহাটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এমত অবস্থায় পঞ্চায়েত নির্বাচন কড়া নাড়ছে দোরগোড়ায় আর ঠিক তার আগে শুক্রবার দিনে দুপুরে নিজের বাড়িতে নিহত হলেন দিনহাটার ২৩ নং মন্ডলের বিজেপির সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত রায় বসুনিয়া। দিন দুপুরে দিনহাটার গ্রামে বাড়িতে ঢুকে ঘরের ভিতরে থাকা বিজেপির নেতাকে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করে পালালো দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার দিনহাটা ১ নং ব্লকের পুঁটিমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলতলা পেট্রোল পাম্পের কাছে খরখড়িয়া গ্রামে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় সমগ্র এলাকা জুড়ে। খবর পেয়ে কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিস সুপার কুমার সানি রাজের নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী গিয়ে উপস্থিত হন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্রশান্ত রায় বসুনিয়াকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পর কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায় কোচবিহার নাটাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক মিহিড় গোস্বামী ফালাকাটা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা মৃত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। কথা বলেন তার মায়ের সাথে। এরপরেই দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে শিমুলতলা এলাকায় দিনহাটা কোচবিহার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। রাস্তায় বসে পড়েন বিজেপির বিধায়ক থেকে শুরু করে অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা। এমতাবস্থায় ঝাড়খণ্ডের নাম্বারে একটি মারুতি ভ্যানে করে মৃতদেহকে ত্রিপলে পেঁচিয়ে কোচবিহারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় আটকে দেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। শুরু হয় চরম বিশৃঙ্খলা গাড়ি আটকে রীতিমতো পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু হয় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে গোটা দিনহাটা জুড়ে বিজেপির নেতা কর্মীরা বাড়ি ছাড়া ছিলেন। প্রশান্ত রায় বসু নিয়ম দেড় বছরের বেশি সময় ধরে বাড়ির বাইরে ছিলেন। গত তিন দিন আগে প্রশান্ত বাড়িতে আসেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন - যে কোন মৃত্যুই দুঃখজনক। প্রশান্ত রায় বসুনিয়া সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওই ঘটনার সাথে তৃণমূলের কেউ কোন ভাবেই যুক্ত নয়। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এসব মনগড়া মিথ্যা অভিযোগ করছে। পুলিস তদন্ত করলে সব বেরিয়ে আসবে। আমরাও চাই পুলিস ঘটনার তদন্ত করে দ্রুত দোষীকে গ্রেফতার করুক। তিনি আরো বলেন এর আগে বিজেপিরা তার হাত ভেঙেছিল সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন তার আগে যেভাবে এই ধরনের ঘটনায় তৃণমূলের নাম জড়ানো হচ্ছে। মৃত বিজেপি নেতার মা সুমিত্রা রায় বসুনিয়া বলেন - ঘরে ঢুকে দুষ্কৃতীরা আমার ছেলেকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। কে গুলি করেছে আমি দেখি নি। গুলির আওয়াজ পাওয়ার পর ঘরে ঢুকে দেখি ছেলের রক্তাক্ত দেহ। আমার ছেলে বিজেপি করত সে কারণেই এই ঘটনা। কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিস সুপার সুমিত কুমার বলেন- দিনহাটার শিমুলতলা এলাকায় গুলিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম প্রশান্ত রায় বসুনিয়া। ওই ঘটনার তদন্ত চলছে। তার বিরুদ্ধে ৬ খানি মামলা ছিল যার মধ্যে একটিতে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছে বারংবার তাকে পুলিশ ধরার চেষ্টা করলেও তিনি পলাতক ছিলেন তবে এই ঘটনার সাথে কারা যুক্ত তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সুর চড়িয়েছেন কোচবিহারের সাংসদ তথা দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। তিনি বলেন - আজকের এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন বলে কিছু নেই গোটা পশ্চিমবঙ্গে বোম কারখানায় পরিণত হয়েছে এই সরকার মানুষের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ। তিনি বলেন দিনের দুপুরে যেভাবে বিজেপি কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা জানাই। উত্তরবঙ্গে বেছে বেছে রাজবংশী বিজেপি কর্মীদের হত্যা করা হচ্ছে তাই তিনি আহ্বান করেন সমস্ত সাধারণ মানুষকে জেগে ওঠার এবং তিনি বলেন সকলে একসাথে মিলে এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হবে। ঘটনার জেরে সমগ্র এলাকায় উত্তেজনা ও আতঙ্কে রয়েছে সাধারণ মানুষ যদিও মোতায়েন রয়েছে পুলিশ বাহিনী। আজ শনিবার মৃত প্রশান্ত বসুনিয়ার ময়নাতদন্তের পর তার দেহ নিয়ে যাওয়া হবে তার নিজ বাসভবনে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে যেভাবে গুলি বোমা - বন্দুকের প্রভাব বিস্তার হচ্ছে জেলা জুড়ে তাতে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন কতটা সুস্থভাবে হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ ? দিনে দুপুরে শুট আউট আর এই ঘটনায় তাই আঙুল উঠছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য [illegible]

HWH-80/2023-24

পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in [illegible]

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC** invites tender on line, two part bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/37
Name of work : **Annual comprehensive maintenance contract of Split Air Conditioner at Mayor's Health Clinic & other Health Centre under Br-IX**. Estimated Amount: **Open Quotation**. Earnest Money: **2% of Quotation Rate.** Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of completion of bid: **12.06.2023** up to **2 p.m.** Tender opening date: **13.06.2023 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **02.06.2023** from **2 p.m.** from the website : **http://etender.wb.nic.in**

The **D. G. (Electrical), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : LTG/38/INST/BR-IV/Z-II/23-24
Name of work : **Installation of Air Condition Machine in Computer Room of Borough-IV, 213-B, C.R. Avenue (Girish Park) Kolkata-700006**. Estimated Amount: **Rs. 1,49,363.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid (online): **12.06.2023** up to **2.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **02.06.2023** at **4.30 p.m.** from the website : **http://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Zone-V/Br-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
1.NIT No.:KMC/LTGV/122/23-24/ENERGY(1st call)
Name of work : **Development of Existing Street Lighting System with Energy Efficient Light Fittings at B.F. Rd, M.G. Rd., A.K. Sarani and other areas of ward no. 122.** Estimated Amount: **Rs. 4,89,403.98**. Earnest Money: **Rs. 9,790.00.** Period of Completion: **20 Days.**
2. NIT No. : KMC/LTGV/122/23-24/SI (1st call)
Name of work : **Supply and delivery of outdoor Energy Efficient Light Fittings in ward no. 122.** Estimated Amount: **Rs. 4,97,696.48.** Earnest Money: **Rs. 9,960.00.** Period of Completion: **40 Days.**
3.NIT No.:KMC/LTGV/115/23-24/ENERGY(1st call)
Name of work : **Development of Existing Street Lighting System with Energy Efficient Light Fittings at M.G. Rd., Naskar Para Rd., Panchanantala Rd., and other areas of ward no. 115.** Estimated Amount: **Rs. 4,80,643.08.** Earnest Money: **Rs. 9,620.00.** Period of Completion: **30 Days.**
4. NIT No. : KMC/LTGV/115/23-24/SI (1st call)
Name of work : **Supply and delivery of outdoor Energy Efficient Light Fittings in ward no. 115.** Estimated Amount: **Rs. 4,97,982.50.** Earnest Money: **Rs. 9,960.00.** Period of Completion: **40 Days.**
5. NIT No. : KMC/LTGV/119/23-24/S1 (1st call)
Name of work : **Development of Existing Street Lighting System with Energy Efficient Light Fittings for James Long Sarani, S.N. Chatterjee, B.M. Rd., etc. area in ward no. 119.** Estimated Amount: **Rs. 4,86,921.93.** Earnest Money: **Rs. 9,740.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **13.06.2023** at **4 p.m.** (for sl. no. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **02.06.2023** at **4 p.m.** (for sl. no. 1 to 5) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 5).

The **Director General (Mechanical)/Roads, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/ASPH/GG/MG-039/2022-23 (1st call)
Name of works: **Improvement of Road Surface at 31A, N.C. Chowdhury Road to 58A/2, N.C. Chowdhury Road and others in ward no. 091, Br-X under Roads (M) Department**. Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,84,373.91.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**
2. NIT No. : KMC/ASPH/GG/MG-40/2022-23 (1st call)
Name of works: **Construction of Brick Wall of the existing box Drain behind the Canteen Building in Goragacha Plant under Roads (M) Department**. Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,71,830.13**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date and time of submission of bid: **12.06.2023 at 3 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). Bid opening date for technical proposal (online): **14.06.2023 at 2 p.m.** (for sl. no. 1 & 2).
3. NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-12/2022-23 (1st call)
Name of works: **Improvement of Road Surface at R. K. Sarani from 38/2 R. K. Sarani to 38/16 R. K. Sarani in ward no. 130, Br-14 under Road's(M) Dept.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,75,673.03**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **7 Days.**
4. NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-07/2022-23 (1st call)
Name of works: **Engagement of labours for restoration of different roads at South Kolkata region by laying of hot mix contractually within the Jurisdiction of KMC under Road's(M) Dept.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,24,966.42**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **25 Days.** Last date and time of submission of bid: **14.06.2023 at 5 p.m.** (for sl. no. 3 & 4).
5. NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-11/2022-23 (1st call)
Name of works: **Improvement of road surface at Unique Park from 1, Unique Park to p-13 Unique Park in ward no. 130, Br-14 under Road's (M) Dept.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,35,023.36**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **7 Days.** Last date and time of submission of bid: **15.06.2023** at **5 p.m.**
6. NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-14/2022-23 (1st call)
Name of works: **Development of road surface at Arcadia Road from P-40 Arcadia Road to 10/1/G Fakir Para Road in ward no. 130, Br-14 under Road's (M) Dept.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,85,720.47**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **7 Days.** Last date and time of submission of bid: **16.06.2023** at **5 p.m.**
7. NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-08/2022-23 (1st call)
Name of works: **Cleaning of dust & silt from inside of Asphaltum G. G. Plant under Road's (M) Dept.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,98,427.93**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **85 Days.**
8. NIT No. : KMC/ASPH/GG/ASP-10/2022-23 (1st call)
Name of works: **Improvement of Road surface at Becharam Chatterjee Road from 46/2 Becharam Chatterjee Road to 46/6/1 Becharam Chatterjee Road in ward no. 130, Br-14 under Road's(M) Dept.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,98,392.15**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **7 Days.** Last date and time of submission of bid: **17.06.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 7 & 8). The bid forms and other details are available on and from **02.06.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2) / **03.06.2023** after **5 p.m.** (for sl. no. 3 to 8) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 8).

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC** invite tender online, two part bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/82/23-24
Name of work: **Operation & maintenance of Street Lighting System in ward no 100, Br-X.** Estimated Amount: **Rs. 4,98,387.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last date and time of completion of bid: **12.06.2023** up to **12 noon.**
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/53/23-24
Name of work: **Repairing of Street Lighting System at Kalikapur, Natunpally & Sahid Smriti Colony etc. slum areas in ward no 109, Br-XII.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,794.96**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date and time of completion of bid: **14.06.2023** up to **3 p.m.**
3. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/43/23-24
Name of work: **Renovation & repairing of Street Lighting System at Patuli Ghoshpara and adjacent bustee areas in ward no 101, Br-XII.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,615.12**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**
4. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/45/23-24
Name of work: **Improvement of St. Ltg. System at Birnagar, Baghajatin Place and other areas in ward no. 101 under Br-XII.** Estimated Amount: **Rs. 4,99,771.79**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **25 Days.** Last date and time of completion of bid: **17.06.2023** up to **3 p.m.** (for sl. no. 3 & 4). The bid forms and other details are available on and from **02.06.2023** at **2 p.m.** (for sl. no. 1 & 2) / **03.06.2023** at **3 p.m.** (for sl. no. 3 & 4) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4).

221/23-24

কোন বলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল? কার সুবিধা বেশি!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

হাতে আর কয়েকটা দিন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। টানা দ্বিতীয় বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারত। এ বারের পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা। সদ্য আইপিএল শেষ হয়েছে। দীর্ঘ দু-মাস টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের পর অন্য ফরম্যাটের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। আরও নানা প্রতিবন্ধকতাই রয়েছে। গত দু-মাস কাঠফাটা গরমে খেলতে হয়েছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল হবে নিরপেক্ষ ভেনুতে। লন্ডন ওভালে ফাইনালে নামছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। সেখানকার আবহাওয়া ঠান্ডা। অন্তত ভারতীয় দল এমন পরিস্থিতিতেই অনুশীলন করছে। ৭-১১ জুন ওভালে রুদ্ধশ্বাস একটা ম্যাচের অপেক্ষা। দ্বিপাক্ষিক সিরিজের নিরিখে সাম্প্রতিক ফলে অনেকটাই এগিয়ে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হোম-অ্যাওয়ে মিলিয়ে গত তিনটি টেস্ট সিরিজই জিতেছে ভারত। ফাইনাল কোন দিক থেকে আলাদা? আইপিএল এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের মাঝে প্রস্তুতির জন্য ভারতের কাছে খুবই কম সময়। ফাইনাল হবে ডিউক বলে। ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট

ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ডিউক বলে খেলা হয়। ভারত খেলে এসজি টেস্ট বলে। তেমনই অস্ট্রেলিয়া খেলে কুকাবুরা টেস্ট বলে। সে দিক থেকে বলতে গেলে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া দু-দলের কাছেই পরিস্থিতি একই। ডিউক বলে খেলতে যাতে সমস্যা না হয়, আইপিএল চলাকালীনও কিট ব্যাগে থাকতো ডিউক বল। কিছুটা প্রস্তুতি আইপিএলের মাঝেও হয়েছে। তবে প্রস্তুতি এবং ম্যাচে খেলা দু এক জিনিস নয়। ভারতের চিন্তা এবং স্বস্তির জায়গাও রয়েছে। ভাবনার জায়গা জসপ্রীত বুমরা। ডিউক বলের সঙ্গে বুমরার 'বন্ধুত্ব' খুবই ভালো। চোটের কারণে দীর্ঘ সময় ধরেই মাঠের বাইরে বুমরা। যা অস্বস্তির বিষয়। বোলিংয়ের দিক থেকে স্বস্তির বিষয় মহম্মদ সামি এবং মহম্মদ সিরাজের ফর্ম। আইপিএল দিয়ে হয়তো টেস্ট ম্যাচের বিচার করা যাবে না। তবে সামির ক্ষেত্রে আইপিএলেও একটা বিষয় লক্ষ্য করা গিয়েছে। সামি এ বার পার্পল ক্যাপ জিতেছেন। তাঁর সাফল্যের রহস্য কিন্তু টেস্ট ম্যাচের লাইন লেন্থে বোলিং করা। পার্পল ক্যাপ জিতে সে কথা স্বীকারও করে নিয়েছেন। সামি, সিরাজ যদি ডিউক বলেও নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারেন, প্রতিপক্ষর চাপ বাড়বে। অন্যান্য বলের তুলনায় ডিউক বলে মুভমেন্ট বেশি হয়। ইংল্যান্ডের পরিস্থিতিতে যা আরও ভয়ঙ্কর। বল পুরনো হতেও সময় লাগে। ব্যাটাররা ধৈর্য ধরে প্রথম সেশন কাটিয়ে দিতে পারলে বড় রান করা সম্ভব। এই সতর্কবার্তা দু-দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ব্যাটিংয়ের দিক থেকে ভারত, অস্ট্রেলিয়া দু-দলই কার্যত একই জায়গায়। বোলিংয়ে কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ অস্ট্রেলিয়া। ভারতীয় শিবিরে সামি-সিরাজ সাফল্য না পেলে সমস্যা বাড়বে।

এ বার কমেন্ট্রি বক্সে সৌরভ

বিরাটের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে যাওয়ার পর আর ক্রিকেট মাঠ ঠিক দেখা গিয়েছে তাঁকে। আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও রাজধানীর টিম এ বার সাফল্য পায়নি। আইপিএল শেষ হওয়ার পর আবার কমেন্ট্রি বক্সে ফিরছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে তাঁকে ধারাভাষ্যকার হিসেবে দেখা যাবে। এর আগেও মহারাজ কমেন্ট্রি করেছেন। তাঁর ক্রিকেট বিশ্লেষণ, কাটাছেঁড়া ক্রিকেট প্রেমীদের ছুঁয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় খুব বেশি দেখা যায়নি। ক্রিকেট প্রশাসনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তার কারণ। সেখান থেকে ছুটি মিলতেই আবার কমেন্ট্রি বক্সে দেখা যাবে সৌরভকে। সদ্য শেষ হওয়া আইপিএলে সৌরভ ব্যাপক বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। বিরাট কোহলির সঙ্গে হাত মেলাননি তিনি। যে ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই তুমুল হইচই পড়ে যায়। বিরাটের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি সেই বোর্ড প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন। বিরাটের ক্যাপ্টেন্সি ছাড়া নিয়ে বিতর্কে জেরবার হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট মহল। আইপিএলেও তার খানিক রেশ দেখা গিয়েছিল। ওই ঘটনার পর আবার ইন্সটাগ্রাম থেকে বিরাটকে আনফলো করে দেন সৌরভ। যা নিয়েও কম জলঘোলা হয়নি। অবশ্য পরে আবার আইপিএলের ম্যাচে বিরাটের সঙ্গে সৌরভকে আড্ডা মারতে দেখা যায়। অনেকেই যা দেখে বলছেন, বিতর্ক মেটাতেই নাকি দু'জনকে হাসিমুখে ক্যামেরার সামনে দেখা গিয়েছে। সেই বিরাটকে নিয়েই এ বার কমেন্ট্রি বক্সে কাটাছেঁড়া করবেন সৌরভ। বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে হিন্দিতে কমেন্ট্রি করতে দেখা যাবে সৌরভকে। তাঁর সঙ্গে ধারাভাষ্যকার হিসেবে থাকবেন হরভজন সিং, শান্তাকুমারন শ্রীসন্থ, যতীন সাপ্রু ও দীপ দাশগুপ্ত। গত বার টেস্ট ফাইনাল খেললেও ভারত হেরে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ডের কাছে। ভারতীয় ব্যাটিং লাইন-আপ ভেঙে পড়েছিল। সে বারও আইপিএলের

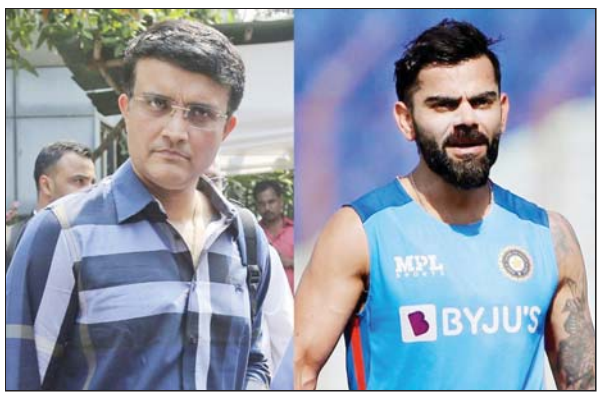

পর হয়েছিল টেস্ট ফাইনাল। লাল বলের বড় ফাইনাল খেলার মতো প্রস্তুতি ভারতের ছিল না, এমনও বলা হয়েছিল। এ বারও কিন্তু পরিস্থিতি তাই। ভারতীয় টিম যদি পারফর্ম করতে না পারে, তা হলে কিন্তু চরম বিতর্কের মুখে পড়বেন রোহিত শর্মা। হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজিতেও কমেন্ট্রি করবেন রবি শাস্ত্রী, হর্ষ ভোগলে, নাসির হুসেইন, দীনেশ কার্তিক, রিকি পন্টিং, ম্যাথু হেডেন, জাস্টিন ল্যাঙ্গার, কুমার সঙ্গকারা।

ব্রডকে খোঁচা ওয়ার্নারের

সিডনি, ২ জুনঃ ২০১৯ সালের অ্যাশেজে ডেভিড ওয়ার্নারের জন্য রীতিমতো বিভীষিকা হয়ে হাজির হয়েছিলেন স্টুয়ার্ট ব্রড। ইংল্যান্ডের মাটিতে হওয়া সেই সিরিজে ৫ টেস্টে ৭ বার ব্রডের শিকারে পরিণত হন ওয়ার্নার। সব মিলিয়ে ইংলিশ পেসারের বলে ১৪ বার আউট হয়েছেন ওয়ার্নার, যা অস্ট্রেলিয়ান এই বাঁহাতির এই কোরিয়ারে নির্দিষ্ট একজন বোলারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বাজে রেকর্ড। দুই সপ্তাহ পর ইংল্যান্ডে শুরু হতে যাচ্ছে আরেকটি অ্যাশেজ। এরই মধ্যে ব্রড বলে দিয়েছেন, ওয়ার্নারের বিপক্ষে আবারও বোলিংয়ের অপেক্ষায় আছেন তিনি। ওয়ার্নারও চুপ করে থাকেননি। 'সে দেখা যাবে' সুরে উত্তর দিতে গিয়ে খোঁচাও দিয়েছেন ব্রডকে। বেশ কিছু দিন ধরে রান খরায় থাকা ওয়ার্নার এবারের অ্যাশেজে জায়গা পাবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল। তবে সর্বশেষ ৩২ ইনিংসে মাত্র একটি সেঞ্চুরি করেছেন করা এই বাঁহাতিকে নিয়েই অ্যাশেজের প্রথম দুই টেস্টের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ১৬ জুন এজবাস্টন টেস্ট দিয়ে অ্যাশেজ সিরিজ শুরুর আগে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলবে অস্ট্রেলিয়া। ৭ জুন ওভালে শুরু হতে যাওয়া টেস্ট শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ ভারত। ধারণা করা হচ্ছে, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের ওপর নির্ভর করছে অ্যাশেজে ওয়ার্নারের একাদশে জায়গা পাওয়া। তবে ৩৬ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভালো কিছু করতে আশাবাদী। সিডনি মর্নিং হেরাল্ড তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ অ্যাশেজের কথা, যেখানে এক ব্রডের কাছেই বারবার নাস্তানাবুদ হয়েছেন তিনি। এবার ব্রডকে নিয়ে আলাদা কোনো পরিকল্পনা আছে কি না, জিজ্ঞাসা করা হলে ওয়ার্নার খোঁচার সুরে বলেন, ''সত্যি কথা বলতে, এ নিয়ে আমার কোনো পরিকল্পনা নেই। আগে সে দলে জায়গা পাক। এরপর মাঠে নেমে দেখব কীভাবে সামাল দেওয়া যায়।'' ওয়ার্নারের মতো ব্রডের বয়সও এখন ৩৬। এখনো ইংল্যান্ড দলের নিয়মিত সদস্য হলেও চার বছর আগের তুলনায় আক্রমণে তাঁর ধার

কমেছে। ব্রডকে সব টেস্ট খেলানো হবে কি না, এটা নিয়েও কথা আছে। এর মধ্যেই তাঁর একাদশে থাকা না থাকার দিকে ইঙ্গিত করলেন ওয়ার্নার। এ যাত্রায় অবশ্য ব্রডের বিপক্ষে ভালো কিছু করার ব্যাপারে আশাবাদী ওয়ার্নার, ''আশা করি, এবার আমি রান করতে পারব, খেলব ইতিবাচকভাবে।'' এর আগে গত মাসে এক সাক্ষাৎকারে ওয়ার্নারের সঙ্গে আসন্ন লড়াই নিয়ে কথা বলেন ব্রড। বলেন, ''আবারও ডেভির (ওয়ার্নার) সঙ্গে লড়াইয়ের অপেক্ষায় আছি আমি। সে এমন একজন, যার বিপক্ষে খেলাটা উপভোগ করি। সে খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। আর এ ধরনের ব্যাটসম্যান আমাকে সব সময়ই নিজের সেরাটা বের করে আনতে সাহায্য করে।''

শুভ, জাস্টিন ভবানীপুরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুনঃ ২৫ তারিখ থেকে শুরু কলকাতা লিগ। প্রিমিয়ার 'এ' আর প্রিমিয়ার 'বি' এ বছর থেকে মিশে যাচ্ছে। সুপার প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগে এ বার খেলতে দেখা যাবে ২৬ দলকে। প্রিমিয়ার 'এ'-এর ১৬ দল আর 'বি'-এর ১০ দল একসঙ্গে খেলবে। আইএফএর যে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রথম ডিভিশনের বেশ কয়েকটি ক্লাব বিদ্রোহের সুর চড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার তো আইএফএ-র বৈঠক মাঝপথেই ভেস্তে যায়। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডানের সঙ্গে এ বার খেলতে দেখা যাবে ডায়মন্ডহারবার এফসিকেও। প্রিমিয়ার ডিভিশনের লড়াই এ বার বেশ কঠিন হতে চলেছে। ২৬ দলকে দুটো গ্রুপে ভাগ করা হবে। প্রত্যেক গ্রুপ থেকে ৩টি দল কোয়ালিফাই করবে সুপার সিক্সে। ৬টা দলের মধ্যে হবে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ড। প্রিমিয়ার ডিভিশন থেকে অবনমন হবে চারটে দলের।

প্রথম ডিভিশন থেকে প্রোমোশন হবে দুটো দলের। আইএফএর এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় প্রথম ডিভিশনের ক্লাবগুলো। প্রথম ডিভিশন থেকে সুপার প্রিমিয়ার ডিভিশনে ৬টা দলের প্রোমোশন চাইছে। মঙ্গলবার ফের প্রথম ডিভিশনের ক্লাবগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসবে আইএফএ। আগে ভাগেই অনুশীলন শুরু করে দিল ভবানীপুর ফুটবল ক্লাব। এ বছর বেশ শক্তিশালী দল গড়েছে ভবানীপুর। কোচ রঞ্জন চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন শুরু হয়ে গিয়েছে। এখনও বেশ কয়েক জনকে ট্রায়ালে দেখে নিচ্ছেন রঞ্জন। গত বছরও কোচ ছিলেন তিনি। কলকাতা লিগে গত বছর রানার্স আপ হয়েছিল ভবানীপুর। সোমবার থেকে পুরোদমে শুরু হবে ভবানীপুরের অনুশীলন। ময়দানের বেশ কিছু পরিচিত মুখ এ বার ভবানীপুরে। ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে আই লিগে নজর কাড়া জবি জাস্টিন রয়েছেন সেখানে। আইএসএলেও খেলেছেন জবি। তবে সে ভাবে সুযোগ পাননি। এ ছাড়া দুই প্রধানে খেলা অপর কেরালাইট সিএস সাবিথও রয়েছেন ভবানীপুরে। আইএসএলের গোলকিপার সঞ্জীবন ঘোষকে সই করিয়েছে রঞ্জন চৌধুরীর দল। তিন প্রধানে খেলা শঙ্কর রায়ও রয়েছেন ভবানীপুরে। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আইএসএলেও খেলেছেন শঙ্কর। মোহনবাগানের জার্সিতে খেলা বাঙালি স্ট্রাইকার শুভ ঘোষকেও সই করিয়েছে ভবানীপুর। পরে আইএসএলের দলে ডাক পেলেও সে ভাবে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি শুভ। সবুজ-মেরুনের প্রাক্তন ডিফেন্ডার কিমকিমাকেও দেখা যাবে ভবানীপুরের জার্সিতে। ইস্টবেঙ্গলে খেলা নিখিল কদম গত বছরই সই করেন এই ক্লাবে। এছাড়া গোলকিপার শুভম রায়, সুজয় দত্ত, সুভাষ সিং, অভিনব বাগ, আকাশ মণ্ডল, চাকু মাঞ্জিরাও রয়েছেন ভবানীপুরে। বৃহস্পতিবার থেকেই অনুশীলনে নেমে পড়েছেন শুভ ঘোষ, জবি জাস্টিনরা। কলকাতা লিগ এ বার বিদেশিহীন। তাই দেশিয় ফুটবলারদের কাছে প্রমাণের মঞ্চ থাকছে।

পাকিস্তানকে হারিয়ে জুনিয়র হকি এশিয়া কাপে ইতিহাস ভারতের

সালালাহ, ২ জুনঃ যে কোনও খেলায় ভারত আর পাকিস্তান মুখোমুখি হলেই একটা আলাদা উত্তেজনা তৈরি হয়। এ বার জুনিয়র হকি এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান। ওমানে পাকিস্তানকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে জুনিয়র হকি এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। এই নিয়ে চতুর্থ বার জুনিয়র হকি এশিয়া কাপ জিতল ভারত। এই জয়ের ফলে এক রেকর্ডও গড়ল ভারতের জুনিয়র হকি দল। এতদিন যুগ্মভাবে পাকিস্তানের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি বার জুনিয়র হকি এশিয়া কাপ জয়ের রেকর্ড ছিল ভারতের। এ বার পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে দিল ভারতের জুনিয়র হকি দল।

ভারতের সিনিয়র হকি দল পুরুষদের হকি এশিয়া কাপে ৩ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এ বার দাদাদের রেকর্ডও ছাপিয়ে গেল ভাইরা। ফাইনালের শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে দেখা যায় ভারতকে। প্রথম কোয়ার্টারেই ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। ১৩ মিনিটে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন অঙ্গদ বীর সিং। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ফের একটি গোল করে ভারত। ২০ মিনিটে অঙ্গদের কাছ থেকে বল পেয়ে গোল করেন আরাইজি। পাকিস্তান একাধিক পেনাল্টি কর্নার পেলেও প্রথম দুই কোয়ার্টারে কোনও গোল করতে পারেনি। ২-০ গোলে পিছিয়ে থাকার পর তৃতীয় কোয়ার্টারে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়াতে দেখা যায় পাকিস্তানকে। ৩৭ মিনিটে একটি গোল শোধ করেন আব্দুল বাশারত। এর পর ভারতের গোলরক্ষক মোহিত আর কোনও গোলের সুযোগ দেয়নি পাকিস্তানকে। বেশ কয়েকটি ভালো সেভ করেন তিনি। শেষের দিকে ভারত ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেননি। ফলে ২-১ স্কোরলাইনেই শেষ হয় ম্যাচ। জুনিয়র এশিয়া কাপে ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর হকি ইন্ডিয়া বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রত্যেক প্লেয়ারকে ২ লক্ষ টাকা এবং সাপোর্ট স্টাফকে ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। এ বারের চ্যাম্পিয়ন ভারত অতীতে ২০০৪, ২০০৮ ও ২০১৫ সালে জুনিয়র হকি এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অন্যদিকে এ বারের রানার্স পাকিস্তান ১৯৮৮, ১৯৯২ ও ১০৯৬ সালে পরপর তিনবার জুনিয়র হকি এশিয়া কাপ জিতেছিল। উল্লেখ্য, এই নিয়ে ৬ বার জুনিয়র হকি এশিয়া কাপের ফাইনালে খেলল ভারত। তার মধ্যে ২ বার টিম ইন্ডিয়া রানার্স হয়েছে। আর যে চারবার ভারতীয় দল এই টুর্নামেন্টে জিতেছে তার মধ্যে তিনবার পাকিস্তানকে হারিয়েছে। ২০১৫ সালের পর চলতি বছরে অনুষ্ঠিত হল নবম জুনিয়র হকি এশিয়া কাপ। ২০২১ সালে বাংলাদেশের ঢাকাতে এই টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনার কারণে তা বাতিল হয়ে যায়।

পিএসজিতে আজই শেষ ম্যাচ খেলবেন না মেসি

প্যারিস, ২ জুনঃ পিএসজি কোচ ক্রিস্তফ গালতিয়ের গতকাল জানিয়েছিলেন, ক্লেরমঁর বিপক্ষে আগামীকালের ম্যাচটিই পিএসজির হয়ে লিওনেল মেসির শেষ ম্যাচ। কিন্তু ক্লাবের সূত্র সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছে, পিএসজিতে আগামীকালের ম্যাচটিই মেসির শেষ নয়, এটি হবে তাঁর মরসুমের শেষ ম্যাচ। গালতিয়ের গতকাল সংবাদকর্মীদের বলেছেন, ''ফুটবল ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়কে কোচিং করানোর মতো সৌভাগ্য হয়েছে আমার। এটাই (ক্লেরমঁর বিপক্ষে) পার্ক দে প্রিন্সেসে তাঁর শেষ ম্যাচ।'' এমনকি পিএসজিতে মেসি তাঁর শেষ ম্যাচে উষ্ণ অভিনন্দন পাবেন বলেও আশা প্রকাশ করেছিলেন গালতিয়ের, ''আমি আশা করছি যে সে উষ্ণতম অভিনন্দনই পাবে।'' কিন্তু রয়টার্স সেই সূত্রের উদ্ধৃতি প্রকাশ করে জানিয়েছে, পিএসজির হয়ে শেষ ম্যাচ নয় মরসুমের শেষ ম্যাচটা খেলবেন মেসি, ''এটা হবে এই মরসুমে তাঁর (মেসি) শেষ ম্যাচ।'' ২০২১ সালে দুই বছরের চুক্তিতে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেন মেসি। এবার পিএসজির লিগ জয়ের পথে ২১ গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে আরও ২০ গোল করিয়েছেন আর্জেন্টাইন তারকা। পিএসজি এবার চ্যাম্পিয়নস লিগের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নেওয়ার পর সমর্থকদের তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন মেসি। গত ডিসেম্বরে কাতারে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের পর মেসির সঙ্গে পিএসজির চুক্তি নবীকরনের কথা থাকলেও তা হয়নি। মাঝে অনেকবার শোনা গেছে, পিএসজির সঙ্গে চুক্তি নবীকরন না করে মরসুম শেষে ঠিকানা পাল্টাবেন মেসি। তাঁর সম্ভাব্য গন্তব্যস্থল হিসেবে আলোচনায় উঠে এসেছে স্পেন, সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবের নাম। গত মাসে মেসি পিএসজিতে দুই সপ্তাহ নিষিদ্ধ হওয়ার পর গুঞ্জনটা সবচেয়ে বেশি ডালপালা মেলে। গালতিয়ের কাল ঘোষণাটা দেওয়ার পর বিষয়টি মোটামুটি একরকম নিশ্চিতই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পিএসজির পক্ষ থেকে যা জানানো হয়েছে তাতে গালতিয়েরের কথাটা সঠিক নয়। তবে মেসি যে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালের কাছ থেকে বড় প্রস্তাব পেয়েছেন সেটি রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছেন আর্জেন্টাইন তারকার ঘনিষ্ঠ এক সূত্র। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিও মেসিকে দলে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া মেসিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে তাঁর সাবেক ক্লাব বার্সেলোনা। মেসিকে নিয়ে গতকাল গালতিয়েরের সেই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পর স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ইএফইর সঙ্গে কথা বলেছেন পিএসজির এক মুখপাত্র। তিনি জানিয়েছেন, গালতিয়ের কথাটা ঠিকভাবে বলতে পারেননি। ক্লেরমঁর বিপক্ষে আগামীকাল মরসুমের শেষ ম্যাচ খেলবে আগেই লিগ শিরোপা নিশ্চিত করা পিএসজি। মেসির জন্যও এটা মরসুমের শেষ ম্যাচ বলে নিশ্চিত করেছে সেই সূত্র। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম 'টিওয়াইসি স্পোর্টস' জানিয়েছে, পিএসজি জানে মেসি আর চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে চাচ্ছেন না। কিন্তু প্যারিসের ক্লাবটি নাকি এখনো আশা ছাড়েনি। মেসির বর্তমান চুক্তিতে আরও এক বছর মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ আছে। পিএসজি নাকি এই আশায় বসে আছে।

বেনজেমার স্পষ্ট উচ্চারণ, 'আমি তো রিয়াল মাদ্রিদেই আছি'

জোর গুঞ্জন ছিল, করিম বেনজেমার রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ার ঘোষণা আসছে। সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল, এ দিনই নিজের সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন ফরাসি তারকা। তিনি মুখ খুললেন বটে, তবে উপহার দিলেন বড় চমক। ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলার কোনো মানেই খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি, কারণ থাকছেন তো রিয়াল মাদ্রিদেই! ইন্টারনেটের আলোচনার সঙ্গে বাস্তবতার মিল নেই বলেও সাফ জানিয়ে দিলেন ৩৫ বছর বয়সি তারকা।

মাদ্রিদ, ২ জুনঃ মাদ্রিদে বৃহস্পতিবার স্প্যানিশ স্পোর্টস পাবলিকেশনের আয়োজনে 'মার্কা লেজেন্ড প্রাইজ' সম্মানে ভূষিত করা হয় বেনজেমাকে। এই অনুষ্ঠানের আগেই ইউরোপের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছিল, এ দিনই রিয়াল ছাড়ার ঘোষণা করবেন বেনজেমা। সৌদি আরব থেকে চোখধাঁধানো পারিশ্রমিকের প্রস্তাব তার আছে বলেও নানা খবর শোনা যাচ্ছিল গত কিছুদিন ধরে। এই অনুষ্ঠানেই তাকে জিজ্ঞেস করা যায়, রিয়াল মাদ্রিদে থাকছেন কি না। তার উত্তর, ''শনিবার আমাদের খেলা আছে (লা লিগায় আথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে), কালকে আমাদের ট্রেনিং সেশন তো, এই মুহূর্তে আমি তো মাদ্রিদেই।'' তার এই কথায় একটু ধোঁয়াশা রয়েই যায়। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হয়, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের ভক্তদের জন্য কিছু বলবেন কি না। এবার তার পরিষ্কার জবাব, ''ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে হবে কেন? আমি তো রিয়াল মাদ্রিদেই আছি। এটা তো বদলায়নি। ইন্টারনেটে যা বলাবলি হয়, বাস্তবতা তা থেকে ভিন্ন।'' বেনজেমার এই মন্তব্যের পর ইউরোপের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর, রিয়াল মাদ্রিদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে সৌদি আরবের লোভনীয় অঙ্কের প্রস্তাব আপাতত প্রত্যাখ্যান করে আরও এক মরসুম এখানেই থেকে যাচ্ছেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501